হেঁয়ালি।

পাঁচটি অক্ষরে মম নামের গণন,
রাজা আমি গুণ মম জানে সর্ব্বজন।
বৃদ্ধ হিন্দুদের মনে হতেছে উদয়,
"উত্তম কথায়" মম কত সুখ হয়।
প্রথম অক্ষর আর দ্বিতীয় অক্ষর,
একত্র করিলে নর বুঝাবে সত্বর।
প্রথমের সনে যদি তৃতীয় মিলাবে,
তথনই দুগ্ধবাটী দধি হয়ে যাবে।
প্রথমের সনে যদি চতুর্থ মিশয়,
আদালত কাছারীতে বড় পদ হয়।
প্রথমের সনে হ'লে শেষের মিলন,
সবাকার সুমঙ্গল হইবে সাধন।

শ্রীঅ—

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী ভারতেশ্বরী কাবুলের আমীর-পুত্র নসরুল্লাকে একটী রাজমুকুট ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উপহার দিয়াছেন।

২। জর্ম্মণির ওয়ালক নামে এক ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক নিয়মে কৃষ্ণ বর্ণের গোলাপ ফুল প্রস্তুত করিয়াছেন।

৩। চীনে পুনরায় মিশনারি-হত্যা হইয়াছে। ৮। ১০টী মিশনারি রমণী এবং কয়েকটী শিশুও না কি হত হইয়াছে।

৪। এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয় কুমারী জে, ই, হারিসনকে তাঁহার গ্রীক প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য এল এল ডি উপাধি দিবেন। কুমারী হারিসন এই সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিষ বিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করিলেন।

৫। বিলাতের যাদুঘরে ২৫০,০০০ প্রকারের মুদ্রা ও পদক আছে।

৬। মুক্তিফৌজের সেনাপতি জেনারল বুথ আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় ভারতবর্ষে আসিবেন।

৭। আগষ্টের প্রথমে ডবলিন মহানগরে কালা বোবাদের শিক্ষার বিবেচনার্থ এক মহাসভা হইয়াছে। কলিকাতার কালা-বোবা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক লণ্ডন-প্রবাসী বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তারূপে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন।

৮। চিনের মুসলমান অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছে। চিনের চতুর্দ্দিকে গোলযোগ।

৯। ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়া "ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট" খুলিবার সময় স্বয়ং বক্তৃতা পাঠ করেন; এরূপ উচ্চ ও পরিষ্কার স্বরে পাঠ করিয়াছিলেন যে, অতি দূরস্থ শ্রোতারাও সুস্পষ্ট শুনিয়াছেন।

১০। কর্পূরথালার হরনাম্ সিংহ বাহাদুর সস্ত্রীক অসবোরন্ প্রাসাদে মহারাণীর সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন।

১১। আমরা অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে অনিচ্ছাপূর্ব্বক এই আসুরিক কাণ্ড পত্রস্থ করিতেছি। কলিকাতাবাসী ভূতপূর্ব্ব সব জজ বাবু যদুনাথ মল্লিকের গৃহে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এক দস্যু প্রবেশ করিয়া তিনটী বালক, যদুবাবুর ছোট জামাতা ও পুত্রকে সাংঘাতিকরূপে অস্ত্রাঘাত করে। ছোট জামাতা ও দুইটী বালক মারা গিয়াছে, অন্য দুইটীরও জীবন সংশয়। বালকত্রয়ের পিতা যদুবাবুর জামাতা অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ এই দস্যু বলিয়া ধৃত হইয়া বিচারাধীন !!!

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। নির্ঝরিণী—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত। ইঁহার প্রথম গ্রন্থ 'প্রতিধ্বনি' সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রশংসাবাদ করিয়াছি, নির্ঝরিণী দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে। ইঁহার কবিতা সরল, মধুর ও বিশুদ্ধভাবপূর্ণ, এইজন্য এত হৃদয়গ্রাহিণী। ইঁহার প্রাণের কবিতা নির্ঝর অক্ষয় হইয়া বঙ্গসাহিত্যের ও দেশের হিতোন্নতি-সাধনে সমর্থ হউক।

২। প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি, এ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। প্রেম সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট কথা পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে প্রায় সকলই সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার হৃদয়বান্ এবং প্রেমাঞ্জনে উন্মুক্ত-চক্ষু, তাই স্বচক্ষে প্রেমকে দেখিয়া তাহার এমন চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহার যে অঙ্গে যে ভূষণ সাজে, তাহা দিয়া সাজাইয়াছেন। ইহার ভাষা সরল, ভাব গভীর এবং ইহা পাঠ করিয়া হৃদয় ও আত্মা তৃপ্ত হইয়া কল্যাণকর ফললাভে সমর্থ। প্রেমিকগণ ইহার আস্বাদন করিয়া সুখী হউন।

৩। বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২৷৷০ টাকা। পুস্তকখানি প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা পরিমিত এবং ইহাতে ১১ খানি সুন্দর ছবি আছে। বিদ্যাসাগরের জীবনের সকল বিভাগের ঘটনাবলী অতি সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার সতেজ ও জীবন্ত ভাব ইহার পত্রে পত্রে জাজ্বল্যমান। যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম, গবেষণা, সহৃদয়তা, ও দেশহিতৈষিতা সহকারে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ইহা অতিশয় হৃদ্য হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিবারণ-ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ আত্ম-সমর্পণ দ্বারা বিদ্যাসাগর যে নারী-হিতৈষিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত ইহাতে বিশেষরূপে বিবৃত। সহৃদয় নারী-গণ এবং নারীহিতৈষিগণ এই পুস্তকের উপযুক্ত সমাদর করিবেন, অবশ্যই আশা করা যায়। পুস্তকখানি সম্বন্ধে আমাদের আর যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পরে প্রকাশ্য।

বামারচনা।

নিরাশায়।

"I slept and dreamt that life was beauty,
I woke and found that life was duty."

অলস জীবন-ভার
বহনে কি প্রয়োজন!
তাই এ ক্লেশের বোঝা
নামা'তে আকুল মন। ১।

অলস জীবনে নাথ!
হয় সজীবতা দাও,
নহে জীব-খাতা হ'তে
এ নাম উঠা'য়ে লও। ২।

পারি না বহিতে প্রভু!
নিৰ্জ্জীব জীবনভার,
দুরবল হৃদয় ত
পারে না সহিতে আর। ৩।

কোথায় মরণ রাণি!
সুধামুখে এস হেসে,
কোলে তুলে লও এবে
স্নেহময়ী মাতৃবেশে। ৪।

চিরশান্তিময়ী তুমি,
মধুর মুরতি তব,
আহা! কি সুন্দর হেরি
কল্পনায় অভিনব! ৫।

অলসের অনুগামী
তোমারিত হওয়া সাজে,
প্রকৃত বান্ধব তার
তুমি ত্রিলোকের মাঝে। ৬।

তোমার পরশে তার
হাসিবে মলিন প্রাণ,
সংসার-যাতনা ভুলি
বেহাগে গাহিবে গান। ৭।

অরুণের প্রিয়সখী
পরিয়া কনক-ভূষা
আবার হৃদয়ে তার
জাগিবে বাসন্তী ঊষা। ৮।

তোমার কৃপায় রাণি!
নীলিম গগন সনে
নূতন জীবন পেয়ে
ভ্রমিবে সে ফুল্লমনে। ৯।

তোমারি কৃপায় রাণি!
নীলা প্রবাহিণী অঙ্গে,
নাচিবে নূতন প্রাণে
তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে। ১০।

শুভাননে! তুমি তারে
লও দেখি কোলে তুলে,
মলয় মারুত সনে
ভ্রমিবে সে ফুলে ফুলে। ১১।

মরতে কীচক-বংশী
বাজাবে মোহন-সুরে,
পারিজাত গন্ধ ব'য়ে
ভ্রমিবে অমরপুরে। ১২।

* * * *
* * * *

শ্রীকুমুদিনী রায়।

No. 369. October, 1895.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৯ সংখ্যা।	আশ্বিন ১৩০২—অক্টোবর ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের নূতন শাসনকর্ত্তা—সার্ চার্লস ইলিয়টের স্থানে সার্ আলেক্জাণ্ডার মেকেঞ্জি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী নবেম্বরে গদিতে বসিবার কথা।

দৈনিক বিবাহ—এক পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিদিন ৩ হাজার করিয়া বিবাহ হইয়া থাকে।

মুসলমান স্ত্রীশিক্ষা—বেথুনস্কুলে মুসলমান বালিকা ভর্ত্তির জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের নিয়মে বাধে বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ স্ত্রীশিক্ষানুরাগ বিশেষ প্রশংসনীয়। বেথুন হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ে স্থান না হইলে মুসলমান-বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

চিত্রলের পরিণাম—ইহাকে ব্রিটিষ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছিলেন, নূতন রাজমন্ত্রী লর্ড সালিস্বরী না কি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। ইংরাজ আশ্রয়ে সুজা-উল-মুখ নামে এক নূতন নৃপতি চিত্রল-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক—১৮৯৫-৯৬ সালে একটী ৮০৲ ও আর একটী ৪০৲ টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনার বিষয়—"শারীর ও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতা"। আগামী ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে সেণ্ট্রাল্ টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর সম্পাদকের নামে রচনা পাঠাইতে হইবে। বিশেষ বিজ্ঞাপন অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনাথ-কুষ্ঠাশ্রম—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী রাজকুমারীর অর্থে এই কুষ্ঠাশ্রমের বাটী নির্ম্মিত হওয়াতে ইহার নাম "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম" হইয়াছে। ৯ই ভাদ্র দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ইহা খুলিয়াছেন। স্থানীয় ডেপুটী কমিসনর ও সমস্ত ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা আপনার নামে ১০০০ ও জননীর নামে ৫০০ টাকা দান স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সৎকার্য্য—বোম্বাইয়ের মারবানজী হারমাস্‌জী কামা পিতার স্মরণার্থ গৃহহীন পারসীদিগের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

আশ্চর্য্য পাতিব্রত্য—সারণ জেলার সিরিশ্মা গ্রামের রামানুগ্রহ সিং নামক এক রজপুতের সাংঘাতিক পীড়ায় তাহার পত্নী আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া অন্নজল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইচ্ছামৃত্যুর ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর বয়স ১৯ বৎসর, বধূ বালিকামাত্র।

মহারাণীর ভারতীয় সেক্রেটরী—ইঁহার নাম আবদুল করিম, সি এস আই। ইনি ভারতবর্ষের কোনও ডাক্তারের পুত্র, ১৮৬৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতেশ্বরীকে ইনি হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

আমেরিকায় জাপানী মহিলা—কুমারী হকিঙ এঙ নাম্নী এক জাপানী যুবতী ফিলাডেলফিয়ার মেডিকাল কলেজের উচ্চ পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি ৯ বৎসর আমেরিকায় অধ্যয়ন করেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেল—এই বিশ্বহিতৈষিণী মহিলার বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে এক পত্র লেখেন, জর্ম্মণি ও রুসিয়ার সম্রাট্‌ও পত্র দ্বারা অভিনন্দন করেন।

দানবীর সার্ জেমসেটজী জীজী ভাই।

মহাত্মা দাদা ভাই নারোজি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া অবধি অনেকেরই চক্ষু পারসীজাতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা এ স্থলে পারসীজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ পারসী মহাত্মা সার জেমসেটজী জীজী ভাইয়ের জীবনী প্রদান করিব।

বোম্বে অঞ্চলে যে সকল পারসী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের আদি বাসস্থান পারস্যদেশে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানেরা পারস্যদেশ আক্রমণ ও অধিকারপূর্ব্বক পারসিকদিগের দেবালয়াদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া স্বধর্ম্মপ্রচারে বদ্ধপর হয়। বহুসংখ্যক পারসিক অসহ্য

উৎপীড়নে জাতীয় পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিরাপদে স্বদেশে অবস্থান করিতে থাকে, আর অল্পসংখ্যক স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম্বে উপসাগরস্থ ডিউ নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে পলায়ন করে। এই দ্বীপে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর ৭১৭ অব্দে বোম্বের উত্তরাংশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগুলি পারসী বোম্বে নগরে আসিয়া বাস স্থাপন করে।

পারসিকদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সমস্ত ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৫,০০০ হাজারের অধিক পারসী বাস করে না। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক পারসীর মধ্যে স্বার্থশূন্য-পরহিতৈষী মহাত্মার সংখ্যা যে পরিমাণে অধিক, সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির মধ্যে সে পরিমাণে আছে কি না সন্দেহ।

খৃষ্টীয় ১৭৮৩ অব্দে বোম্বে নগরে মহাত্মা জেমসেটজী জীজী ভাই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে গুজরাটী শিক্ষা করিয়া পরে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন; এখানে যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করেন। বাল্যাবস্থায় পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে জেমসেটজী স্বীয় শ্বশুর, প্রসিদ্ধ বোতল-বিক্রেতা, নামরোয়ানজীর নিকট প্রতিপালিত হন। ১৭৯৯ অব্দে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি স্বীয় ভ্রাতা মারয়ানজীর সহিত তদীয় বাণিজ্যপোতের একজন কর্ম্মচারী হইয়া চীনদেশে গমন করেন এবং ১২০৲ টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বয়ং বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। বাণিজ্যব্যাপারে জীজী ভাইয়ের অদম্য উৎসাহ ছিল। বাণিজ্য-কুশলতা, উদারতা ও ন্যায়-নিষ্ঠা গুণে তিনি অচিরকাল মধ্যেই প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। কয়েক বৎসর স্বদেশে বাণিজ্য করিবার পর তিনি ৩৫০০০৲ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়া চীনদেশে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। জীজী ভাই স্বয়ং বাণিজ্যপোতে চীনদেশে গমন করিতেন, সমুদায় কার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিতেন এবং ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। এই হেতু তিনি অচিরকাল মধ্যেই ঋণ-মুক্ত হইয়া প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইয়া পড়েন। চতুর্থ বারে তিনি যখন চীনদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে তদানীন্তন ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ফরাসীরা তাঁহার বাণিজ্যপোত অধিকার করে। জীজী ভাই শুদ্ধ যে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন তাহা নহে, তিনি ফরাসীদিগের বন্দী হইয়া প্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপে প্রেরিত হন, তথা হইতে আবার ওলন্দাজদিগের হস্তে নিক্ষিপ্ত হন। কয়েকজন সহৃদয় মহাত্মার ও কতিপয় মহানুভবা মহিলার অনুগ্রহে তিনি মুক্তিলাভপূর্ব্বক কলিকাতায় উপস্থিত হইতে সক্ষম হন। কলিকাতা হইতে তিনি বোম্বে গমন করিয়া স্বীয় হতাশ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

জীজী ভাই পুনর্ব্বার চীনদেশের সহিত

বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন, এবং ১৮০৭ অব্দে বোম্বে নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কার্য্যকুশলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা গুণে তিনি সর্ব্বত্রই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জৈন, পারসী ও মুসলমান সহযোগী লইয়া তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে বাণিজ্যব্যাপার চালাইতে থাকেন। তিনি প্রত্যেক কার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিতেন এবং প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। পরিচিত লোকমাত্রেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত। তিনি আশার উচ্চ সীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮২২ অব্দের মধ্যেই তিনি ন্যূনাধিক ২ কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন এবং পূর্ব্বাঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান বণিক্ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। বাণিজ্যসূত্রে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির সহিত তাঁহার কার্য্যকলাপ চলিত বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কখনও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনও বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু আত্মীয় বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে বিবাদকারীরা উভয়েই তাঁহাকে মধ্যস্থ স্থির করিত। তিনি ন্যায়বিচারে তাহাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন।

খৃষ্টীয় ১৮২২ অব্দ হইতেই সাধারণে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় পাইতে থাকে। কিন্তু অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি দানশীল ছিলেন। প্রতিদিন দরিদ্রগণকে পয়সা বিতরণ করা তাঁহার প্রাতঃকৃত্য ছিল।

উত্তমর্ণের ঋণদায়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করা তাঁহার দানশীলতার প্রথম নিদর্শন। এই কার্য্যে তাঁহাকে ৩,০০০৲ টাকা ব্যয় করিতে হয়। ১৮২৪ অব্দে সুরাটনগরবাসী পারসিকদিগের ধর্ম্মমন্দির অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে তিনি ১৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৩৩ অব্দে দ্বাদশদিনব্যাপী অগ্নিদাহে সুরাটনগরের ২০,০০০ গৃহ একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। মহাত্মা জেমসেটজী এই সংবাদ পাইবামাত্রই নিরাশ্রয় নগরবাসীদিগের সাহায্যার্থ যথেষ্ট চাউল এবং ১৫,০০০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন।

পুনা সহরে জলের কল সংস্থাপন করা মহাত্মা জেম্‌সেট্‌জীর মহৎ কার্য্য। ইহাতে তাঁহার ১,৭০,৭০০ টাকা ব্যয় হয়।

বোম্বে ও সিলসিতি, এই দ্বীপদ্বয় এক অপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা বিভক্ত। এই প্রণালী দিয়া গমনাগমন করা বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। গবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে এই প্রণালীর উপর একটী সেতু নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট অর্থের অভাবে এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। মহাত্মা জেম্‌সেটজীর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ১,৮০,০০০৲ টাকা দিয়া এই সেতু নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

মহাত্মা জেম্‌সেটজী স্বজাতীয়দিগের জন্ত ৪৫০০০্ টাকা ব্যয় করিয়া পুনাসহরে এক উপাসনা-মন্দির স্থাপন করেন। তিনি ৮০,০০০্ টাকা ব্যয় করিয়া বোম্বে সহরে এক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করেন। উহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি স্বয়ং ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁহার মহানুভবা সদয়হৃদয়া সহধর্ম্মিণী ২০হাজার টাকা 'বেনাভোলেণ্ট সোসাইটী' নামক ভাণ্ডারে জমা রাখিয়াছেন। খানদোলা এবং নাউমারী নামক স্থানদ্বয়ে তিনি আরও দুইটী ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করেন। ১৮৪৩ অব্দে বোম্বেসহরে মহাত্মা জেম্‌সেটজীর সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ের প্রথম নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ইহাতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৮৪২ অব্দে ইনি সর্ব্বপ্রথম 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন বোম্বে গবর্ণর সার্ জর্জ্জ এন্‌ডারসন্ উপাধি প্রদানকালে বলিয়াছিলেন,—"ইউরোপীয়দিগের নিকট 'নাইট' উপাধি বড়ই সম্মানজনক। অসাধারণ সাহসিকতার দ্বারাই হউক, অথবা অসামান্ত বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা দ্বারাই হউক মনীষী মহাত্মাগণ এই উপাধি পাইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট হন। আপনার জনহিতকর কার্য্য, মনুষ্যজাতির কষ্ট দূর করিবার জন্য আপনার অবারিত বদান্যতা আপনাকে এই উপাধিতে উন্নীত করিল। আপনি প্রসিদ্ধনামাদিগের মধ্যে অন্যতম হইলেন।"

মহাত্মা জেম্‌সেটজীর কয়েকজন বন্ধু তাঁহার উপাধিতে পরম আহ্লাদিত হইয়া এক প্রশংসাপত্র সহ 'সার্ জেম্‌সেটজী জীজী ভাই ট্রান্‌শ্লেসন্ ফণ্ড' এই নামে ১৫০০০্ টাকা প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা, এই ভাণ্ডার হইতে আবশ্যকমত পুস্তক সকল গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের মধ্যে প্রচারিত হইবে। মহাত্মা জেম্‌সেটজী তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন,—'আপনারা যে উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা ভিন্ন অন্য কিছুতেই আমাকে এত সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আমাদিগের জাতির মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য যে সকল উদ্যম হইয়াছে,তাহার প্রত্যেকটীতেই যেন আমার নাম সম্মিলিত থাকে। তিনি ইহার পর লিখিয়াছিলেন, আমি ইহাতে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করিব।'

নিরাশ্রয় দরিদ্র পারসীদিগের সাহায্যার্থ এবং তাহাদিগের সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য তিনি 'বেনাভোলেণ্ট সোসাইটী' নামক একটী বৃত্তিভাণ্ডার স্থাপন করেন। এই সমিতির অন্তর্গত ইংরাজীস্কুল বোম্বে প্রেসিডেন্সির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তিনি স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থে তিনটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি যেরূপ উদ্যোগী ছিলেন, এরূপ অতি অল্প লোকই দৃষ্টিগোচর হয়। স্বজাতীয়দিগের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি নিজ দুহিতার শিক্ষার জন্য একজন ইংরাজমহিলা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি একটী শিল্প ও বিজ্ঞান-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান।

মহাত্মা জেম্‌সেটজী জীবনের শেষ দিনেও দানকার্য্যে বিরত হন নাই। তিনি জীবনে অন্যূন ২৫ লক্ষ টাকা কেবল দানকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। ইহা শুনিলে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা দানে মন স্বতঃই ধাবমান হয়।

১৮৫৬ অব্দে বোম্বে টাউনহলে তাঁহার মার্ব্বেলপ্রস্তরনির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হয়, ১৮৫৮ অব্দে মহাত্মা জেম্‌সেটজী জীজীভাই 'ব্যারনেট' উপাধিতে উন্নীত হন। তিনি মহারাণীর নিকট হইতে একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার হীরক-খচিত পৃষ্ঠে মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত ছিল এবং অপর পৃষ্ঠে লিখিত ছিল,—'ব্যারনেট'-উপাধিধারী মহাত্মা জেম্‌সেটজী জীজী ভাইকে তাঁহার বদান্যতার এবং স্বদেশহিতৈষিতার জন্য ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত।" পর বৎসর ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

শ্রী মঃ।

নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

(৩৬৮ সংখ্যা ১৪৭ পৃষ্ঠার পর)

(৪)

পুত্র কন্যাকে নীতিসম্পন্ন করিতে হইলে পিতামাতার আর একটি কর্ত্তব্য আছে। নিজের পুত্রকন্যাকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু শুধু ভালবাসা যথেষ্ট নয়। তুমি যে তাহাদিগকে ভালবাস, ইহা যেন তাহারা জানিতে পারে। এরূপ না হইলে তাহা-দের মনের উপর কখনও তুমি ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবে না, ও তাহারাও তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে ও ভক্তি এবং বিশ্বাস করিতে শিখিবে না। "মা ও বাবা এইরূপ করেন, অত-এব আমাদেরও এইরূপ করা উচিত" এই ভাব সন্তানের মনে বদ্ধমূল করিতে হইলে তাহার সহিত মাতাপিতার মিলা দরকার, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা আবশ্যক। শিশু হয়ত গোলমাল করিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, খেলা করিতেছে। এরূপ সে করিবেই এবং তার করা দরকার। হঠাৎ পিতা ঘরে আসিলেন; শিশুটি জড়সড় হইল, গোল-মাল ও খেলা ভুলিয়া গেল, যেন মুস্‌ড়াইয়া রহিল। আমার গৃহের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহা হইলে আমার ছেলে মেয়ের মনের উপর, তাহাদের চরিত্র গঠনের উপর আমার বেশী ক্ষমতা থাকিবেক না। কিন্তু যদি আমি আমার ছেলেদের প্রতি সহানু-ভূতি প্রকাশ করি, তাহাদের ক্ষুদ্র দুঃখে দুঃখী ও ক্ষুদ্র সুখে সুখী হই, তাহাদের খেলায় উৎসাহ দি, ও সুবিধা পাইলে

যোগ দি, তাহা হইলে অলক্ষিত ভাবে তাহাদের মনের উপর আমার অসীম ক্ষমতা স্থাপিত হইবেক, আমার বাক্য তাহাদের বেদ-বাক্য জ্ঞান হইবেক, এবং আমাকে সন্তুষ্ট করাই তাহাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য হইবেক। আমরা স্ত্রী-পুরুষে যদি চরিত্রবতী ও চরিত্রবান্ হই, এবং আমাদের পুত্র কন্যার প্রতি যদি উপরি-উক্ত রূপ ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় তাদের চরিত্র গঠনে আমরা এক প্রধান সহায় হইব। এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলা আবশ্যক বোধ করি না।

(৫)

একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অবস্থা যতই ভাল হউক না কেন, পিতামাতার উচিত পুত্র কন্যাকে আত্মনির্ভর ও সেই সঙ্গে আত্ম-শাসন শিক্ষা দেওয়া। অনেক বাটীতে দেখিয়াছি ছোট ছোট ছেলেরা চাকর দাসীকে তাচ্ছিল্য করে, তাদের সঙ্গে "অরে, হাঁরে" বলিয়া কথা কয় ও অনেক সময় তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। এরূপ ব্যবহার শিক্ষা করা যে কতদূর অনুচিত তাহা বলিতে পারি না। যাহারা আমাদের মুখাপেক্ষী, তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করা কেবল আপনাদিগকে নীচ ও হেয় করিতে অভ্যাস করা মাত্র। মানুষের প্রতি মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা কেবল আত্ম-সম্মান অভ্যাস করা বই আর কিছুই নয়। যাহারা আমার রুক্ষ, নিষ্ঠুর বা অসৎ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে পারে না, তাহাদের প্রতি ঐ প্রকার ব্যবহার করা নীচতার পরাকাষ্ঠা। অনেক পিতামাতা নিজেদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে চাকর দাসীর প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিতে উৎসাহ নাই দিন, ঐরূপ করিতে নিবারণ করেন না। ইহাতে সন্তানের যে কি ভয়ানক অপকার করা হয়, তাহা বুদ্ধিমান্ লোকে অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। শচীকে ধরিয়া আনার পর ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ঐন্দ্রিলা যখন তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য-প্রয়োগ করেন, তখন তাঁর পুত্র হইয়াও রুদ্রপীড় বলিয়া উঠিলেন—

"দাসী হইতে আসিয়াছে
হইবে সে দাসী,
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব
প্রকাশি।"

আত্ম-নির্ভর বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করা দরকার। অনেক বাটীর ছেলেরা একটু জল পর্য্যন্ত লইয়া খাইতে পারেন না। পুত্রটি বিদ্যালয়ে যাইবেন, জুতা যোড়াটি পাড়া নাই; খাবার পাড়িয়া না দিলে পাড়া হইল না। কন্যাটি কাপড় ছাড়িবেন, ঝী উহা যোগাইলত ভালই, নতুবা তিনি দাঁড়াইয়া আছেন ও তাহাকে গালি পাড়িতেছেন। অবস্থা পরিবর্ত্তন-শীল, অতএব যতদূর সাধ্য নিজের কাজ নিজে করিতে শিক্ষা করা উচিত। এই শিক্ষাটী সকলের পক্ষে আবশ্যক। শৈশব-কাল হইতে ছেলে মেয়েকে বাবু হইতে

দেওয়া কেবল আলস্য ও স্বার্থপরতার প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। "আমি কি ঠুঁটা যে জুতাযোড়াটি পাড়িয়া লইতে কিম্বা কাপড়খানি আলনা হইতে লইতে পারি না" এই ভাবটি বাল্যকাল হইতে ছেলেদের মনে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। আত্মনির্ভরতার সহিত যে শ্রমশীলতার ও স্বাধীনচিন্ততার সম্বন্ধ অতি নিকট, তাহা বুঝাইবার বোধ হয় কোন আবশ্যকতা নাই।

বালকবালিকাকে শ্রমশীল হইতে হইবে বলিয়া আমি এরূপ বলিতেছি না যে, ভদ্র ঘরের সন্তান ও শ্রমজীবী ঘরের সন্তানের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে কোন তফাৎ থাকিবে না। অবস্থাভেদে পরিশ্রমের তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। যে বালককে পরে মানসিক পরিশ্রম করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, তাহার অবশ্য একজন চাষার ছেলের যেরূপ ভাবে কায়িক পরিশ্রম অভ্যাস করা দরকার, তাহা করিতে হইবেক না। যে বালিকাকে শিক্ষিত ভদ্র ঘরের বধূ ও পরে গৃহিণী হইতে হইবেক, তাহার প্রধান কাজ হইবে গৃহের পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা, সংসারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা, পরিজনবর্গের সুখ সচ্ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও ছেলেপিলের পালন করা ও শিক্ষা দেওয়া। তাহাকে চলিত ভাষায় যাহাকে "দেসো পাট" বলে তাহা অভ্যাস করিতে হইবে এরূপ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অবস্থাভেদে কায়িক পরিশ্রমের তারতম্য সুধু অবশ্যম্ভাবী নয়, উচিত ও আবশ্যক। বালকবালিকাকে শ্রমশীলতা ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ কথা বলিবার আমার অর্থ এই যে, অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, কায়িক পরিশ্রম যে কেবল পেটের দায়ের জন্য নয়, আত্মনির্ভরতা ও পরিশ্রম যে আমাদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, ছেলে মেয়েকে এ শিক্ষা দিতে কেহ যেন না ভুলেন।

(৬)

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকারা সকলেই শিক্ষিত ও শিক্ষিতা, তাঁহাদিগকে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক ; বিশেষতঃ তাঁহাদের সময় অল্প ও কাজ অনেক। আমার তাঁহাদের বহুমূল্য সময় ও অত্যাবশ্যক কাজের উপর অধিক হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

ব।

দেখে যা'।

দেখে যা' ফিরে চা'
পথ যে পিছল ;

পড়িবি, হাসাবি,
সে কি ভাল বল? ১

ভুগিবি, ভোগাবি,
　　অসহ বেদনা,
পুড়িবি, পোড়াবি,
　　মায়ের যাতনা! ২
দেখিতে, জগতে,
　　অনেকে তো আছে;
ভুলিতে, মুছিতে,
　　কে আসেরে কাছে? ৩
ক্ষান্ত যে, মায়েরে,
　　নারিবি রাখিতে;
পোড়া ছা, বলি তা,
　　শিখরে চলিতে। ৪
চলিতে, শিখিতে,
　　দেরী কেন বল!
কাঁদিলে, দেখিলে,
　　নাহি কোন ফল। ৫
নহিলে, খোঁড়াতে,
　　জনম কাটিবে;
মায়ের সতত
　　পরাণ ফাটিবে। ৬

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

ধান্য।

আমরা বামাবোধিনীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় ধান্যসম্বন্ধীয় অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে উহার চাষ, আবাদ, সার, পাইট ইত্যাদি কতিপয় বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক ঐ প্রবন্ধের উপসংহার করিবার চেষ্টা করিব।

চাষ—লাঙ্গল, দেঁড়ে বা কুদ্দাল দ্বারা ভূমি খনন, মদিকাদি দ্বারা মৃত্তিকা চূর্ণীকরণ ও ক্ষেত্রকে সমভূমিকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া সচরাচর চাষ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধের যে যে স্থলে চাষ শব্দ ব্যবহৃত হইবে, সর্ব্বত্র তাহার ঐ অর্থ বুঝিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে আশু ধান্য বপন করিতে হইবে, কার্ত্তিক মাস হইতে তাহাতে চাষ আরম্ভ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ চাষ দ্বারা মাটীকে ধূলিবৎ করিতে হয়। শুদ্ধ আশু ধান্য বলিয়া নহে, যে কোন ধান্যের জন্যই হেমন্তে ভূমিকর্ষণই প্রশস্ত। হেমন্ত কৃষির উৎকৃষ্ট কাল। প্রাকৃতিক অবস্থার গতিকে জ্যৈষ্ঠ মাসেও বুনানি হইতে পারে। আশু ধান্যের বীজ বিঘা প্রতি ১৬ সের হিসাবে লাগিয়া থাকে। বীজ বপনের পর একবার আল্‌গামুঠি লাঙ্গল দিতে হয়। কারণ এই সময়ের লাঙ্গলে অধিক মাটি ধরিলে চারা বাহির হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে। আশুধান্যের বপন-প্রণালী দ্বিবিধ—"সোবুনানি" ও "কাঁকড়ি"। জল হইবার পূর্ব্বে পরিশুষ্ক ক্ষেত্রে বপনের নাম "কাঁকুড়ি"। পরাশরে কাঁকুড়ি ভূমিকর্ষণ বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে,—

"হেমন্তে কৃষ্যতে হেম বসন্তে তাম্ররৌপ্যকং।
শস্যঃ নিদাঘকালেতু দারিদ্র্যন্ত ঘনাগমে।"

এই বচন দ্বারা হেমন্তকালই কর্ষণের উৎকৃষ্টতম সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আবাদ—বপনাদির সাধারণ নাম আবাদ। বৈশাখ মাসই আশু ধান্য বুনানির কাল। ক্ষেত্রে বুনানি চাষের পর মই দিতে হয় না ও জল হওয়ার পূর্ব্বে আর কোন চাষও চলে না।

সকল প্রকার মৃত্তিকার ক্ষেত্রে কাঁকড়ি করার বিধি থাকিলেও আটাল ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র কাঁকড়ি করা উচিত নহে; কারণ অন্যবিধ ক্ষেত্রে কাঁকড়ি করিলে তাহাতে উহার তলভাগ সরস থাকা প্রযুক্ত উই, কড়াপোকা প্রভৃতি কীটের উৎপাতে ধান্য ভাল হয় না। আটাল ক্ষেত্রে ঐ উৎপাত ঘটে না। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে কাশ, কুশ, মুতা প্রভৃতির মূল থাকে, তাহাতে কাঁকড়ি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; কারণ কাঁকড়ি করার পর জল হইতে বিলম্ব হইলে ধান্যের চারা বাহির হয় না; কিন্তু বিনা জলে ঐ সকল তৃণ জন্মিয়া ধান্যের ভাবী আশা এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ঐরূপ ক্ষেত্রকে "মুদিধান জমি" কহে। কাঁকড়ি করা ক্ষেত্র জলসিক্ত হইলেই উপযুক্তরূপ চাষ দিতে হয়। ঐ চাষ এবং দোবুনানির চাষ ঠিক্ একরূপ। আশুধান্য অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ধান্যের মধ্যে অপকৃষ্ট হইলেও উহার মহৎ গুণ এই যে, উহা শীঘ্র ফলে। তজ্জন্য কৃষকগণ বিস্তর পরিশ্রম করিয়া উহার চাষ আবাদ করিয়া থাকে। আশু ধান্যের চাষ আবাদ এত বহুল ও জটিল যে, আমরা পাঠক পাঠিকার বিরক্তি-শঙ্কায় উহার বাহুল্যবর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। যদি কাহারও উহা শুনিতে কৌতূহল হয়, তাঁহাকে আমরা হারাধন বাবুর কৃষিতত্ত্ব পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বপন সম্বন্ধে পরাশর যে স্থূল ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বপনকালের উৎকর্ষা-পকর্ষ জানা যায়, যথা,—

বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠে তু মধ্যমং স্মৃতং।
আষাঢ়ে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধমং॥

আমন ধানের মধ্যে যে গুলি বপন দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহাদের চাষ আবাদ ঠিক্ আশুধান্যের ন্যায়। বীজ বিঘা প্রতি ।২ বার সের। কেবল ঐ ক্ষেত্রে অধিক বিদা দিবার প্রয়োজন হয় না এবং আশু-ক্ষেত্রের ন্যায় অধিক সংখ্যায় বিদা টানিবার সুযোগও আমন-ক্ষেত্রে হয় না; তজ্জন্য "বাওড়া" আমনের কোন হানি হয় না। বৈশাখের মধ্যে বাওড়া-ক্ষেত্রে "উপর সার" দিতে পারিলে বড় ভাল হয়; অনেক স্থানের কৃষকেরা তাহা দিয়া থাকেন। বিদা টানা শেষ হইলে খোলের গুঁড়া এবং সারের গুঁড়া ক্ষেত্রের উপর ছড়াইয়া দিলে ধান্যের বিশেষ উপকার হয়। ইহাকে "উপর সার" কহে। তবে যে সকল সতেজ ক্ষেত্রের ধান ছড়িয়া যাওয়া সম্ভব, তাহাতে "উপর সার" অনা-বশ্যক। কোন কোন ক্ষেত্রের ধান্যগাছ

খুব তেজাল হয়, ফল হয় না বা খুব অল্প হয়, তাহাকে ছড়িয়া যাওয়া কহে।

যে সকল আমনের আবাদ রোপণ-প্রণালীতে হইয়া থাকে, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তাহাদের ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। পরে সেই ক্ষেত্রে জল বাধিলে পুনরায় দোয়ার চাষ ও দুই পালা মই দিলে মৃত্তিকা দধিবৎ হইয়া যায়। প্রায়ই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ভূমির এই অবস্থা হয়। তখন তাহাতে ধানের চারা রোপণ করিতে হয়। ঐ দুই মাসের মধ্যে যে সকল ক্ষেত্রের রোপণ শেষ হয়, তাহাতেই উত্তম ধান্য হয়। নচেৎ ভাদ্র ও আশ্বিনে রোপণ বৃথা। রোপণের পর দিনই একবার রোপিত ক্ষেত্র উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, কেননা জলের আন্দোলনে মধ্যে মধ্যে চারার গুছি উপড়াইয়া যায়। ঐ চারাগুলি পুনরায় বসাইয়া দিতে হয়। দশ বার দিন পরে মাটী হাঁটকাইয়া বাজে তৃণ, ঘাসাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ইহার পর রোয়ার ক্ষেত্রে আর বড় চাষ আবাদ করিতে হয় না।

বীজপাত—আমন ধান্যের যে সকল চারা রোপণ করা যায়, তাহা দ্বিবিধ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে ;—বুনানী পাত ও নেওচ করা। ইহা ব্যতীত আরও এক প্রকারে আমনের বীজ সংগৃহীত হইয়া থাকে। বাওড়া-ক্ষেত্রে বাওয়ানি বা জাওলা অধিক ঘন হইলে কাড়ান চাষের অর্থাৎ বিদা দেওয়ার পূর্ব্বে সেই ক্ষেত্রের অনাবশ্যক চারা সকল তুলিয়া লইয়া রোপণ করা যাইতে পারে।

যে সকল তেজাল ক্ষেত্রে সচরাচর অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে জল বাধে, তাহাতে বীজ-পাতের বীজ ।৬ সের হইতে ৸২ সের পর্য্যন্ত বপন করা যাইতে পারে। বীজের জমিতে বুনানির পর আর লাঙ্গল দিতে হয় না, কেবল দুই পালা মই দিতে হয়, এবং বুনানির পূর্ব্বে ও চারা বাহির হইবার পরে ঐ ক্ষেত্রে কিছু কিছু সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বীজপাত তেজাল হইলে ⁄২ সের পরিমিত ধান্যের বীজ-পাতে এক বিঘা ক্ষেত্রের রোপণকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। নচেৎ ⁄৪ সের কি ⁄৫ সের পরিমাণের বীজপাত লাগে। বিশেষতঃ বীজপাত তেজস্বী না হইলে ফসল উত্তম হয় না। এই প্রণালীকে বুনানিপাত কহে।

(ক্রমশঃ)

মেয়ের আদর।

শুনিতে পাই, সুসভ্য ইংরাজ জাতির সংস্কার আছে, হিন্দুরা মেয়ের আদর জানে না, মেয়ে কি বস্তু তাহা বুঝে না! অস্মদ্দেশীয় কোন কোন বহুদর্শী চিন্তাশীল

সুপণ্ডিত ব্যক্তি ইংরাজ জাতির ঐ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা বলি, পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন জাতি মেয়ের কদর বুঝিয়া থাকে, মেয়ের আদর করিতে পারিয়া থাকে, রমণীর সম্মান কিরূপে করিতে হয়, তাহা দেখাইতে পারিয়া থাকে, সে আর্য্য হিন্দুজাতি। কিন্তু ইংরাজজাতির ঐ সংস্কারও এককালে অমূলক নহে। এক্ষণে আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে ঐ দুইটী বিষয় দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ রমণী কি বস্তু হিন্দুজাতি তাহা বুঝেন এবং রমণীর যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজজাতির প্রাগুক্ত সংস্কারও অকারণসম্ভূত নহে।

যে সকল বিষয়ে জাতীয় হৃদয় পরিস্ফুট হয়, তজ্জাতীয় দেবচরিত গঠন তাহার অন্যতম। হিন্দুজাতির আদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ উপলক্ষে মহাপ্রলয় উপস্থিত করিয়াছিলেন, প্রাণপ্রিয়া সতীর দেহত্যাগ তাহার কারণ। সেই সতীর শবদেহ মস্তকে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সেই শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বিপঞ্চাশৎ স্থানে (৫২ পীঠ) পতিত হইয়া অদ্যাপি হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্ দেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন। কখন দেখা যায়, সেই সতী অসিধরা, নৃমুণ্ডমালিনী, রণোন্মাদিনী মহাকালীর বেশে মহাদেবের বক্ষে নৃত্য করিতেছেন। মহাকবি বাল্মীকি-বিরচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অর্দ্ধাংশ রামরমণী সীতাহরণের প্রতিশোধমূলক। অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের দুই তৃতীয়াংশ কৌরব সভায় পাঞ্চালীর অপমান-প্রতিশোধমূলক। আবার সেই পাঞ্চালীর বেণী-সংহারে, কৌরবপতির কনিষ্ঠ মহাবীর দুঃশাসনের বক্ষঃশোণিত প্রযুক্ত হইয়াছিল। অতিথিসেবায় অসমর্থা, নির্ব্বাসিতা, কাম্যবনবাসিনী, দ্রুপদনন্দিনীর আহ্বানে বহুদূরবর্ত্তী দ্বারকাপতি মুখের অন্ন পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহার মান রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। রমণীসম্মানের এতাদৃশ শত সহস্র ঘটনা হিন্দু পুরাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক বর্ণন অনাবশ্যক, দিগ্দর্শন জন্য দুই একটী ঘটনা সংকলিত হইল। হিন্দুশাস্ত্রে নারী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। শেষোক্ত শাস্ত্রীয় ভাব, অদ্যাপি প্রবাদরূপে হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে, যথা—

"স্ত্রীভাগ্যে ধন, স্বামিভাগ্যে পুত্র।"

একমাত্র স্ত্রী লইয়াই হিন্দুর গার্হস্থ্য। অন্য লোকে যাহাকে গৃহ দ্বার বলিয়া থাকে, হিন্দু তাহাকে গৃহ দ্বার বলেন না; তিনি গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

এই জন্য কাহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে তাঁহাকে গৃহশূন্য বলা হয়। রাবণকর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে, রাম যে সকল উক্তি দ্বারা বিলাপ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা রমণী সম্বন্ধে আর্য্য হিন্দুর হৃদয় ও দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সীতাকে গৃহের

লক্ষ্মী, নর্ম্মে সখী, কার্য্যে মন্ত্রী, স্নেহে মাতা, নয়নের রসাঞ্জন ইত্যাদি রূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিভূতিযোগনামক অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যস্থ উৎকৃষ্টতম অংশ সকলকে ভগবদ্-বিভূতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়পথ দ্বারা বহির্জগতে আগত জীবাত্মাকে সেই সকল বিভূতির আশ্রয়ে ভগবদুপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। সেই স্থলে দেখা যায়, নারী-হৃদয়ের অনেক গুলি বস্তু ভগবদ্-বিভূতিরূপে ধৃত হইয়াছে। নারী ভিন্ন অন্যত্র একাধিক বস্তু উক্ত বিভূতিরূপে কথিত হয় নাই। প্রকারান্তরে নারীকে নরের উপাস্য বস্তু বলা হইয়াছে। এই স্থলে বিভূতিযোগের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলে ঐ সকল উক্তির সমর্থন হইত; কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধের কলেবর বৰ্দ্ধিত হইবার শঙ্কায় সে বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়া গেল। কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলটী উদ্ধৃত করিলাম; যথা—

"মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাং।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্‌চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥"

সংহারকগণের মধ্যে আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভাবী কালবর্ত্তী প্রাণিগণের মধ্যে আমিই অভ্যুদয়কাল, এবং নারীগণের মধ্যে আমিই কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। এই স্থলে ব্যাখ্যাতৃগণশিরোমণি শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

"নারীণাং মধ্যে সপ্ত দেবতা রূপাঃ স্ত্রিয়োঽহং যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ।"

নারীপর্য্যায়ে যত শব্দ আছে, তন্মধ্যে স্ত্রীর একটী নাম যোষা। এই যোষা শব্দের অর্থ পর্য্যালোচন দ্বারাও জানা যায় যে, নারীগণ আর্য্য হিন্দুর নিকট পূজনীয়া। "যুষ্" ধাতুর অর্থ পূজা করা, এই "যুষ্" ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয় করিয়া "যোষা" পদ নিষ্পাদিত হইয়াছে; সুতরাং শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থ পূজনীয়া। মহ ধাতুর অর্থ পূজা, তাহা হইতে মহিলা শব্দও এইরূপে উৎপন্ন। অতঃপরও যদি শুনা যায় যে, হিন্দুজাতি রমণী-সম্মান জানেন না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই অপকলঙ্ক হিন্দুর ললাট-লিপি। আরও দুইটা কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। ভার্য্যাপর্য্যায়ে যত শব্দ আছে, তন্মধ্যে একটী সহধর্ম্মিণী। যাঁহার সহিত একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাঁহার নাম সহধর্ম্মিণী। মনুষ্যজীবনের প্রধান লক্ষ্য ধর্ম্মসাধন; হিন্দুর গৃহিণী সেই ধর্ম্মসাধনের অদ্বিতীয় সহযোগিনী।

হিন্দু শাস্ত্রে আভাস আছে এবং ব্যবহারে প্রচলিত আছে যে, স্ত্রী স্বামীর পাপাচারজনিত ফলের অংশিনী হইবেন না, কিন্তু পুণ্য ফলের ভাগিনী হইবেন। আবার স্বামী স্ত্রীর পুণ্য ফলের ভাগ পাইবেন না; কিন্তু তাঁহাকে পাপফলের অংশ লইতে হইবে। এত করিয়াও কি হিন্দুকে শুনিতে হইবে যে, তিনি মেয়ের আদর জানেন না?

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা স্ত্রীকে

প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গ, অর্দ্ধজীবন বলিয়া, না বুঝেন, তাঁহারা সাংসারিক অন্যান্য উপভোগ্য বিষয়ের মধ্যে স্ত্রীকেও একটা সামান্য উপভোগের সামগ্রী মনে করিয়া থাকেন। বসন, ভূষণ, যান, বাহনাদির ন্যায় স্ত্রীও একটী সুখলালসা চরিতার্থ করিবার উপাদান মাত্র। স্ত্রীর প্রতি যাঁহাদিগের এরূপ ভাব, তাঁহারা কখনই রমণীজাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মাননা করিতে সমর্থ হন না। যদি বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী বন্ধ্যা হন, বা যথাকালে সন্তানবতী না হন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ নররূপী পিশাচগণ 'পুন্নাম' নরক ভীতির ভাণ করিয়া অনায়াসে পত্নীকে তরুণী সপত্নীর বিষদৃষ্টিতে নিক্ষেপ করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণ তরুণী ভার্য্যার বশীভূত হইয়া প্রথমা পত্নীর কতই লাঞ্ছনা করিয়া থাকেন। অনেক রমণী প্রাণপ্রিয় স্বামীকর্ত্তৃক এইরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যাঁহাদিগের ধর্ম্মপূত দৃষ্টি নাই ইন্দ্রিয়সেবাই যাঁহাদিগের দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা আছে, স্ত্রীগণও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বাঘিনী ও ডাকিনী স্বরূপা হইয়া থাকেন, স্ত্রী হইতে তাঁহাদিগের ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইয়া থাকে। এই সকল স্থলে স্ত্রীগণের দোষোদ্‌ঘোষণ করিয়া শাস্ত্রকারেরা ও সাধুগণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অনেক সদুপদেশ দান করিয়াছেন। পশ্চিমদেশীয় ভক্তাগ্রগণ্য তুলসী দাস বলিয়াছেন;—

"দিনকা বাঘিনী রাতকা ডাকিনী
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥"

যে কারণেই হউক, এ স্থলে স্ত্রীগণের নিন্দার চূড়ান্ত হইয়াছে। * স্ত্রীগণের প্রতি এইরূপ উক্তি সকল দর্শনে এবং ইন্দ্রিয়সুখোন্মত্ত নরপিশাচদিগের স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার দর্শনে, ইংরাজ বা অন্য কোন অবিশেষজ্ঞ বিদেশীয় জাতির এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভব নহে যে, হিন্দুগণ রমণীতত্ত্ব বুঝেন না এবং রমণী-সম্মান জানেন না। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইংরাজদিগের ঐরূপ সংস্কার নিতান্ত অকারণ-সম্ভূত নহে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

হিন্দু গৃহিণীর রাজনীতি।

(৩৬৮ সংখ্যা—১৫৩ পৃষ্ঠার পর)

হরিদাস বাবুর জননী যে দিন স্বর্ণকার ডাকিয়া গহনা গড়াইতে দেন, তাহার তিন সপ্তাহ পরে এক দিন রজনীতে প্রতিবেশী হরিদাস আপন শয়নগৃহে ভোজনে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পরিবেশন করিতেছেন। হঠাৎ গাত্র হইতে ভূষণ-

ঝঙ্কার শ্রুত হইল। হরিদাস চমকিত হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক দেখিলেন, বাস্তবিক তাঁহার স্ত্রীর গাত্রে কয় খানি আভরণ রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি? যা না হইবার, আজ যে তাহাই দেখিতেছি;—আমার স্ত্রীর গায়ে গহনা?" বধূ কহিলেন,—"তুমি বাঁচিয়া থাক, দিন দিন তোমার এইরূপ সুমতি হউক, আরও কত গহনা পরিব।" হরিদাস গহনার "গ"ও জানেন না, আরও বিস্মিত হইলেন। স্ত্রীর কথা ছলনাপূর্ণ মনে হওয়াতে মনে একটু মালিন্যও জন্মিল। একটু বিরক্তভাবে কহিলেন,—"গহনা কোথায় পাইলে বল, নহিলে ভোজন করিব না।"

হরিদাসকে রাগান্বিত দেখিয়া বধূ বড় ভীতা হইলেন এবং কহিলেন, "আমি সব বলিতেছি, তুমি আহার কর। আজ মধ্যাহ্নকালে প্রাণহরি সেকরা আমার নিকট আসিয়া এই পাঁচ খানা গহনা আমার হাতে দিয়া কহিল, এই গহনাগুলি আজ পরিয়া দাদাঠাকুরকে পরিবেশন করিও। আমি কহিলাম, এ গহনা কে দিয়াছে? সে কহিল, তোমাকে আর কে গহনা দিবে, যে দিবার সেই দিয়াছে। আমি ভাবিলাম, কয়েক মাস পূর্ব্বে তোমার বন্ধু-মা আমার গায়ে গহনা না দেখিয়া তোমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আমার এই গহনা হইয়াছে। আপনার স্ত্রীকে আপনি গহনা দিয়াছ, তাহা গোপন কেন? তাহাতে রাগই বা কেন?" বন্ধু-মার তিরস্কার ও তাঁহাকে মাসে মাসে টাকা দিবার কথা মনে হওয়াতে হরিদাসের মুখ গম্ভীর হইল, আর কিছু না বলিয়া নীরবে আহার করিলেন। আহারান্তে স্ত্রীকে কহিলেন,—"প্রাণহরি তোমাকে কি কি গহনা দিয়াছে?"

স্ত্রী—"এই দেখ। কি কি দিয়াছে" বলিয়া বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া নিকটস্থা হইলেন। হরিদাস, সুন্দরী সাধ্বীর গাত্রে স্বর্ণাভরণ দেখিয়া মনে বড় সুখ পাইলেন, এবং উদ্দেশে বন্ধু-মার চরণে অসংখ্য প্রণাম করিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে হরিদাস প্রাণহরির দোকানে উপস্থিত হইয়া, প্রাণহরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি হে প্রাণহরি, এত দাতা হইলে কবে হইতে? ব্যাপারটা কি বল দেখি?" প্রাণহরি হরিদাসের পদধূলি লইয়া কহিল—

"ব্যাপারটা কি এখনও আপনার বুঝিতে বাকী আছে? বলি, গহনা কয়খানা হইয়াছে কেমন?"

"গহনা কয়খানা কেমন হইয়াছে, তাহা জানি না;—গহনা কয়খানা গায় দিয়া তোমার বউ ঠাকুরাণীকে বেশ দেখাইতেছে, তাহাই বলিতে পারি।"

প্রাণহরির সহিত হরিদাসের একটু গুপ্ত সম্বন্ধ আছে; এজন্য হাসিতে হাসিতে কহিল,—

"তবে আজ রাত্রে মায়ের পূজা দিয়া আমাকে প্রসাদ দিবেন?"

"আজ রাত্রে অবশ্যই দিব ; কিন্তু পূজা প্রসাদ, বোধ হয়, এই পর্য্যন্তই শেষ হইল।" প্রাণহরি এ কথার কোন অর্থ বুঝিল না, কিন্তু সাংঘাতিক কথাটা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইল ; কেননা হরিদাসের ব্যয়ে প্রাণহরির প্রায়ই প্রসাদপ্রাপ্তি ঘটিত। সুরাসক্তি স্বর্ণকারজাতির স্বাভাবিক। প্রাণহরির চরিত্রেও সে নৈসর্গিক নিয়মের ব্যভিচার ঘটে নাই। অধিকন্তু তাহার দোকানবাড়ীটী বড় সুবিধাজনক, এবং সে সুরাপানান্তে অতি মধুর স্বরে গান করিতে পারিত ; এজন্য প্রায়ই হরিদাস তাহার বাড়ীতে সৌরচক্র সংগঠন করিতেন। যাহা হউক, অদ্য হরিদাস প্রাণহরির সহিত কৌতুক কথন শেষ করিয়া কহিলেন,—

"গহনার হিসাবটা একবার আমাকে দেখাও।" প্রাণহরি দেখাইল যে, চারি গাছি মল, একগাছি দড়াগোট, দুই গাছি বালা, এক ছড়া কণ্ঠমালা, ও ছয়টী মাক্‌ড়ীতে তিনশ বিশ টাকা ব্যয় হইয়াছে। হরিদাস কহিলেন,—

"টাকা সমস্তই পাইয়াছ, না কিছু বাকী আছে ?" প্রাণহরি কহিল—

'পূর্ব্বেই তিনশ টাকা দিয়াছিলেন,— কল্য প্রাতে গহনাগুলি দিতে যাইলে কর্ত্তৃমাতা আমাকে বসিতে বলিয়া নিজের লোক দ্বারা গহনা পরক করাইয়া আনিলেন, এবং বাকী বিশ টাকা দিয়া পূর্ব্ব হাতচিঠায় জমাখরচ করিয়া লইলেন। পরে এই "গহনা তুমি দিয়াছ, বধূঠাকুরাণীকে এই কথা বলিয়া গহনা দিয়া আসিতে আমাকে আদেশ করিলেন। আমি সেই আদেশ মতে কল্য দুপর বেলা দিয়া আসিয়াছি। ভাল দাদাঠাকুর, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, গৃহিণী মাতার কাছে তোমার কত টাকা গচ্ছিত আছে ? তুমি যেরূপ সাখরচে পুরুষ, তোমার হাতে যে এক পয়সা টিকে, আমার এরূপ বোধ ছিল না। যা হোক, খুব চাপা মানুষ বটে! হরিদাস বলিলেন,—

"প্রাণহরি, বন্ধু-মার কাছে আমার কত টাকা গচ্ছিত আছে এবং আমি কেমন চাপা মানুষ, তাহা তিনি জানেন, আর আমি জানি, অন্যের তা জানিবার উপায় নাই।" এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে হরিদাসের চক্ষুতে জল আসিল,— "আফিসের বেলা হইল" বলিয়া তিনি সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেগে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

প্রাতঃকালের প্রতিশ্রুতি অনুসারে পুনরায় রাত্রে প্রাণহরির সহিত হরিদাসের সাক্ষাৎ হইল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা অদ্যকার আমোদ প্রমোদ কিছু বিশিষ্টরূপেই হইল। প্রাণহরিও,—

"রমণী সুখের নিধি, যতনে দিয়েছে বিধি,
রতনে মুড়িব তার অঙ্গ।
তার সুখে সুখী হব, নিত্য সুখ পাসরিব,
খেলিবে সুখের ঘরে প্রেমের তরঙ্গ॥"

ইত্যাদি গান অতি মধুর স্বরে গাইল। অনেকেই ইহা শুনিল ; কিন্তু হরিদাসের

হৃদয়ে ঐ গান মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিল। হরিদাস অজস্র রোদন আরম্ভ করিলেন, নয়নজলে অঙ্গবস্ত্র অতিষিক্ত হইয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া হরিদাস কহিলেন,—

"প্রাণহরি, তুমিত তোমার কারবার-সূত্রে অনেক ভদ্রমহিলা দেখিয়াছ ; কিন্তু আমার বন্ধু-মার মত চরিত্রের নারী কোথাও দেখিয়াছ কি ? আমি নষ্ট হইয়াছি বলিয়া আমাকে ওবাড়ীর কেহই দেখিতে পারেন না ; কিন্তু মা আমার সর্ব্বদাই আমার জন্য দুঃখিনী। আমার স্ত্রীর গায় গহনা নাই, আমি মদমাংসে সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দেই, এজন্য তাঁর কত দুঃখ। হাজার গুণ থাকিলেও, নাম কেনার সুযোগ ত্যাগ করা মেয়েমানুষের পক্ষে বড় কঠিন। দেখ! এত টাকা দিয়া আমার স্ত্রীকে গহনা গড়াইয়া দিলেন, তাহাকে তাহা জানিতে দিলেন না ; আমি দিয়াছি, বলিতে তোমাকে শিখাইয়া দিলেন ; কেননা আমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি আরও বৃদ্ধি হউক—আমি ঘরে পরম সুখী হই। আমি তাঁর কে ? আমার সঙ্গে গ্রাম-সম্বন্ধ বই নয়। আমি দশ হাজার টাকা দিলেও ইহার প্রতিশোধ হইবে না। আমি যদি ভাল হইতে পারি, আমার স্ত্রীকে আরও পাঁচখানা গহনা দিতে পারি, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে না যাই ; বোধ হয়, তাহাহইলে তাঁহার একটু সুখ হইতে পারে, কি বল প্রাণহরি ?"

প্রাণহরি—"হাঁ! তা বটে, তা বটে, তবে কি না দশে পাঁচে এরূপ একটু আধটু আনন্দ করাও ভাল" বলিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ কথায় কথায় রাত্রি অধিক হওয়ায় হরিদাস গৃহে গমন করিলেন। পূর্ব্বে এখান হইতে বাহির হইয়া আরও দুই একটী স্থান না ঘুরিয়া হরিদাস বাড়ী যাইতেন না।

আমাদের পাঠক পাঠিকার অবশ্যই স্মরণ আছে যে, হরিদাস বাবুর জননী তিন শত টাকা অগ্রিম দিয়া প্রতিবেশী হরিদাসের স্ত্রীকে আভরণ গড়াইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত তাঁহার একটু বচসা হয় এবং সেই বচসাকালে গৃহিণী বলিয়াছিলেন যে, হয়ত, এই জন্য কর্ত্তা তাঁহাকে এক সময় প্রশংসা করিবেন। সেই ঘটনার ঠিক্ এক বৎসর পরে একদা গৃহিণী হরিদাসের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কর্ত্তার নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—

"বউমা, তোমার বুড় শ্বশুরকে প্রণাম কর।" বধূ কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কর্ত্তা গৃহিণীর মুখ চাহিয়া কহিলেন,—"ইনি কে ?"

গৃহিণী কহিলেন,—"আর বৎসর ঠিক্ এমনি সময়ে কোনরূপ সিদ্ধিকামনায় তোমার পদধূলি লইয়াছিলাম, মনে হয় কি ? এই দুই হাজার টাকা মূল্যের বসনালঙ্কার-শোভিতা শ্যামাঙ্গী সুন্দরী বধূটী তাহারই ফল। শুধু ইহাই নহে, আরও কিছু আছে" বলিয়া প্রাণহরি স্বর্ণকারের স্বাক্ষরিত হাতচিঠাখানি খুলিয়া কর্ত্তার হাতে দিলেন। কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট স্থান পাঠ

করিয়া দেখিলেন, গৃহিণীর দত্ত তিন শত কুড়ি টাকার স্থলে তিনশ আশি টাকা হরিদাসের নামে জমা হইয়াছে। তখন কর্ত্তা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে গৃহিণীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

"বোধ হয়, এটী হরিদাসের ব্রাহ্মণী। হরিদাসকে আমি বহুকাল দেখি নাই, সে এখন ভালই আছে বোধ হইতেছে।" গৃহিণী হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"আজ্ঞে হাঁ! সে এখন ভালই আছে। বাইট্ টাকা বেতন পায়, তা ছাড়া মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জ্জন করে, অথচ পাপের কাণাকড়িও ঘরে আনে না, আজ কাল হরিদাসের চরিত্র প্রকৃত হরিদাসের ন্যায়।"

"গৃহিণী, আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় সুখ হইতেছে।"

"এক বৎসরে তিনশ কুড়ি টাকায় প্রায় চারিশ টাকা ঘরে আসিয়াছে; আজ আমার কথায় তোমার সুখ হইবে বই কি!"

"না,—না, গৃহিণী, তা নয়! তোমার মুখে হরিদাসের চরিত্র ও অবস্থাগত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া আমার সুখ হইতেছে। ভাল! কিরূপে এরূপ হইল, বল দেখি!" গৃহিণী কহিলেন,—

"যে মাসে বউকে গহনা গড়াইয়া দিলাম, তাহার পর মাস হইতেই হরিদাস সকল কু-অভ্যাস ও বাজে খরচ ত্যাগ করিয়া মাসে মাসে ২৫৲ টাকা হিসাবে ঐ হাতচিঠার উসুল দিতে আরম্ভ করিল। অল্প দিন মধ্যেই হরিদাস এই সংযমের পুরস্কার পাইল। বেতন ৪০৲ টাকা হইতে বাইট্ টাকা হইল এবং ন্যায়পথে উপার্জ্জনের অনেক কার্য্য পাইল। সপ্তম মাস হইতে প্রতিমাসে ৪৫৲ টাকা হিসাবে দিয়া এক বৎসরে মায় সুদে আমার টাকা পরিশোধ করিল এবং এই দেখ! বউমাকে কত গহনা দিয়াছে। কাল অঙ্গে পীতাম্বর ও সোণার গহনা কেমন শোভা পায়, দেখিয়াছ?"

"ভাল! গৃহিণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হরিদাসের চরিত্র ও অবস্থার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বুঝিয়াই কি তুমি টাকা দিয়াছিলে?"

"আমি এক দিন হরিদাসকে তাহার কু-চরিত্র জন্য তিরস্কার করিয়াছিলাম। সে সজলনেত্রে প্রতিজ্ঞা করিল "মাসে মাসে আপনার নিকট টাকা গচ্ছিত করিব;" কিন্তু তাহা করিতে পারিল না। আমি জানিতাম, সে বউমাকে খুব ভাল বাসে, কু-অভ্যাস জন্য ভাল খাওয়াইতে পরাইতে পারে না। যদিও টাকা দিবার পূর্ব্বে পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার দাম্পত্য প্রীতি ও আমার নিঃস্বার্থ উপকার এই উভয়ে মিলিত হইয়া একটা হিতকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিবে, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলাম। তোমার পদধূলির মহিমায় আমার সে বুদ্ধি ফলবতী হইয়াছে।"

কর্ত্তা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"আবার যখন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর

নির্ব্বাচন হইবে, তখন তোমাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব; কেননা অনেক পুরুষ অপেক্ষা তোমার রাজনৈতিক বুদ্ধি অধিক আছে।"

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া রহস্য।

(৩৬৬ সংখ্যা—৭০ পৃষ্ঠার পর)।

অনন্তর পৃথিবীর আরও উন্নতাবস্থা হইলে পরস্পরের মধ্যে সখ্যভাব, সংসার-স্থাপন, রসালাপ, বিলাস এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপদেশ দিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

সংক্রামিতোঽভূদ্রোহিণ্যাং রৌহিণেয়স্ততো হরিঃ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ নভসি অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজঃ॥

অগ্নিপুরাণ।

এই অবতারে পৃথিবীকে সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করা হইল। ইহাকেই ব্রহ্মার সর্গনামক পঞ্চম সৃষ্টি বলা যায়।

পরে মানবগণ বিষয়মদে অতিশয় মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। বেদের অনধিকার-চর্চ্চা হইতে লাগিল, সুতরাং ভগবান্ শাক্যসিংহরূপে (বুদ্ধদেব) অবতীর্ণ হইলেন।

রক্ষ রক্ষেতি শরণং বদন্তো জগ্মুরীশ্বরম্।
মায়ামোহস্বরূপোঽসৌ শুদ্ধোদনসুতোঽভবৎ॥

অগ্নিপুরাণ।

এই অবতারে তিনি মায়াস্বরূপ হইয়া বেদান্তের অর্থ ফিরাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক অনধিকারীদিগের হস্ত হইতে বেদধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম বদ্ধমূল হইয়া বসিলে, ভগবান্ যখন দেখিলেন যে, বৈদিক ধর্ম্মের আর আদর নাই, তখন পুনরায় বেদ সংস্থাপন করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইলেন।

শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থ ব্যতীত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অবতার সম্বন্ধে কোন পৌরাণিক গ্রন্থে কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতত্ত্ব আত্মমীমাংসার যথার্থ মর্ম্মভেদ করতঃ বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃস্থাপন করিলেন, এবং বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে ভারতভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। পরে জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া লোক সকল যখন ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিল, তখন শ্রীমচ্চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া ভক্তিরসে ভারতভূমিকে ভাসাইয়া দিলেন।

শ্রীমচ্চৈতন্য দেবের অবতারত্ব সম্বন্ধেও কোন পৌরাণিক গ্রন্থে স্পষ্ট কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে ভক্তি-স্রোত আনিলেন, সেই স্রোতে নাস্তিক ও পাষণ্ড দল প্রবল বেগে ভাসিয়া গেল। সেই

বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রবাহ অদ্যাবধি মন্দ-গতিতে বহমানা হইতেছে। কিন্তু কালরূপ মহানদের নিকট ভক্তিরূপ ক্ষুদ্র নদী কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? কালক্রমে ইনিও শুষ্কা হইবেন।

যখন সমস্ত লোক বেদমার্গ-বহিস্কৃত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, তখন ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রলয় উপস্থিত করিবেন এবং ম্লেচ্ছভাব নষ্ট করিয়া পুনরায় শ্রৌত ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন।

কল্কী বিষ্ণুযশঃ পুত্রো যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি ম্লেচ্ছান্ গৃহিতাস্ত্রঃ কৃতায়ুধঃ॥
কল্কীপুরাণ।

এইরূপে কালচক্র দ্বারা প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক এই বিশ্বমণ্ডল স্থাপিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতি স্বয়ং এই বিশ্ব-রাজ্যের সংস্থাপন জন্য সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদে লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও ভগবতী নাম ধারণ করতঃ পরিণামপথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন; এবং পরমাত্মা চৈতন্য (সৃষ্টিকার্য্যে লিপ্ত যে চৈতন্য) ও উক্ত গুণত্রয়ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ শান্তি ও পৃথিবীর মঙ্গল বিধান জন্য যখন বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, তখনই অবতার বলিয়া গণ্য হন।

পৌরাণিক মতে পুরুষ অবতার মধ্যে যেরূপ প্রধান দশটী সংখ্যা আছে, তান্ত্রিক মতে প্রকৃতি অবতারেরও তদ্রূপ প্রধান দশটী সংখ্যা আছে। সৃষ্টিস্থাপনের জন্য যখন যেরূপ অবতারের আবশ্যক হয়, তখন হয় পুরুষ না হয় প্রকৃতি, এই দুয়ের একতররূপে আবির্ভূত হন। সেই পরমাত্মাই পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই বিশ্বক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

সঙ্গীত-রোগের প্রতীকারক ঔষধ।

রাগবিশেষের আলাপ দ্বারা হৃদয়ের আবেগ ও রক্তের উষ্ণতা বৃদ্ধি অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কোন কোন সময়ে ইহা দ্বারা রোগ যন্ত্রণারও উপশম হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে রোগের প্রতীকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইবে, ইহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিছুদিন হইল একটী প্রকাণ্ড সাহিত্যবিজ্ঞান সমিতিতে এতদ্বিষয়ে ঘোর আন্দোলন হইতেছে। একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, অনেক উৎকট উৎকট রোগও সঙ্গীতের দ্বারা আরোগ্য হয়। শারীরিক উত্তাপ হ্রাস করিতে অথবা হৃদয়ের বেগ বৃদ্ধি করিতে হইলে একমাত্র সঙ্গীত দ্বারা এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

বেহালা (violin), বীণা (harp) ও পায়ানেট (পায়ানো নহে) বাদনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এতদর্থে সমিতির অভিমত এইযে, লণ্ডন নগরের কোন একটী বৃহৎ চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার জন্য একটী সঙ্গীতগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় ; তথায় সুদক্ষ সঙ্গীতাদিবাদক সকল নিযুক্ত থাকিয়া রোগের লক্ষণানুসারে বাদন করিবেন। অধ্যাপক সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের আদেশে বা ব্যবস্থামত গত সকল তান লয় সহকারে গীত হইবে, অপর কোন ঔষধাদির সম্পর্কও থাকিবে না। এতদ্দ্বারা কেবল যে রোগীর শারীরিক পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে এমন নহে, অনেকের মানসিক শোকভারেরও লাঘব হইবে। সঙ্গীতে শোক অন্তরিত হয়, ইহা সকলেই জানেন ; কিন্তু ইহাতে যে সর্ব্বব্যাধির নিরাকরণ হয় ইহাই নূতন।

উদাসীনের চিন্তা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সন্ন্যাসী ঠাকুর ধ্যান-স্তিমিতলোচনে যোগাসনে বসিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় চঞ্চলা তথায় উপনীত হইলেন। স্বামীর প্রবোধবাক্য তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধ করিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে অত্যন্ত তিরস্কার করিবেন মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তৎকালীন সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎকাল চলিয়া গেল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইতেছে না। চঞ্চলা নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকাসনেই উপবেশন করিল। যোগিবরের মুখের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। বহুক্ষণ চলিয়া গেলে পর তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। মন উঠ্ বস্ করিতেছে। একবার স্থির করিল দশ মিনিট পরে চলিয়া যাইবে। দশ পনর মিনিট চলিয়া গেল, কোন শক্তি যেন চঞ্চলার গতিরোধ করিয়াছে—চঞ্চলা উঠিতে পারিতেছে না, মনের অস্থিরতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তথাপি শরীর গমন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি স্থিরনেত্রে কিয়ৎকাল চঞ্চলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন বাক্যই নিঃসৃত হইল না। যাঁহারা বহুক্ষণ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতে অবতরণ করেন, তাঁহাদের পুনর্ব্বার ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিছুকাল চলিয়া যায়। এই জন্যই যোগিপ্রবর নিস্পন্দভাবে চঞ্চলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অবশেষে ইন্দ্রিয়পরিচালনের শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! কি চাই।"

চ—বাবা! তোমার কথা মত চ'লে আমার এত অশান্তি হয় কেন? শুন্‌তে পাই সাধু মহাজনদের আদেশে চল্লে লোকের শোক তাপ দূরে যায়; তা না হইয়া কোথায় আমার নূতন তাপের সৃষ্টি হল!

সা—আমি সাধু মহাজন হলেত; আমি অসাধুর হদ্দ, তাই তোমার তাপ।

চ—(চঞ্চলা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া) আমি তোমায় অসাধু বলিতেছি না। আমার তাপের কারণ কি, কি হলেই বা ইহা দূর হবে, তা আমায় বলে দাও।

স—তোমার তাপের কারণত তোমার স্বামীই বলেছেন, তবে আমায় জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন? দুটি ছুল চেয়েছিলেম, সমস্ত গহনা বিক্রী কর্ত্তে কে বলেছিল?

চ—তুমি আমার স্বামীর কথা কি করে জান্‌লে? তোমায় সে কথা কে বল্লে?

সা—মা! এ কথা পরে বুঝ্‌বে, এখন বুঝ্‌বার সময় হয়নি। এখন জিজ্ঞাসা করি তাপটাত সয়তানের সৃষ্টি! তোমার মনে যে অশান্তি হয়েছে, তোমার মনে কে তাহা তুলে দিলে?

চ—আমি দোষ করেছিলেম বলে তার শাস্তি স্বরূপ আপনা আপনি উঠেছে।

সা—বুঝ্‌লেম দোষ ক'রে আপনাকে সেই দোষের কর্ত্তারূপে মনে কল্লেই অন্তঃকরণ অনুতপ্ত হয়। যে আপনাকে দোষের কর্ত্তা মনে করে না, তার অসৎ-ক্রিয়াজনিত তাপ লাগিবে না। এক জন সবলকায় দস্যু যদি তোমার হাতে একখানি তরবারি দিয়া সেই তরবারি দ্বারা বলপূর্ব্বক একটি নরহত্যা করাইয়া লয়, তাহলে তোমার অনুতাপ জন্মিবে কি না?

চ—সে অবস্থায় না পড়্‌লে বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় জন্মিবে না।

সা—কেন জন্মিবে না?

চ—আমার সেখানে দোষ নাই, কারণ আমি হত্যাক্রিয়ার কর্ত্রী নই—দস্যুই কর্ত্তা।

সা—এ কথা এই সপ্রমাণ করে যে কর্ত্তৃত্ব-বোধ না থাকিলে পুণ্যক্রিয়া-জনিত আত্মপ্রসাদ কিংবা পাপক্রিয়া-জনিত অনুতাপ কিছুই জন্মিবে না, এজন্য পাগল কিংবা শিশুর আত্মপ্রসাদ কিংবা অনু-তাপের বোধ নাই।

চ—তবে দেখ্‌চি অসৎ ক্রিয়া ক'রে পাগলের মত আপনাকে কর্ত্তা বোধ না কর্ত্তে পাল্লেইত ভাল। তাহলে অন্তরে অনুতাপ জন্মিবে না।

সা—মানুষের কর্ত্তৃত্ববোধ স্বাভাবিক। ইচ্ছা কল্লেই কি মানুষ কর্ত্তৃত্ববোধ দূর কর্ত্তে পারে? চোক দিয়া দেখা, কাণ দিয়া শোনা স্বাভাবিক, ইচ্ছা ক'রে কি কেহ কাণ দিয়া দেখ্‌তে পারে, না চোখ দিয়া শুন্‌তে পারে?

চ—মানুষের কর্ত্তৃত্ববোধ স্বাভাবিক হলে—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

(ধর্ম্মও জানি তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, অধর্ম্মও জানি তাহাতে নিবৃত্তি নাই।

হে হৃষিকেশ! তুমি হৃদয়স্থিত থাকিয়া যেরূপে নিযুক্ত করিতেছ, তাহাই করি) এই বাক্যের অর্থ কি? হৃদিস্থিত হৃষিকেশ যদি চালক হলেন, তাহা হইলে তিনিইত কর্ত্তা, তবে কর্ত্তৃত্ববোধকে স্বাভাবিক বলি কেন? উহা ভ্রমাত্মক বলিলে দোষ কি? পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য স্থিরই আছে। অথচ পৃথিবী স্থির আছে, সূর্য্য চলিতেছে বলিয়া আমাদের স্বাভাবিক বোধ। বিজ্ঞানের গবেষণায় এই বোধের ভ্রম না দেখান পর্য্যন্ত মানুষ ভ্রম বিশ্বাসকে সত্য ব'লে ধরে রেখেছিল। জীবের কর্ত্তৃত্ববোধও এরূপ একটি ভ্রম, এ কথা বলি না কেন?

সা—মা আমি তোমাকে একটী গল্প বলিতেছি। ইহা হ'তে তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে, জীবের কর্ত্তৃত্ববোধ কিরূপ স্বাভাবিক।

কোন এক ব্রাহ্মণ এক সময়ে একটী গোহত্যা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রমতে গো-হত্যা মহাপাতক; সুতরাং ব্রাহ্মণ আপনাকে সেই মহাপাতকের কর্ত্তা বোধে অনুশোচনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে তাঁহার বিচার উপস্থিত হইল। তিনি মনে ভাবিলেন, আমার শাস্তি কি? বিষ্ণু অন্তরে থাকিয়া আমার দ্বারা এ কাজ করাইয়া লইয়াছেন, সুতরাং আমি দোষী নই। যদি কাহারও দোষ থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুই দোষী। এইরূপে আত্মকৃত অপরাধের ভার বিষ্ণুর ঘাড়ে চাপাইলেন। অন্তর্যামী বিষ্ণু ব্রাহ্মণের মনোগত ভাব অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রম বুঝাইবার জন্য একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের দ্বার দিয়া তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি কি অন্ধ? খিড়্‌কিতে ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েরা রয়েছেন, তুমি কি ক'রে পেছন দিকের দুয়ার দিয়া প্রবেশ কর্‌লে? মেয়েরা পর-পুরুষের কাছে বের হন না, এ কথা কি তুমি জান না?"

বৃ—মশায়! রাগ কর্ব্বেন না, আমিত আসিনি।

ব্রাহ্মণ—তুমি এসনি? তবে কে এসেছে? তোমার হাত এল, পা এল, অথচ বল্‌ছ তুমি এসনি?

বৃ—হৃদিস্থিত বিষ্ণু আমাকে এনেছেন, আমার আস্‌বার শক্তি কি?

ব্রাহ্মণ—বটে, আমি দেখ্‌ছি তোমায়, আর তুমি বল্‌ছ, বিষ্ণু এনেছেন। এখন ঠেকেছ কি না, তাই ওকালতি।

তখন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ স্ববেশ ধারণ করিয়া বলিলেন "ওরে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! গোহত্যার বেলায় বুঝি আমি কর্ত্তা হয়েছিলেম, কারণ তখন আপনাকে দোষী কর্ত্তে প্রাণ চাচ্ছিল না। এখন অন্যকে কর্ত্তা দেখে তার প্রতি রাগ কচ্ছিস্। জানিস্ কর্ত্তৃত্ববোধ আমিই মানবের মনে প্রেরণ কচ্ছি। যখন মানুষ বাসনার অতীত হয়ে আমার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা যোগ

আনা মিশাতে পার্ব্বে, তখন তার কর্ত্তৃত্ব-বোধ যেতে পারে এবং আমাকে কর্ত্তা বলিয়া অনুতাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু জানিস্ তখন তাহা দ্বারা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না। মোহ হইতে বাসনার সৃষ্টি, বাসনা বশতঃ জীব পাপ কার্য্য করিয়া থাকে। আমি যখন বাসনাতীত, তখন আমি জীবকে যন্ত্র করিয়া যখন কোন কার্য্য করি, তখন পাপ ক্রিয়াও নাই, অনুতাপও নাই। তখন জীব নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয়।

চ—বাবা বেশ বুঝলেম। আমার এখনও বাসনা রয়েছে, তাই অনুতাপ জন্মিতেছে, কিন্তু এ তাপের শান্তি কিসে হবে?

সা—মা আজ বেলা হয়েছে। গৃহে ফিরে যাও, অন্য দিন আসিও।

চঞ্চলা—(প্রণাম করিয়া) আচ্ছা বাবা চল্লেম।

চঃ।

কুরু-পাণ্ডব।

ব্যাসমুনি-বিরচিত, ভারত-মঙ্গল-গীত,
ভূতলে অতুল উপাখ্যান ;
সংক্ষেপে সরল ভাষে, বিবরিব তব পাশে,
শুন বাছা! হ'য়ে সাবধান।
ছিল সুর-পুর সম, পুরাকালে চারুতম,
নগর হস্তিনাপুর নামে ;
দেব শশধর-অংশ, কুরু-কুল মহাবংশ,
প্রতিষ্ঠিত সে বিচিত্র ধামে।
হস্তিনার অধীশ্বর, ধৃতরাষ্ট্র নরবর,
জন্ম-অন্ধ বিধির বিধানে ;
ভার্য্যা তার গুণবতী, সুশীলা গান্ধারী সতী,
পতি বই ধর্ম্ম নাহি জানে। *
নৃপতির বহু সুত, সবে পরাক্রম-যুত,
পাপে মতি কিন্তু অনিবার ;
বয়োধীর্য্য কদাচারে, জিনিলেক সবাকারে,
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আর।
সর্ব্বগুণে বৃহস্পতি, পাণ্ডু† নামে মহামতি
ভ্রাতা এক আছিলা রাজার ;
রূপে রমা, গুণে বাণী, ছিল তার দুই রাণী,
পাঁচ পুত্র সর্ব্বগুণাধার।
অকালে মানবলীলা, পাণ্ডু যেই সম্বরিলা,
সহমৃতা হ'ন মাদ্রীরাণী ;
জ্যেষ্ঠা রাণী কুন্তী তবে, পালিলা পাণ্ডব সবে,
আত্ম পর ভেদ নাহি জানি।
এক মন এক প্রাণে, শুন বাছা সাবধানে,
পঞ্চপাণ্ডবের গুণগীতি ;
পঞ্চদেব যেন হায়! অবতীর্ণ বসুধায়,
শিখাইতে স্বর্গের সুনীতি।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অলোকিক ধর্ম্মবীর,
সদা সত্য-পালনে তৎপর ;

---

* কথিত আছে, পতি অন্ধ ছিলেন বলিয়া মহিষী গান্ধারী বিবাহকাল হইতে আজীবন চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন।

† পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; জ্যেষ্ঠ অন্ধ বলিয়া রাজা হয়েন। পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হইয়া পরলোক-গত হইলে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

ভীমসেন তদনুজ, লৌহসার জিনি ভুজ,
গদাযুদ্ধে যেন গদাধর।
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম, বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম,
বাণ-যুদ্ধে অজেয় সংসারে ;
রাখিতে ভক্তের মান, ভাবগ্রাহী ভগবান্,
সখা বলি কোল দিলা যারে।
অশেষ সুগুণালয়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়,
নকুল ও সহদেব নাম ;
ধরা-ধন্য পাঁচ ভাই, পঞ্চ রত্ন এক ঠাঁই,
মিলাইলা বিধি গুণধাম।
শত কৌরবের সনে, পালেন পাণ্ডবগণে,
পিতামহ ভীষ্ম মহামতি * ;
অস্ত্র শিক্ষাদান তরে, দ্রোণাচার্য্য গুরুবরে,
নিয়োজেন অন্ধ নরপতি।
পাপমতি দুর্য্যোধন, সতত সচেষ্টমন
সংহারিতে পাণ্ডব সকলে ;
নাশিতে ভীমের প্রাণ, করাইল বিষপান,
বৃকোদর বাঁচে দৈববলে।
পাণ্ডবের সদাচারে, সদা জয়-জয়-কারে,
পরিপূর্ণ নিখিল ভুবন ;
না সহে কৌরব-প্রাণে, যাইয়া জনকস্থানে,
কুমন্ত্রণা করে দুর্য্যোধন।
জতুময় নিকেতনে, রাখিয়া পাণ্ডবগণে,
পোড়াইতে চাহে দুষ্টমতি ;
ভাগ্যে সবে পায় ত্রাণ, কার সাধ্য বধে প্রাণ,
ভগবান্ তুষ্ট যার প্রতি।

পঞ্চ ভ্রাতা অতঃপর, যেন পঞ্চ বনেচর,
পর্য্যটন করি বনে বনে,
উত্তরি পঞ্চালদেশে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের বেশে,
বক্ষে মাতা কুন্তী-রাণী সনে।
দ্রুপদ পঞ্চাল-পতি, সমারোহ কৈল অতি,
তনয়ার দিতে স্বয়ম্বর ;
সমবেত সভাস্থলে, ভারতের রাজদলে
ছিলা যত মহাধনুর্দ্ধর।
অতিক্রমি রাজচয়, বিপ্রবেশী ধনঞ্জয়,
লক্ষ্য বিন্ধি বিজয়ী হইলা ;
অনুমতি কৈলা মাতা, মিলি তাই পঞ্চ ভ্রাতা
পাঞ্চালীরে বিবাহ করিলা।
তবে অন্ধ নরপতি, সদয় পাণ্ডব প্রতি,
তোষিলেন নিকেতনে আনি ;
পেয়ে পুনঃ রাজ্য ধন, স্থাপিলা পাণ্ডবগণ,
ইন্দ্রপ্রস্থ নামে রাজধানী।
যুধিষ্ঠির প্রীতমনে, পুত্র সম প্রজাগণে,
পালিলেন প্রীতি অনুরাগে ;
ভাতিল যশের ছটা, করি রাজ্য ঘোর ঘটা,
ব্রতী হন রাজসূয়-যাগে।
মণি মুক্তা নিবেশিয়া, ময়দানবেরে দিয়া,
নির্ম্মাইলা স্ফটিকের ঘর ;
পশি সেই নিকেতন, অপ্রতিভ দুর্য্যোধন,
হিংসানলে জ্বলে কলেবর।
তবে দুষ্ট ছলে বলে, নাশিতে পাণ্ডব-দলে,
ষড়যন্ত্র করে পুনরায় ;
কৌরবের প্ররোচনে, যুধিষ্ঠির মুগ্ধ মনে,
মগ্ন হন পাশক ক্রীড়ায়।
ধন রাজ্য সহকারে, ভ্রাতা, ভার্য্যা, আপনারে,
হারিলেন ধর্ম্মের নন্দন ;

---

* মহামতি ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পিতা শান্তনুর মনস্তুষ্টির জন্য প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক আজন্ম বিবাহ করেন নাই, এবং রাজত্ব গ্রহণ করেন নাই।

পূরিল মনের আশ, "পাণ্ডবেরা ক্রীতদাস,"
বলি দম্ভ করে দুর্য্যোধন।
দুরাচার দুঃশাসন, কেশে করি আকর্ষণ,
সভাস্থলে আনি দ্রৌপদীরে,
অপমান করে অতি; কোথা কৃষ্ণ যদুপতি!
বলি কৃষ্ণা ভাসে নেত্র-নীরে।
গদা লয়ে বৃকোদর, হইলেন অগ্রসর,
কুরু-কুল-সংহার কারণে;
হিমাচল জিনি ধীর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির
নিবারেন প্রবোধ-বচনে।
এরূপে পাণ্ডবগণ, হারাইয়া রাজ্যধন,
ক্ষুণ্ণমনা হইলেন অতি;
রাখিতে তাদের মান, পুনঃ রাজ্য করি দান,
তোষিলেন অন্ধ নরপতি।
পুনঃ দুর্য্যোধন সনে, যুধিষ্ঠির ভ্রান্ত মনে,
দেবলে হইলা মগ্নচিত্ত;
আবার হারিলা পণ, লাভ হৈল নির্ব্বাসন,
ত্রয়োদশ বর্ষ পরিমিত।
সত্যের পালন তরে, ভ্রমি বন বনান্তরে,
পঞ্চ ভ্রাতা পাঞ্চালীর সনে,
হয়ে পঞ্চ পরিচর, সংগোপনে সংবৎসর,
রহিলেন বিরাট-ভবনে।*
দুরন্ত কৌরবগণে, বিরাট-ভূপতি সনে,
যুদ্ধ করে গোধন কারণ,
বিরাটের সেনাপতি, হৈলা পার্থ মহামতি,
রণে ভঙ্গ দিলা দুর্য্যোধন।

নির্ব্বাসন-অবসানে, পাণ্ডবেরা কুরু-স্থানে,
নিজ রাজ্য ফিরিয়া চাহিল;
হয়ে দম্ভ-পরায়ণ, বিনা রণে দুর্য্যোধন
সূচ্যগ্র ভূমিও নাহি দিল।
অগত্যা পাণ্ডবগণ, রণ কৈলা বিঘোষণ,
রক্ত মাংসে কত আর সয়;
কুরুক্ষেত্র রঙ্গোপরি, অষ্টাদশ দিন ধরি,
অজস্র শোণিতস্রোত বয়।
ভারতের রাজগণ, করি সবে প্রাণ-পণ,
দুই পক্ষে মিলিয়া যুঝিলা;
ভক্তের অধীন হরি, তাই নিজে কৃপা করি,
অর্জ্জুনের সারথি হইলা।
দশ দিন অহরহ, যুঝি ভীষ্ম পিতামহ,
পার্থ-শরে শর-শয্যাগত;
প্রভূত-বিক্রম-সুত, অভিমন্যু পার্থ-সুত,
সপ্তরথি-বাণে হৈল হত।
ধনঞ্জয় খর শরে, জয়দ্রথ বীরবরে*
রণভূমে করেন শয়ান;
যুদ্ধ করি ভয়ঙ্কর, বক্ষ চিরি বৃকোদর,
দুঃশাসন-রক্ত কৈলা পান।
দ্রোণ কর্ণ† আদি যত, কৌরবসেনানী শত,
ক্রমে হয় নিধন সবার;
ভীম সনে করি রণ, গদাঘাতে দুর্য্যোধন,
নর-লীলা করে পরিহার।
মজিল কৌরবকুল, পুত্রশোকে সমাকুল,
অন্ধরাজ ভাসে অশ্রু-নীরে,

* পাণ্ডবগণ বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। এরূপ নিয়ম ছিল যে, অজ্ঞাতবাসকালে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলে তাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাসিত হইবেন।

* জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্য্যোধনের ভগ্নীপতি।

† কর্ণ—কুন্তীর গর্ভজাত পুত্র; অতএব যুধিষ্ঠিরাদির সহোদর ভ্রাতা। কথিত আছে, এ বিষয় তাঁহারা পরস্পর অবগত ছিলেন না।

ডাকি ভ্রাতৃ-সুতগণে, বসাইয়া রাজাসনে,
ছত্র দণ্ড দিলা যুধিষ্ঠিরে।
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়," রব হৈল বিশ্বময়,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ;
কৌরবের আচরণে, শিক্ষা পায় ত্রিভুবনে,
যথা গর্ব্ব তথায় পতন।
পেয়ে পুন রাজ্যপদ, সহ শত সভাসদ,
ধর্ম্মে রত ধর্ম্মের তনয়;
সমারোহে মহাভাগ, অশ্বমেধ মহাযাগ
সমাপিলা করি দিগ্বিজয়।

এইরূপে লীলা করি, নর-লোক পরিহরি,
পঞ্চ ভ্রাতা হৈলা স্বর্গগামী;
সর্ব্ব কর্ম্মে সুনিপুণ, কি কব তাদের গুণ,
গুণে বাঁধা গোলোকের স্বামী।
ধন্য রাজা যুধিষ্ঠির, ধন্য পার্থ মহাবীর,
ধন্য কবি ব্যাস তপোধন;
ধন্য ধন্য উপাখ্যান, শিখি এ মঙ্গল-গান,
মনঃসাধে গাও বাছাধন!

শ্রী ম, না, গো।

বিজ্ঞান-রহস্য।

প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ।

ফরাসী রাজধানী পারিস নগরে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, এক প্রকাণ্ড "জগৎ মেলা" হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ভূমণ্ডলে যাবতীয় আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ের চিত্র বা সম্ভব হইলে সমস্ত বস্তু সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

চিকাগো "জগৎ মেলার" উপর ভ্রূকুটি করিয়া যে এই মেলার অনুষ্ঠান হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। অদ্যাবধি উক্ত মেলার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। উহাতে প্রদর্শনের জন্য একটি প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইতেছে। এই দূরবীক্ষণের দর্পণখানির ব্যাস ১০ পাদ এবং নল ১৪০ পাদ। দর্পণে বিশুদ্ধ রজত প্রতিভাতিত হইবে।

আল্জিরার মানমন্দিরের অধ্যক্ষ মুস্যর ট্রেপাইড বলেন যে, পরিষ্কার বায়ুমণ্ডল স্থির থাকিলে এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রকে কেবল ১৫ পনর মাইল অর্থাৎ ৭॥ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দৃষ্ট হইবে এবং ভূমণ্ডলে থাকিয়া চন্দ্রমণ্ডলস্থ পদার্থ সকল সুস্পষ্ট দেখা যাইবে।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন আগামী ১৩ই নবেম্বর হাইদ্রাবাদে থাকিবেন। তথা হইতে বাঙ্গালোর পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন। তিনি বোম্বাই, মান্দ্রাজ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন। লেডী এল্‌গিন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া স্ত্রীহাঁসপাতাল পরিদর্শন করিবেন।

২। রাজবালা-নাম্নী এক অসহায়া স্ত্রীলোকের প্রতি রেলওয়ে কর্ম্মচারী কয়েকটী সাহেব পাশব অত্যাচার করাতে বার্টলেট নামক এক আসামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিফ জষ্টিসের বিচারে এই দুষ্টদমন হইয়াছে।

৩। সিমলার চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঁচ হাজার টাকার চিত্র বিক্রীত হইয়াছে।

৪। গত মাসে মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী, ত্রিপুরা-হিতসাধনী ও ফরিদপুর সুহৃৎসভার পারিতোষিক বিতরণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

৫। ব্যাঙ্ককে দুইটী বামনের বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের দেহ ৪৮ এবং পাত্রীর ৪৬ বুরুল মাত্র।

৬। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ধোবার কারখানা করিয়া নগরবাসীদিগের বস্ত্র ধৌত করার সুবিধা করিবেন।

৭। শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত উড়িষ্যার কমিশনর হইয়াছেন।

বামারচনা।

হেঁয়ালির উত্তর।*

ভাদ্রের হেঁয়ালি পড়ি করিনু নিশ্চয়।
এ জনমেজয় বিনা অন্য কেহ নয়॥
যার যজ্ঞে সর্পগণ পেয়েছিল ভয়।
পরীক্ষিতসুত সেই রাজা জন্মেজয়?
"জন" "জমে" "জজ" "জয়" এ সব কথায়।
হেঁয়ালীর সমুদয় প্রত্যুত্তর হয়॥
প্রথম উত্তর হয় "জন" অর্থ নর,
দুধ "জমে" দধি হয় দ্বিতীয় উত্তর।
"জজ" হ'লে আদালতে বড় সেই হয়,
সুমঙ্গল ভাবে নর হলে পরে "জয়"।

শ্রীমতী সরোজিনী গুপ্ত।

হিন্দু রমণী।

পাঠিকা ভগিনীগণ! আমি একজন হিন্দু রমণী। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতি সভ্যতায় আমাদের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা সকলেই জানেন। আমাদের এখন খুব উন্নতি হইতেছে। আমরা এণ্ট্রান্স, এফ. এ, বি এ, এম এ পাশ করিতেছি, আমরা ডাক্তার হইতেছি, আমরা স্বাধীনতার নির্ম্মল বাতাসে মনের সাধে উড়িয়া বেড়াইতেছি। পুরাতন অধীনতা, পুরাতন আচার ব্যবহার, পুরাতন রীতিনীতি, পুরাতন পোষাক পরিচ্ছদ, কিছুই আমাদের মনে ধরে না। আমাদের

* বগুড়ার শ্রীমতী গিরিবালা বসু এবং আরও কোন কোন গ্রাহক ও গ্রাহিকা ভাদ্রের হেঁয়ালীর সদুত্তর দিয়াছেন। বা, বো, সা।

অনেকেই এখন পূর্ণমাত্রায় বিবি হইয়া উঠিতেছেন—সাড়ী ত্যাগ করিয়া গাউন, বালা ছাড়িয়া ব্রেসলেট্, চিক্ ফেলিয়া নেক্‌লেস্ পরিয়া প্রকাশ্য স্থানে, হাটে, বাজারে, সভা সমিতিতে অনেকেই বাহির হইতেছেন, এবং অনেকে বাহির হইতে না পারিলেও পা বাড়াইবার উপক্রম করিতেছেন। আমরা এখন একটী নূতন বস্তু হইয়া উঠিতেছি। রন্ধন করিতে বলিলে আমাদের মুণ্ডপাত হয়। অপরের দ্বারা নিজ সন্তান পালন করিতে পারিলেই আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে,—বর্ত্তমান সভ্যতায় আমরা যেন বড়ই সুখী হইয়া উঠিয়াছি। পাঠিকা ভগিনি! আমাদের অবস্থা ত এই। বাস্তবিকই কি আমরা এখন বড় সভ্য ও সুখী হইয়াছি? বাস্তবিকই কি এখন আমাদের উন্নতি হইতেছে? বাস্তবিকই কি আমাদের অবস্থা পুরাকালের হিন্দুরমণী অপেক্ষা উন্নত হইতেছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা। আমাদের প্রাচীন কালের ভগিনীগণ অপেক্ষা আমাদের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে আইস ভাই পাঠিকা একটু আলোচনা করি।

প্রথমতঃ বর্ত্তমান যুগে, বিলাতী সভ্যতার প্রভাবে ও তথাকথিত স্ত্রীশিক্ষার গুণে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। পূর্ব্বে আমরা মূর্খ ছিলাম, ভ্রান্তি তামসে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন বিদ্যার বিমল আলোকে আমাদের হৃদয় প্রভাসিত হইয়াছে। আমরা সুশিক্ষার প্রভাবে শিখিয়াছি যে, পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে নর ও নারী উভয়েই সমান, তবে নারী নরের অধীনতা স্বীকার করিবে কেন? তাদের পদানত হইয়া থাকিবে কেন? তুমি আমি দুইই সমান, তবে আমি তোমার অধীন থাকিব কেন?

এই যুক্তি লইয়া আমরা এখন স্বাধীন হইতেছি। স্বাধীনতা সুখের সামগ্রী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এখন অধীনতা কাহাকে বলে ও বাস্তবিক আমরা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিলাম কি না, সে বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাহার নিজের ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করার শক্তি নাই, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পরের মুখাপেক্ষী, এক কথায় কারাগারে বন্দী, সেই ব্যক্তিকেই প্রকৃতরূপ অধীন বলিতে হয়। আমাদের অবস্থা কি কারাবদ্ধ বন্দীর অবস্থার ন্যায় ছিল? অন্তঃপুর কি কারাগার তুল্য ভয়াবহ স্থান? আমরা পুরুষের অধীনা দাসী বা হিন্দু-রমণীর অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয়, এ কথা সমাজ-মর্ম্মানভিজ্ঞ, স্থূলদর্শী কয়েকজন বিদেশীয়ের রটনা মাত্র। ভগিনীগণ! তোমরা বল দেখি,—আমরা আমাদের গৃহে আমাদের স্ব স্ব পতির অধীনা দাসী বা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের পতিরাই আমাদের আজ্ঞাকারী দাস! আমি ত যতদূর চাহিয়া দেখি, হিন্দুসমাজে, হিন্দু-পতির উপর হিন্দুরমণীর যতদূর আধিপত্য, এরূপ আর কোনও দেশে, কোনও

সমাজে, কোনও জাতির মধ্যেই নাই। যে ইংলণ্ড এখন সভ্যতার গরিমায় ফুলিয়া উঠিতেছে, সমস্ত জগতের নিকট সভ্যতার আদর্শ বলিয়া অভিমান করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না, সেই ইংলণ্ডের ইতিহাস একবার চাহিয়া দেখ দেখি। যখন রাজা অষ্টম হেন্‌রী নিরপরাধা রাণী ক্যাথেরাইন্‌কে ত্যাগ করিলেন, রাণী অ্যান্‌ বোলিন্‌ ও ক্যাথেরাইন্‌ হাওয়ার্ডের শিরশ্ছেদ করিলেন, তখন ইংলণ্ডের, সমস্ত ইউরোপের সমস্ত স্ত্রীস্বাধীনতা কি করিয়াছিল? ভারতে হিন্দুর ইতিহাসে, পুরাণে বা জনশ্রুতিতেও এরূপ দুর্ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাও কি? আমরা দাসীভাবাপন্না অধীনা কে বলে? পরের কথা শুনিয়া আমরা নিজ অবস্থাকে ধিক্কার বা সমাজকে দোষ দি কেন? হিন্দুসমাজ রমণীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, বরং সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা ও পূজা করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষি মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণ রমণীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোনও শাস্ত্রকার সেরূপ হিতকর নিয়ম সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। হিন্দুসমাজে রমণীর আসন অতি উচ্চ। "শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ" এরূপ কথা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ব্যতীত আর কেহ উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন কি? হিন্দু রমণীগণ অধীনা ও দাসীভাবাপন্না যাঁহারা বলিতে চান, তাঁহাদিগকে দেখাইতে চাই যে, হিন্দুসমাজের উপর রমণীর যেরূপ আধিপত্য, অন্য দেশের রমণীর তৎসমাজে সেইরূপ আধিপত্য আছে কিনা সন্দেহ। আকর্ষণী শক্তি যেরূপ চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্য সাধন করে, সেইরূপ রমণী অন্তঃপুরের প্রকোষ্ঠে থাকিয়া কি সামাজিক ব্যাপার, কি সামান্য গৃহকার্য্য, কি গভীর রাজনীতি, এক কথায় সকল বিষয়েই তাঁহার প্রভুতা পরিচালন করেন। রাজপুতানার মরুপ্রান্তর হইতে বঙ্গদেশের উপকূল পর্য্যন্ত এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যখন চোহানবংশীয় প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্‌ পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন, সেই সময় ঘটনাক্রমে মাহোবারাজের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। পৃথ্বীরাজ বিপুলবিক্রমে অসংখ্য বাহিনী লইয়া মাহোবা আক্রমণ করিলেন। মাহোবা ক্ষুদ্ররাজ্য ও মাহোবারাজ সম্রাটের সমকক্ষ ছিলেন না। মাহোবা রাজ্যে এমন কোন বীর ছিল না যে, প্রবলপ্রতাপ পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হয়। কোন কারণ বশতঃ মাহোবা-সেনাপতি জেশরাজের বীর পুত্রদ্বয় তাহাদের মাতার সহিত কনৌজে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্রাটের আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া মাহোবারাজ এক সভা আহ্বান করিলেন। সভাগণের মধ্যে কেহই সময়োপযোগী সুমন্ত্রণা দানে সক্ষম হইলেন না।

পরে রাণী মলিনা দেবী প্রস্তাব করিলেন যে, "এখন রাজ্যে মাহোবার বীর-

শ্রেষ্ঠ-সেনাপতিদ্বয় (জেশরাজের পুত্রদ্বয়) অনুপস্থিত," এই হেতুবাদে পৃথ্বীরাজের নিকট কিয়দ্দিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করা হউক ও কনোজ হইতে বীরদ্বয়কে আনিয়া দেশরক্ষা করা হউক। সকলেই রাণীর প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিলেন ও তদনুযায়ী কার্য্য হইল। আবার যখন পাপিষ্ঠ সিরাজ-উদ্দৌলার দৌরাত্ম্যে বঙ্গভূমি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অসহনীয় অত্যাচারে ধনীর ধন, মানীর মান, সতীর সতীত্ব রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছিল; যে সময়ে বঙ্গের তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞ রত্নগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের পরিত্রাণ-চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে, সেই ঘোর বিপ্লবসময়েও রমণীর মন্ত্রণা, রমণীর যুক্তি, রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে সভায় মহামতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, ধনিশ্রেষ্ঠ জগৎশেঠপ্রমুখ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া বঙ্গের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন, রাণী ভবানী দেবীও সেই সভায় সযত্নে আহূতা হইয়াছিলেন। বীরপুরুষগণ উৎকর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন "শুন রাণীর কি মত।" এক্ষণে আমাদের মধ্যে কয়জন শিক্ষিতা রমণী এরূপ ব্যাপারে আহূতা হইয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে কেন, সভ্যতার আদর্শ, স্ত্রীশিক্ষার লীলাভূমি ইংলণ্ডে কয়জন স্ত্রীলোকের কথা রাজনীতিজ্ঞেরা শুনিয়া থাকেন? পাঠিকা ভগিনীগণ! বল দেখি, হিন্দুরমণী স্বাধীনা, কি অধীনা? বল দেখি, আমরা এখন স্বাধীনতা পাইতেছি, না হারাইতেছি? আমি কতকগুলি পতিপরায়ণা তেজস্বিনী রমণীর চরিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইব যে, পুরাকালে আমাদের চরিত্র কিরূপ দৃঢ়প্রাণ, কিরূপ সরল ও মন কিরূপ উদার ছিল। আমি ধারাবাহিকরূপে এক একটি রমণীর বিবরণ প্রকাশ করিব। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতীর কথা এ স্থলে উল্লেখ করিব না, কারণ কোন কোন বিদুষী ঐ সকল চরিত্র অনৈতিহাসিক কাল্পনিক কাব্যোপন্যাসের নায়িকাচরিত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু আমি যে সকল চরিত্রের অবতারণা করিব, তাহা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগুরু ইংরাজের ইতিহাসে জলদক্ষরে প্রভাসিত। সেই সকল দেবীচরিত্র সম্মুখে ধরিয়া দেখাইব আমরা কি ছিলাম, কি হইলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী
কাটঘরা লেন, হুগলী।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৪-৯৫ অব্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট ২ টী পারিতোষিকের উপযোগী ২ টী রচনা না পাওয়াতে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১৮৯৫-৯৬ অব্দের পারিতোষিক দান কালে ১টী ৮০৲ টাকা ও আর একটা ৪০৲ টাকা করিয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে, "শারীর ও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতা" বিষয়টী অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

পারিতোষিকদানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিক-প্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক, কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৫ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক রচনার গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা,
৩০ শে জুলাই, ১৮৯৫।

এ, ক্রফ্‌ট,
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭০ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১৩০২—নবেম্বর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

টেলিফোনে সংবাদপত্র—অষ্ট্রি-হঙ্গেরীর পেষ্ট-বুডা নামক স্থানে ২ বৎসর এই আশ্চর্য্য সংবাদপত্র চলিতেছে। পুস্কাস্ নামক এক ব্যক্তি ইহার আবিষ্কর্ত্তা। গ্রাহকদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ, সংবাদ, সমালোচনা প্রভৃতি মানবস্বরে উচ্চারিত হয়। সভায় বক্তারা যখন বক্তৃতা করেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম-মহোৎসব—আজমীরে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া শারদীয় পূজাবকাশের সময় এক মহাসভা হইয়া গিয়াছে।

রামমোহন রায় বার্ষিক উৎসব—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সিটি কলেজে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ৬২ বার্ষিক উৎসব হয়, তাহাতে জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, দীননাথ গাঙ্গুলী এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন।

আশ্চর্য্য সংবাদপত্র—ইহা পোষ্ট কার্ডে ছাপা হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় এক খানি ছবি আছে।

বাঙ্গালী কমিসনর—অনরেবল রমেশচন্দ্র দত্ত, সি আই ই, এক বৎসরের জন্য উড়িষ্যার কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

চন্দ্রে আগ্নেয়গিরি—দূরবীক্ষণযোগে চন্দ্রমণ্ডলে প্রায় লক্ষ আগ্নেয়গিরি দৃষ্ট হইয়াছে।

ভূ-প্রদক্ষিণকারিণী রমণী—কুমারী জে সি আকারম্যান ৭ বৎসর ভ্রমণ করিয়া তিন বার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

ইংরাজী ভগবদ্‌গীতা—সুপ্রসিদ্ধ বিবি আনী বেজাণ্ট ভগবদ্‌গীতা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র প্রচারিত হইবে। এতদ্দেশীয় কয়েকজন শিক্ষিত লোক সংস্কৃতের সহিত ইহার মিল দেখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

আর্ম্মেণীয় বিভ্রাট—কতকগুলি আর্ম্মেণীয় দলবদ্ধ হইয়া তুরুস্কের সুলতানের নিকট দরখাস্ত দিবার আয়োজন করে, পুলিস ইহাদের বাধা দেয়, ইহাতে কনষ্টাণ্টিনোপলের রাজপথে দাঙ্গা হইবা ৮০জন আর্ম্মেণীয় হত ও আহত হইয়াছে।

স্ত্রী-হিতৈষিণীর মৃত্যু—খিদিরপুরের বিবি কলকোহান গ্রাণ্টের মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বিবি নাইটের বিলাতগমন হইতে ইনি জাতীয় ভারতসভার বঙ্গীয় শাখার সম্পাদিকা ছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইনি ৩০বৎসর কাল সৈনিক অনাথ-নিবাসের ভারগ্রহণ করিয়া সন্তান-নির্ব্বিশেষে অনাথ সন্তানদিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সদ্ভাববন্ধনের জন্যও তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

পণ্ডিতা রমাবাই ও শারদা-সদন।

পণ্ডিতা রমা বাই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং একজন বঙ্গীয় বিধবা। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর তাঁহার বোম্বাই প্রদেশস্থ অনেক হিন্দু বন্ধু ও বান্ধব স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। কেবল কতকগুলি উদারভাবাপন্ন হিন্দু তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েন নাই। তিনি আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এই সকল সহৃদয় মহোদয় তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও, তিনি যাহাতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম-প্রচারকের ভাবাপন্না না হইয়া অসাম্প্রদায়িক ভাবে হিন্দু রমণীগণের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তাহার সদুপায় নির্দ্ধারণে মনোযোগী হয়েন। ইহাঁদিগের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিয়াই রমাবাই প্রথমতঃ বোম্বাই নগরে হিন্দু বিধবাদিগের শিক্ষাবিধানার্থ "শারদা-সদন" নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় কিছুকাল বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎপরে উহা পুনা নগরে স্থানান্তরিত হয়। হিন্দু বালিকা ও বয়স্কা বিধবাগণকে বিদ্যা ও নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা প্রদান করা এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা স্ব স্ব জীবিকা উপার্জ্জনে

ইচ্ছুক, তাহাদিগের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সাহায্য করা, এই দুইটী উদ্দেশ্য সাধনে "শারদা সদন" কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু রমাবাই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে পুনাবাসী হিন্দুগণের তাঁহার প্রতি সম্যক্ আস্থা ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে "শারদা-সদনের" কার্য্য-প্রণালী তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটী তত্ত্বাবধায়ক বা পরামর্শদায়ক-সভা গঠিত হইল; পুনার হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি ঐ সভার সভ্য-পদ গ্রহণ করিলেন। প্রায় তিন বৎসর কাল এই তত্ত্বাবধানে এবং পণ্ডিতা রমাবাইএর অধ্যক্ষতাধীনে শারদা-সদনের কার্য্য সুচারুরূপে ও নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহিত হইবার পর, পণ্ডিতার সহিত তত্ত্বাবধায়কদিগের মতবৈষম্য ঘটিল। পণ্ডিতা রমাবাই ছাত্রীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন না, এই বন্দোবস্তে পুনার অনেক হিন্দু "শারদা-সদনে" স্ব স্ব পরিবারভুক্ত বাল-বিধবা ও অবিবাহিতা বালিকাগণকে ভর্ত্তি করিতে স্বীকৃত হন এবং তদনুসারে কার্য্যও করেন। রমাবাই ছাত্রীগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন না বটে, কিন্তু শারদা-সদনের পুস্তকাগারে একখানি "বাইবেল" গ্রন্থ রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ছাত্রীগণ ইচ্ছামত পাঠ করিত এবং তিনি প্রত্যহ যখন খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন কোন কোন ছাত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিত এবং উপাসনা শ্রবণ করিত। তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সভ্যগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতা রমাবাইকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন পুস্তকাগারে বাইবেল গ্রন্থ না রাখেন, এবং তাঁহার উপাসনাগারে কোন ছাত্রীকে উপস্থিত থাকিতে না দেন। রমাবাই উত্তর দিলেন যে, তিনি এই দুইটী প্রস্তাবেই সম্মতা হইতে পারেন না। এই উত্তর পাইয়া তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সভ্যগণ পদ পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি রমাবাই সম্পূর্ণরূপে নিজের দায়িত্বে "শারদা-সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। হিন্দু ছাত্রীগণের মধ্যে কতকগুলি "সদন" পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু বল প্রকাশ করিয়া কিম্বা প্রলোভন দেখাইয়া কাহাকেও খ্রীষ্টীয়ান করা রমাবাইএর উদ্দেশ্য নহে জানিয়া অধিকাংশ ছাত্রীর অভিভাবকেরা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লয়েন নাই।

আমেরিকার যে সকল মহানুভব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে "শারদা-সদন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই আট বৎসর কাল তাহার কার্য্য চলিতেছে, তাঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ দশ বৎসর অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। তাঁহাদিগের অঙ্গীকারানুসারে আর দুই বৎসর কাল অর্থ সাহায্য করিবার কথা। তৎপরে "শারদা-সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইবে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সম্প্রতি নিউইয়র্ক নগরে পণ্ডিতা রমাবাইএর বন্ধুগণ এক সভা আহ্বান করেন, তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে,

শারদা-সদনের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আমেরিকায় পুনরায় চাঁদা সংগ্রহ করা হইবেক। সভায় একজন মার্কিন্ মহিলা দণ্ডায়মানা হইয়া বলেন যে, তিনি পুনা নগরে অবস্থিতি করিয়া শারদা-সদনের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্টা হইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে তাহা সৎ ও শুভফলপ্রদ, সুতরাং তজ্জন্য আমেরিকগণের সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

এই মহিলার উত্তেজনায় সভাস্থ অনেকে "শারদা-সদন" ফণ্ডে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং আর দুই বৎসর পরে "শারদা-সদনের" জন্য আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত সাহায্য যে বন্ধ হইবে তাহার আশঙ্কা নাই।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিয়া পণ্ডিতা রমাবাই কার্য্য করিতে থাকিলে ক্রমে পুনারঃ হিন্দুগণ শারদা-সদনের প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায় আস্থাবান্ হইবেন এরূপ আশা আছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই শুভানুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

সহানুভূতি।

হৃদয়ের যে বৃত্তি দ্বারা পরের সুখ দুঃখ প্রভৃতি নিজ হৃদয়ে অনুভব করা যায়, সেই বৃত্তিকেই "সহানুভূতি" বলে। যাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতি নাই, তিনি ধনী হইতে পারেন, জ্ঞানী হইতে পারেন, উচ্চপদ বা উচ্চ খ্যাতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব অথবা জাতীয় জীবন লাভ করিতে পারেন না। যে হৃদয় আর একটী হৃদয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে না, পরের দুঃখে বিগলিত বা পরের সুখে উচ্ছ্বসিত হইতে পারে না, এক কথায় যে পরকে "আপনার" করিয়া লইতে পারে না, সে হৃদয় অন্য যতই প্রয়োজনে আসুক না কেন, মানবসমাজের এক প্রধান সুখ ও উন্নতির মূল যে পরার্থ-পরতা, তাহা সে হৃদয়ে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। পরার্থ-পরতার অভাবেই মানবজগৎ অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়ে; সেই জন্য সহানুভূতিকে মানবজগতের এক প্রধান "জীবনী" বলা যায়।

এ জগতে যত নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সহানুভূতির অভাবই সে সমুদায়ের এক প্রধান কারণ। ধর্ম্মবীর রেগুলস্ কার্থেজবাসীদিগের হস্তে অসহনীয় যন্ত্রণায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? যদি তাঁহার অপার্থিব সত্যনিষ্ঠা, দেবোচিত বীরত্ব বুঝিবার মত লোক কার্থেজে থাকিত, যদি সে দেবহৃদয়ের সহিত তাহারা হৃদয় বিনিময় করিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহার নির্যাতনকারী হওয়া দূরে থাকুক, সকলেই তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা

করিত! এ দিকে, প্রফুল্ল পদ্মপুষ্প তুল্য রাজস্থানের সুপবিত্রা সাধ্বীগণ জলন্ত আগুনে পুড়িয়া ছাই হইল কেন? বিজয়ী বিপক্ষগণ যদি প্রকৃত বীরের মত, সেই সকল মহামহিমাময়ী মহিলাদিগের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিত, হিন্দু-ললনার হৃদয়ে সতীত্ব যে কি অপূর্ব্ব রত্ন, তাহা যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে পদ্মিনী-প্রমুখ মহিলাগণকে চিতানলে পুড়িয়া "আত্ম-রক্ষা" করিতে হইত না! সতীর প্রতি ঘৃণিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে কাহারও মনে সাহস হইত না। সে দিন পলাশি-যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার একশেষ হইয়াছিল কেন? যদি আত্মসংযমহীন, উচ্ছৃঙ্খল, তরুণবয়স্ক সিরাজ উদ্দৌলার প্রতি তাঁহার বন্ধু ও অভিভাবকগণ সহানুভূতিশূন্য না হইতেন, যদি সত্য সত্যই তাঁহারা

" যৌবনং ধনসম্পত্তিপ্রভুত্বমবিবেকতা,
একৈকপ্যমনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্ !"

এই রহস্য বুঝিয়া, সিরাজকে কৌশলে কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেন, যদি মহাত্মা বিষ্ণু শর্ম্মা অথবা চাণক্যের মত কোনও রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত সিরাজ উদ্দৌলার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত থাকিতেন, তবে হয়তো "পলাশির যুদ্ধ" বলিয়া কোনও ঘটনা বাঙ্গলার ইতিহাসে অঙ্কিত হইত না, এবং পলাশি-যুদ্ধের অনুষ্ঠাতৃগণকেও মাতৃ-ভূমি-দ্রোহিতা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইত না! এইরূপ, বীরকলঙ্ক লক্ষ্মণসেন যদি স্বদেশের প্রতি সহানুভূতি দান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি সপ্তদশ মাত্র যবনের ভয়ে—ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ জীবনের অনুরোধে, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমিকে পরপদ-দলিতা হইতে দিয়া পলায়ন করিতেন না! আমরা কয়েকটী মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলাম; এইরূপ প্রত্যেক মত-বৈষম্য, যুদ্ধ, বিবাদ, হত্যা প্রভৃতি সকল পাপ ও মহাপাপের মূলানুসন্ধান করিলে প্রধানতঃ সহানুভূতির অভাবই লক্ষিত হইবে।

সহানুভূতির অভাবে যেমন মানবের দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি পাশব বৃত্তি সকল প্রবল হইয়া থাকে, সহানুভূতির প্রভাবে সেইরূপ দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ-স্বীকার, উপচিকীর্ষা* প্রভৃতি দেব-বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। যখন সহানুভূতি পরের হৃদয়ের চিত্র আমাদের হৃদয়ের সমক্ষে প্রতিবিম্বিত করে, তখন আমরা পরের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি না। একজন দীন দুঃখীকে দেখিলে, তাহার ছিন্ন বস্ত্র, অনশনজনিত ক্লেশ এবং তাহার দরিদ্রতাময়, নানা অভাবপূর্ণ জীবন, যখন আমরা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি, তখনই আমাদিগের দয়াবৃত্তি পরিস্ফুট হয়। যখন সংসারের ঘৃণ্য কোনও দোষী ব্যক্তির হৃদয়ের প্রতি আমরা গভীর দৃষ্টি করিতে পারি, যখন দোষীর দোষের "ইতিহাস" বুঝিতে পারি—যখন

* উপচিকীর্ষা—অন্যের উপকার করিবার ইচ্ছা

সহানুভূতি আমাদিগের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, বাহ্য ঘটনাপরম্পরায় দোষীর অবস্থায় সে দোষ অনেকের পক্ষেই অনিবার্য্য, তখনই আমাদের হৃদয়ে ক্ষমা উপস্থিত হইয়া থাকে। আর যখন সহানুভূতি পরের হৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয় এতদূর বিনিময় করিয়া দেয় যে, আমরা আপনা ভুলিয়া পরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়ি, নিজেদের সুখ শান্তি ভুলিয়া পরের সুখার্থে সহস্র ত্যাগস্বীকার করিতে পারি, তখনই আমাদের উপচিকীর্ষা বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া আমাদিগকে "পরার্থপর" করিয়া থাকে। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতি হইতে আমাদের দেশের রাজা রামমোহন, কেশব চন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়—যাঁহারা এ জগতে দেবতা অথবা নর-দেবতা আখ্যা পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই সহানুভূতি বৃত্তিকে পূর্ণ মাত্রায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে দিয়াছিলেন! তাই বলিতেছি, সংসারে খ্যাতিলাভ করিতে না পারিলেও, যিনি সহানুভূতি বৃত্তির উপযুক্ত বিকাশ করিতে পারিবেন, তাঁহার হৃদয় সত্য সত্যই দেবমন্দির হইবে। যাঁহার চরিত্রে সহানুভূতি আছে, তাঁহার "হৃদয়"ও আছে।—সহানুভূতিশূন্য মানবকেই "হৃদয়হীন" বলা যায়।

পারিবারিক জীবনেও "সহানুভূতি" বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের ঘরে ঘরে এত ঝগড়া কলহ, এত ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়, ভ্রাতার প্রভূত ধন সম্পত্তি থাকিতে বিধবা ভগিনীকে পরের দাসীত্ব করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, এইরূপ শোচনীয় ঘটনা সকল—যাহা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি—সে সমুদায়ের এক প্রধান কারণ আমাদিগের সহানুভূতির অভাব। যে ঘরে খাশুড়ী বোঝেন "বৌমা আমার বালিকা; উহার মাতা পিতার কত স্নেহ ও আদরের ধন; আমি বৌমার সহস্র ত্রুটি দেখিলেও উহাকে স্নেহশূন্য রুক্ষ শাসন করিব না"; আবার বৌমা মনে করেন "খাশুড়ী আমার মাতার ন্যায় স্নেহময়ী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী, উনি যাহা বলেন ও যাহা করেন সবই আমার মঙ্গলের জন্য—অতএব সকল বিষয় প্রীতিকর না হইলেও উঁহার আদেশ আমার যথাসাধ্য পালনীয়," সে গৃহে অশান্তির স্থান কোথায়?—আমরা কেবল খাশুড়ী বধূর উদাহরণ দেখাইলাম —যে ঘরে সকলেই সকলের হৃদয়ের প্রতি এতটা দৃষ্টি করেন, সে ঘরে কখনই অনৈক্য আসিতে পারে না; অথচ কেহ কাহারও গলগ্রহ হইয়া নিজের ভরে অন্য কাহাকেও কাতর করিতে চাহিবে না। সহানুভাবক তাহা করিতে পারেন না।

এইখানে একটা কথা একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক।—প্রত্যেক স্বামী স্ত্রীতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি না হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয় না। দম্পতীর মধ্যে একজন অপরের সুখ, দুঃখ, অবস্থা, উপযোগিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, কার্য্যতঃ পরস্পরের

সাহায্য না করিলে, কখনই তাঁহারা "এক-হৃদয়" হইতে পারেন না। দম্পতী "এক-হৃদয়" হইতে না পারিলে বিবাহে সুখ শান্তি দূরে থাকুক, সে বিবাহ কেবল বিড়ম্বনা হইয়া উঠে। স্ত্রীর সামান্য ত্রুটিতে স্বামীর কর্কশ শাসন, অথবা দরিদ্র স্বামীকে গহনা পরিচ্ছদের জন্য স্ত্রীর উৎপীড়ন, নিজের বিলাসিতার জন্য স্বামীকে ঋণ-গ্রস্ত করা, এ সকল ঘটনা নিতান্তই সহানুভূতির অভাববশতঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহাহউক, একজন পরের নিকট হইতে সহানুভূতি পাইলে মন তাহাকে কত "আপনার জিনিস" মনে করে, আর যাঁহাদিগের কেবল দেহমাত্র প্রভেদ, তাঁহাদিগের সহযোগিতা ও সাহচর্য্যে কি পরিমাণে সহানুভূতি আবশ্যক, সে কথা যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের সামাজিক জীবনও সহানুভূতি ব্যতীত চলে না। সহানুভূতি মানব-জগতের মূল বন্ধন; তাই সামাজিক মানবের সহানুভূতির অভাব হইলেই সমাজে মতবৈষম্য, বিবাদ, দলাদলি, হত্যা প্রভৃতি নীচতা ও মহাপাপ সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই সহানুভূতির অভাব হইলে সমাজ—মানব-সমাজ পিশাচ-সমাজরূপে প্রতীয়মান হয়। তাই সহানুভূতি বৃত্তি উপযুক্তরূপে বিকাশ করিয়া, সামাজিক জীবন গঠন করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দিন সামাজিক নরনারীগণের সহানুভূতি বৃত্তি সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবে, সে দিন সামাজিক সকল অনৈক্য দূর হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা ভগিনী হইবেন। সে দিন "জব্দ" করিবার আশয়ে কেহ কাহাকে বিদ্রূপ করিবে না; কেহ কাহাকে গালি দিবে না; কাহারও মন সামান্যরূপ ব্যথিত হয়, এ রকম কাজ কেহই করিতে পারিবে না। সে দিন হিংসা ভুলিয়া, দ্বেষ ভুলিয়া, অহঙ্কার ভুলিয়া সকলেই সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইবে; সকলেই সকলকে স্নেহ মমতা করিবে; সকলেই সকলের বিশ্বস্ত সুহৃৎ হইবে! যে দিন আমাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবে, সেই দিনই ভগবান্ আমাদের এই মরজগৎকে এইরূপ অমরাবতী করিবেন! সেই শুভ দিনের উদ্দেশে তপস্যা করিতে পারিলেই—আমাদের সহানুভূতি বৃত্তিকে ক্রমশঃ বিকসিত করিতে পারিলেই আমাদের মানবজন্ম সার্থক হইবে।

এই খানে আর একটী কথা না বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না। আমাদের যত রকম মনোবৃত্তি ও হৃদয়ের শক্তি আছে, ন্যায়পরতা তাহাদের সকলের উপরে। এই ন্যায়পরতার অপর নাম বিবেকশক্তি। তাই বলিতেছি, সহানুভূতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিও ন্যায়পরতার অধীনে পরিচালিত হইলেই তাহার ফল যথার্থ শুভকর হয়। দস্যু, ব্যভিচারী, হত্যাকারী প্রভৃতি সমাজবিপ্লবকারক মহাপাপীদিগের প্রতি আমরা যতই সহানুভূতি

করিতে চাহি না কেন, ন্যায়পরতার দিকে চাহিলে বুঝিতে পারি যে, তাহারা সুশাসিত না হইলে সমাজ টিকে না। তাই ন্যায়-পরতার অনুরোধে, (সমাজের কল্যাণার্থে) সেই সকল দুর্বৃত্তদিগের যথোচিত শাস্তি বিধান করা সামাজিক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কাহাকেও শাসন করা সহানুভূতিবিরুদ্ধ কার্য্য। অতএব সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক পাপীকে পাপের পথ হইতে নিরস্ত করাই মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শাস্তিই পাপীর প্রকৃত শাস্তি, সে জন্য পাপীর চিত্তশুদ্ধি ও আত্মসংযমের জন্য যে কোন দণ্ড উপযুক্ত বোধ হয়, তাহাই করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। অথচ এরূপ কার্য্যে আমাদের সহানুভূতি বৃত্তিও কোনও রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিবে না।

সহানুভূতি বৃত্তির যথোচিত বিকাশ মানবের ব্যক্তিগত উন্নতির মূল; গার্হস্থ্য উন্নতির মূল; বন্ধুতালাভের মূল; দাম্পত্য প্রেমের মূল; জাতীয় জীবন ও সামাজিক একতা লাভেরও মূল। ভগবানের কৃপায় আমরা এই দেবোচিত বৃত্তি পাইয়াছি, এজন্য তাঁহার চরণে সহস্র নমস্কার। প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! তুমি যদি এই অমূল্য রত্নের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার নারী-জন্ম সার্থক হইবে।

শ্রীমা।

কুদৃষ্টি সম্বন্ধে কুসংস্কার।

কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দৃষ্টির এমনি একটী শক্তি আছে যে, সে তদ্দ্বারা যে কোন লোকের, তাহার অভীপ্সিত নানারূপ অমঙ্গল সাধন করিতে পারে। এইরূপ একটী বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়া ও আসিরিয়া রাজ্যে এই বিশ্বাস সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে আসিরিয়া দেশের লোকেরা কুদৃষ্টির ফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিত। প্রাচীন মিসরবাসী-দিগের মধ্যেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। পারস্যবাসীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে কুদৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের বিশ্বাস যে, কুদৃষ্টিশালী ব্যক্তি দৃষ্টির বলে বৃক্ষ লতাদির বৃদ্ধি সঙ্কুচিত করিতে পারে, নদীর স্রোত রোধ করিতে পারে এবং সুপক্ব ফলকে শুষ্ক করিয়া দিতে পারে। বাইবেল গ্রন্থে কুদৃষ্টির উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থকারদিগের রচিত নানা পুস্তকে ইহার বর্ণনা আছে। প্লিনি বলেন, প্রাচীন সিথিয়া ও ইলিরিয়া দেশে অনেক কুদৃষ্টিশালিনী রমণী দেখা

যাইত। খ্রীষ্ট একবার উপদেশ দিবার সময় কুদৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শাকের প্রাথমিক কালে ধর্ম্মযাজকেরা কুদৃষ্টি সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিয়া যান নাই।

পশুগণের চিকিৎসা-শক্তি।

অনেক পশু স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার অনুসারে আপনারাই আপনাদিগের চিকিৎসক। বানর আহত হইলে ক্ষতস্থান হইতে রক্তনির্গম বন্ধ করিবার জন্য সেই স্থানটী অপর হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে এবং তৎপরে কতকগুলি তৃণ ও বৃক্ষপত্র নিষ্পিষ্ট করিয়া তাহা প্রলেপের আকারে ক্ষতস্থানের উপর সংলগ্ন করিয়া দেয়। দেখা যায়, যখন দৈবক্রমে কোন পশুর হাত বা পদ আহত হইয়া প্রায় অর্দ্ধছিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেইসংলগ্নাংশটুকু সে দন্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া থাকে। একদা একটা কুক্কুরকে একটা বিষধর সর্প দংশন করিয়াছিল। কুকুর দষ্ট হইবার পরেই পুষ্করিণীর জলে দষ্ট স্থান ক্রমাগত ডুবাইতে লাগিল। সে তিন দিবস কাল এই প্রক্রিয়া করিয়া সর্পাঘাতের ফল হইতে মুক্ত হইল। একদা একটা টেরিয়ার-জাতীয় কুকুর দক্ষিণ চক্ষে আঘাত প্রাপ্ত হয়। চক্ষুরোগ হইলে চক্ষে যাহাতে আলোক না লাগিতে পারে, মানব-চিকিৎসক এরূপ ব্যবস্থা করেন। দেখা গিয়াছিল, যত দিন এই কুক্কুরটীর চক্ষুর অসুখ ছিল, ততদিন সে স্বীয় স্বভাবজাত সংস্কার অনুসারে প্রায়ই একটী অন্ধকারময় স্থানে বাস করিত। চক্ষুরোগ হইলে কুক্কুরেরা খাবায় নিষ্ঠীবন (থুথু) মাখাইয়া তাহা চক্ষে লাগাইয়া দেয়, ইহাতে তাহাদের অনেক চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। গাত্রে কীট জন্মিলে পশুগণ কর্দ্দম কিম্বা ধূলায় শরীর লুটাইতে থাকে, ইহাতে তাহারা কীটমুক্ত হয়। জ্বর হইলে কোন কোন পশু জল পান বা জলে শরীর নিমজ্জিত করিয়া সুস্থ হয়। কোন কোন পশুর, বিশেষতঃ কুকুর বা বিড়ালের অজীর্ণ রোগ হইলে তাহারা কোন বিশেষজাতীয় তৃণ ভক্ষণ করিবা আরোগ্য লাভ করে। গো ছাগাদি পশু অসুস্থ বোধ করিলে কোন বিশেষজাতীয় তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া রোগমুক্ত হয়। বাত রোগ হইলে পশুগণ যতক্ষণ সম্ভব রৌদ্রে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

পশুদিগের পশ্চাদ্দৃষ্টিশক্তি।

কতকগুলি পশুর উভয় সম্মুখ-দৃষ্টি ও ও পশ্চাদ্দৃষ্টির শক্তি আছে। পশ্চাদ্দিকে মুখ না ফিরাইয়া শশক পশ্চাদ্বর্ত্তী বস্তু সকল স্পষ্ট দেখিতে পায়। ইহাদিগের চক্ষু যেরূপ দীর্ঘ ও মুখের যে স্থানে অবস্থিত, তাহাতে ইহাদিগের এই ক্ষমতা থাকা আশ্চর্য্যের কথা নহে। শশকের পশ্চাদ্দৃষ্টির ক্ষমতা আছে বলিয়া শশক শিকার করা বড়ই কঠিন। ঘোটকেরও পশ্চাদ্দৃষ্টির ক্ষমতা আছে। ঘোড়ার যে পশ্চাদ্দৃষ্টি শক্তি আছে, তাহা একটী দৃষ্টান্তে বেশ প্রমাণিত হইবে। অনেকেই দেখিয়াছেন, কোচমান্ ঘোড়াকে চাবুক মারিবার জন্য যেমন চাবুক উত্তোলন করে, অমনি প্রহারিত হইবার পূর্ব্বেই ঘোড়া দ্রুততর পদবিক্ষেপে দৌড়িতে আরম্ভ করে। অনুমান বা অন্য কোন উপায়ে ঘোড়া কোচমানের হস্তস্থিত উত্তোলিত চাবুকের বিষয় জানিতে পারে না; তাহার পশ্চাদ্দৃষ্টিবলেই জানিতে পারে। জিরাফ্ নামক পশুরও এই শক্তি আছে। অনেকানেক কীট পতঙ্গেরও এই ক্ষমতা দেখা যায়।

ওজোন্।

অক্সিজন্ (অম্লজন) বাষ্প জীবগণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও শরীরের হিতকারী। ওজোন্‌নামক বাষ্প অক্সিজেনের পরিশোধিত ও সূক্ষ্মতর আকার। ইহাকে বিশুদ্ধ অক্সিজন্ বলিলেও বলা যায়। যে দেশের বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ অধিক মাত্রায় থাকে, তথাকার বায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ। ফুলের গাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ওজোন্ নিঃসৃত হইয়া থাকে। যখন ফুল ফোটে, তখন ফুলের গাছ হইতে অধিকতর পরিমাণে ওজোন্ নিঃসৃত হয়। ইয়োরোপের নানা প্রদেশে কোন কোন ঋতুতে যখন প্রান্তর ও উপত্যকা পুষ্পে আবৃত হইয়া যায়, দেখা যায় তত্তৎকালে সেই সেই স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়া থাকে। কোন কোন বিশেষ-জাতীয় বৃক্ষ অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ওজোন্ উৎপাদক। ওক্ বৃক্ষ ওজোন্-উৎপাদক, কিন্তু পাইন্ বৃক্ষ ওজোন্-উৎপাদক নহে। আমাদের দেশে নিম অশ্বত্থাদি বৃক্ষ ওজোন্ উৎপাদনে সক্ষম; কিন্তু তিন্তিড়ি বৃক্ষের ওজোন্-উৎপাদিকা শক্তি খুব কম। বজ্রাঘাত হইবার পর আকাশমণ্ডলে ওজোনের আধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু কোন ফুলের গাছে যখন অধিক পরিমাণে ফুল ফুটিতে থাকে, তখন সেই ফুলের গুচ্ছটীর ওজোন্-উৎপাদিকা শক্তি যেমন অধিক, তেমন আর কিছুরই নহে।

ছোট।

ছোট নারী ছোট নর, ভালবাসি নিরন্তর,
ছোট হ'তে সাধ সদা মনে,
ছোট বালকের হাসি, সদা বড় ভালবাসি,
মিশিতে চাই না বড় সনে।

ছোট তারা ছোট চাঁদ, দেখিতে সদাই সাধ,
ছোট ঘর ছোট বাড়ী চাই।
ছোট গাছ ছোট ফল, ছোট তড়াগের জল,
ছোট ফুলে পরাণ জুড়াই।

ছোট মেঘ ছোট বায়ু, চাই অতি ছোট আয়ু,
মরতে না হইব অমর।
ছোট ঘড়ি ছোট তরি, সদাই আদর করি,
ছোট কথা জুড়ায় অন্তর।

ছোট ভূষা ছোট বেশ, ভালবাসি ছোট দেশ,
ছোট জন-সমাজ আপন;
ছোট ধ্বনি ছোট মণি, ভালবাসি ছোট ধনী,
ছোটই ছোটর সুখ-ধন।

বড় চাঁদ রাহু গ্রাসে, ফণী স্ফুক বড় আশে, (১)
বড় বায়ু আয়ু নাশ করে,
বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে, বড় ঘরে উই চরে,
বড় ধনী ধন না বিতরে।
ছোট ছোট গম ধান, খেয়ে সদা বাঁচে প্রাণ,
বড় ফল কে বা কত খায়?
ছোট পাখী পোষ মানে, যা বল তাহাই শুনে,
বড় পাখী পোষা বড় দায়।
বড় সাগরের জল, শুধু কুমীরের বল,
অসমর্থ পিপাসাবারণে,
সিমুলের বড় ফুলে, ভ্রমর কি কভু বুলে,
ছোট যূঁই জাগে সদা মনে।
বড়র সে দয়া মায়া, আকাশের মেঘছায়া,
মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত ঘুরে ফিরে।
ছোট বড় মধুময়, যা থাকে তা সদা রয়,
ছোট থেকে মরিব অচিরে।

(১) মধু আশায় কুশ চাটিয়া সর্পের দুই জিহ্বা হইয়াছিল।

বেথুন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-কালে বেথুন সাহেবের বক্তৃতা।

১৮৪৯ সালের ৭ই মে "হিন্দু ফিমেল স্কুল" নামে বেথুন স্কুল প্রথম খোলা হয়। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় মহাত্মা জে ই ডি বেথুন রাজা (তৎকালে বাবু) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-ভবনে হৃদয়স্ফূর্ত্ত ভাষায় যে সুন্দর বক্তৃতা করেন, তাহা চিরস্মরণীয়। আমরা বাঙ্গালায় তাহার সারভাগ প্রকাশ করিতেছি, যাঁহাদের সুবিধা হয় তাঁহারা, ইংরাজী মূল বক্তৃতা পাঠ করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবেন।

"বন্ধুগণ! আজ আমরা যে শুভ অনুষ্ঠান

উপলক্ষে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু বলিব বলিয়া সকলেই আশা করিতেছেন। আমাদের সকলেরই পক্ষে আজিকার দিন সামান্য আনন্দ ও উল্লাসের দিন নয়। আপনারা পিতা, আপনাদের প্রিয়তমা কন্যাদিগের ভাবী উন্নতির আশা এই নব বিদ্যালয় উদ্দীপন করিতেছে, ইহাতে আপনাদের হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস হওয়া স্বাভাবিক। আমার পক্ষেও আজিকার দিন বড় আনন্দের দিন, কেননা এই মহৎ কার্য্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া আমি বড় উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছি। শ্রীমান ও সন্তানবান্ হইলে মানুষের যে সৌভাগ্য হয়, আমি তাহাতে বঞ্চিত; তথাপি আমার চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ কিছু করিতে পারিতেছি, ইহাতেই পিতৃহৃদয়ের আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং অচিরে আরও অনেক লোক আপনাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এখানে বালিকাদিগকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদেরও আনন্দের হেতু হইব ভাবিয়া আপনাকে ধন্য মানিতেছি।

যে কার্য্যপ্রণালীর বিকাশ এখানে আপনারা দেখিতেছেন, তাহা লঘুভাবে কল্পিত বা ব্যস্ততা সহকারে গৃহীত হয় নাই। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, এ দেশের শিক্ষা-বিবরণ, বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদিগের সুশিক্ষা-বিবরণ আমার হস্তগত হয়। সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের প্রধান কর্ত্তৃত্ব-ভার এখন আমার হস্তে। এই সকল শিক্ষা-বিবরণ পাঠে আমার মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, যে দেশের যুবকেরা ত্রিশ বর্ষের অধিক কাল শিক্ষার সুফল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, সে দেশের অপরার্দ্ধ অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের সুশিক্ষার জন্য চেষ্টা করিবার সময় আসিয়াছে। সুশিক্ষার হিতকর প্রভাব যখন আপনারা অনুভব করিয়াছেন, তখন আপনাদের জীবনসঙ্গিনীদিগকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে সুরুচি ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন করিতে আপনাদের আকাঙ্ক্ষা হইবে, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস। সুশিক্ষিত রমণীগণের শোভন-গুণাবলী, সুকুমার-বিদ্যাবত্তা এবং গৃহকার্য্যনৈপুণ্য দ্বারা পারিবারিক জীবনের সুখ যে কত অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হয়, তাহা আপনারা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। আপনারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস অনুশীলন করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, যে জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যত সম্মাননা, স্ত্রীলোকের জ্ঞান শিক্ষা যত অধিক, সমাজের রীতি চরিত্র রুচির উপরে স্ত্রীলোকের প্রভাববিস্তারের যত অধিক সুবিধা, সভ্যতাংশে সেই জাতি তত উন্নত। এই সত্য অমোঘ সত্য। আমি আরও বিবেচনা করিলাম যে, আপনারা স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে মাতার কর্ত্তব্য কত বহুল ও গুরুতর! মাতার হস্তে ক্ষুদ্র শিশু স্বভাবতঃ ন্যস্ত, মাতার সাহায্যেই তাহার সমুদয় শারীরিক

অভাব মোচন হয়। সেই শিশুর বুদ্ধি-বৃত্তির যখন প্রথম উন্মেষ হয়, যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন দৃশ্য, নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহার সুকুমার মনের নিকট উপস্থিত হয়, তখন সেই মাতার সাহায্য তাহার পক্ষে কত প্রয়োজনীয়! শিক্ষিত মাতা সন্তানের বুদ্ধি, রুচি ও কল্পনা সু-নিয়মিত করিয়া তাহাকে মহৎ ও সাধু মনুষ্যাকারে গঠন করিতে কেমন সমর্থ! অতএব নারী-চরিত্রের উপর যে জাতীয় চরিত্র নির্ভর করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কেবল শৈশবে নয়—জীবনের সকল অবস্থাতেই নারী-প্রভাব অপরিহার্য্য। এই প্রভাব যাহাতে ন্যায়, ধর্ম্ম এবং মনুষ্যত্বের সহায় হয়, তৎপক্ষে চিরদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে এই সকল চিন্তা আমার মনকে অধিকার করিয়াছিল এবং এখানে আসিয়া অবধি আমি যতদূর শিক্ষা ও আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে এ সকল চিন্তা অমূলক নয় বুঝিয়াছি। বঙ্গদেশে এই-রূপ মত স্বতঃ উৎপন্ন হইতেছে। আমি শুনিয়াছি, ইতিমধ্যে বঙ্গীয় পুরুষগণ স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যাগণকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ সকল ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত বটে এবং কোন কোন স্থলে গোপনে চুরি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইতেছে, তাহাও যথার্থ। যে কোন দেশে হউক সমগ্র জাতির বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করা সহজ নহে। বিশেষতঃ শুনিতে পাই, এ দেশে প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি আপনাদিগের আত্যন্তিক অনুরাগ। তথাপি এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে নূতন চিন্তা-স্রোতের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহা উৎসাহ ও আনন্দসূচক, সন্দেহ নাই। আর একটী আশার কথা এই, আপনাদের স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ-প্রথা ও অজ্ঞান অবস্থা আপনাদিগের অতি প্রাচীন জাতীয় ব্যবস্থার অনুমোদিত নহে। আমার বিশ্বাস, জেতা মুসলমানদিগের অনুকরণে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি আপনাদিগের প্রাচীন পুরাণ কাব্য প্রভৃতির ইংরাজী অনুবাদ যতদূর পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, আপনাদের ঋষিকন্যাগণের ও রাজমহিষী-দিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং তাঁহারা শাস্ত্রবিদ্যা ও নানাবিধ কলা-বিদ্যায় বিভূষিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তিনী মহিলাগণ সে সকল গুণে এক-কালে বঞ্চিত। লীলাবতীর গল্প কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য আমি জানি না। এরূপ ব্যক্তি আদৌ ছিলেন কি না, অথবা যে সকল উচ্চ গণিতশাস্ত্রের সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট, সে গুলি বস্তুতঃ তাঁহার রচিত কিম্বা তাঁহার ব্যবহারার্থ সঙ্কলিত কি না, তাহাও আমি জানি না। কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, এ গল্পের কোন মূল না থাকিলে এবং উচ্চ গণিতশিক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে অসঙ্গত বা অসম্ভব হইলে পুস্তক-সঙ্কলক এরূপ গল্প উদ্ভাবনে কখনই সাহসী হইতেন না। অতএব আমি আশা করিতে পারি

যে, স্ত্রীলোকদিগকে বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে প্রাচীন উন্নত অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্ত আমি যে প্রস্তাব করিতেছি, আপনারা আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিবেন।

আমার অভিপ্রায় যে সিদ্ধ হইবে, তৎ-পক্ষে আশা করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও এরূপ গুরুতর বিষয়ে লঘুভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, ইহা আমি প্রথম হইতে অনুভব করিয়াছিলাম। আমার বড় ভয় যে, প্রকাশ্যভাবে কার্য্যারম্ভ করিয়া যদি তাহার ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণে কার্য্যসিদ্ধির আশা করিতেছি সেই পরিমাণে নিরাশাগ্রস্ত হইতে হইবে। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন আর সমগ্র লোকমণ্ডলীর উন্নতিসাধন একই কথা। এরূপ কার্য্য করিতে গিয়া একটা ভ্রম হইলে অথবা অবিবেচনা ও ব্যস্ততা পূর্ব্বক একটী কার্য্য করিলে তদ্দ্বারা অভিপ্রায়সিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ও প্রতি-বন্ধক ঘটিবে। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার জন্ত অন্ততঃ এক বৎসর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করি। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে, এখন যে সকল বন্ধু আমাকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নিকট আমার অভিপ্রায় খুলিয়া বলি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে মহিলা বালিকাদিগের শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, ইতিপূর্ব্বেই আমি তাঁহার সাহায্যের অঙ্গীকার পাইয়াছি।

এই বিদ্যালয়টি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে গবর্ণমেণ্টের সহিত সংসৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, ইহাও অনেকে ভাবিয়া চিন্তিয়া। ইহাতে কিছু ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু তদপেক্ষা লাভের আশা অধিক আছে। আমার বিবেচনায় কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সত্বরতা নিতান্ত আবশ্যক। বিলম্ব বা বাধার কোনও কারণ হইলে যাঁহারা আমার সহিত একপ্রাণ হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহভঙ্গের সম্ভাবনা। এই বিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অনেক লেখা-লেখি ও তর্ক বিতর্কের হাত এড়াইতে পারা যাইত না—হয়ত ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃ-পক্ষদিগের মত গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতে আমার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা কতকটা খর্ব্ব করিতে হইত, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ যে কালবিলম্ব, তাহা ঘটিত। স্ত্রীশিক্ষালয় একটী নূতন ব্যাপার, গবর্ণমেণ্টের অনু-মোদিত করিতে হইলে ইহার সফলতার পক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ দেখাইতে হইত। গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রবে যে পরিমাণে লাভ হইবে, তদপেক্ষা অসুবিধা ও ক্ষতি অধিক, এই ভয় করিয়াই আমি তাহার চেষ্টা করি নাই। পক্ষান্তরে আমি একজন পদস্থ লোক এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের কর্ত্তা, ইহাতে আমার সংস্থাপিত বিদ্যালয়

যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ও স্থায়ী হইবে, আমার স্বপক্ষগণ অবশ্যই তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন।

আর একটী বিষয় আমাকে উত্তমরূপে ও অতি সতর্কভাবে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ও স্থায়ী উন্নতির জন্য আমার সকল ছাত্রী সম্ভ্রান্ত-পরিবারস্থ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিল, যাঁহারা হিন্দু সমাজের নেতা বলিয়া গণনীয়, আমি প্রথমোদ্যমেই তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ করিব কি না? রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব এবং হিন্দুকলেজে আমার সহযোগী প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রসময় দত্ত, ইহাঁদের অনেকেই স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী হইবেন না; তথাপি অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলাম যে, যাঁহাদের সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমার সর্ব্বদা কথোপকথন হয়, তাঁহাদিগেরই আত্মীয় পরিবার হইতে আমার প্রথম ছাত্রীদল সংগ্রহ করা যুক্তিসঙ্গত।

হিন্দুসমাজের নেতারা আশা করিতে পারেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ের প্রতি-পোষক হইবেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রীতিমত অনুমোদন থাকা আবশ্যক। যে কালবিলম্ব এড়াইতে আমার এত প্রয়াস, ইহাতে তাহাই ঘটিবার সম্ভাবনা। আরও ভাবিলাম, যাঁহারা নিজ গৃহ-পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার ভারবহনে সমর্থ, তাঁহারা গৃহশিক্ষারই পক্ষপাতী হইবেন। দেশের প্রাচীন অপেক্ষা বর্ত্তমান কালের অবস্থা অনেক ভিন্ন, ইহাতে তাঁহাদের প্রতিকূল যুক্তির অনেক গুলিতে হয়ত আমাকে সায় দিতে হইত। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে বঙ্গদেশে গৃহশিক্ষা বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হওয়া অনেক দূরের কথা, এই জন্য অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ লোকদিগের উপকারার্থ দেশহিতৈষী ধনীদিগের কিছু ত্যাগস্বীকার করা আবশ্যক। আমার আর একটী আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনাদের পদের দায়িত্ব অনুভব করিয়া আপনাদিগের বন্ধু-দিগের ও সমাজস্থ লোকদিগের সহিত আমার প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিবেন। সে স্থলে আমার যাইবার বা যাইয়া কোন কথা বলিবার সুবিধা হইবে না। যাহা হউক আমার স্থির সঙ্কল্প যে, আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী আপনাদের অনুমোদিত হইলে এবং নিয়ম শৃঙ্খলা কতক পরিমাণে বিধিবদ্ধ হইলেই তখন আমরা কি করিতেছি তাহা দেখাইবার জন্য এই সকল সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে আহ্বান করিব এবং আমাদের কার্য্যে অধিকতর উৎসাহদানে তাঁহাদের অনুমোদন ও সহায়তা প্রার্থনা করিব। আমি বিশ্বাস করি, এরূপ ব্যক্তি-দিগের সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ে আপনাদের কথোপকথন হইয়াছে। আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, তাঁহাদের প্রতি সম্মাননার অভাব তাঁহাদিগকে আহ্বান না করিবার কারণ নহে। আমার অনেক ইউরোপীয় বন্ধু আমার অনুষ্ঠেয় বিষয়ের কথা শুনিয়াছেন। ইহার প্রতি তাঁহাদের গভীর সহানুভূতি। অদ্য প্রাতে

তাঁহারা এখানে আসিতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি একটু ইঙ্গিত করিলে কলিকাতার ইউরোপীয় নেত্রীস্থানীয়া রমণীগণ দ্বারা আজি এই গৃহ পূর্ণ হইত। কিন্তু যে কারণে দেশীয় বড়লোকদিগকে ডাকি নাই, সেই কারণে ইউরোপীয়দিগকেও ডাকি নাই। অপ্রকাশ্য-ভাবে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছি, তাহাতে কোন আড়ম্বর প্রদর্শন আমার আদৌ অভিপ্রেত নহে। এমন সময় আসিতে পারে এবং তাহা বহুদূরবর্ত্তী বোধ হয় না, যখন এরূপ কোনও সঙ্কোচ আবশ্যক হইবে না এবং এই কলিকাতা ফিমেল স্কুল অন্য যে কোন গৌরবসূচক নামে অভিহিত হউক, এদেশের সম্মাননীয় ও উপকারী অনুষ্ঠান সকলের মধ্যে ইহা উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

এখানে যেরূপ শিক্ষাদান হইবে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে যেমন ছাত্রদিগের ধর্ম্মে কোন হস্তক্ষেপ করা হয় না, এখানেও সেইরূপ হইবে না। আমি জানি এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা 'শিক্ষিত স্ত্রীলোক' নাম শুনিলেই বিদ্রূপ করেন। তাঁহাদের মতে আমরা যেরূপ শিক্ষা দিতে যাইতেছি, তাহা শুনিলে আমিও পরিহাস না করিয়া থাকিতে পারি না। বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা আমাকে বলিতে শুনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আমি মাতৃভাষা শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী—ইংরাজীতে অনেক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আছে বলিয়া তাহা শিখাইতে হয়; কিন্তু আমাদের আশা আমাদের ছাত্রেরা আজি হউক কালি হউক মাতৃভাষায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানশিক্ষার উপায় করিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে মাতৃভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা দশ গুণ অধিক জোরে বলা যাইতে পারে। সাহিত্যশিক্ষায় বাঙ্গালাকেই আমরা ভিত্তিভূমি করিব, এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞানলাভার্থ ইংরাজীর আশ্রয় লইব, ইহা বোধ হয় ছাত্রীদিগের পিতা মাতার অনভিমত হইবে না।

এতদ্ভিন্ন হাজার হাজার প্রকার স্ত্রী-শোভন সূচিকার্য্য, শিল্পনৈপুণ্য, চিত্র ও অন্যান্য গুণপনা আছে, আমি তাহার অর্দ্ধেকও বর্ণনা করিতে পারি না। বিবি রিড্‌স্‌ডেল সে সকলের শিক্ষা দিবেন। আপনাদের সন্তানগণ এই সকল জ্ঞানলাভ করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত এবং নির্দ্দোষ আমোদে আপনাদিগকে ব্যাপৃত করিতে পারিবেন। "আলস্য পাপের প্রসূতি" ইহা পুরাতন কথা। কিন্তু লোকে নির্দ্দোষ ও উপকারী বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পারে না বলিয়া মন্দ কার্য্য করে। ভাল কাজে ব্যাপৃত থাকিলে আর আলস্যের পথ থাকে না।

(ক্রমশঃ)।

বটেশ্বরে গৌরবিজয়।

১

যে স্থানে কোন প্রাচীন দেবদেবীর অবস্থান হয়, কালক্রমে স্থানটী সেই দেব-দেবীর নামেই পরিচিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; যেমন তারকেশ্বর, কালী-ঘাট, শিবনিবাস ইত্যাদি। তদ্রূপ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ত্রিমন্দের অদূরবর্ত্তী কোন স্থানে বটেশ্বর নামে এক মহাদেব ছিলেন। কালক্রমে সেই স্থানটীর নামও বটেশ্বর হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ কালে ত্রিমন্দের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্মবিচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিপথ মানিতেন না ; কিন্তু বিবিধ দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে বিচারে পরাভূত করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই সকলের বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদিগের সহিত যখন শ্রীগৌরাঙ্গের বিচার উপস্থিত হইল, তখন ত্রিমন্দের রাজা সেই বিচারদর্শনার্থ মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। বহুক্ষণ বিচারের পর বৌদ্ধ-গণ পরাজিত হইলেন। রাজাকে মধ্যস্থতায় সমর্থ করিবার জন্য তৎসঙ্গে যে সকল দর্শক পণ্ডিত ছিলেন, বৌদ্ধগণকে পরাজিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সকলে একবাক্যে কহিলেন,—

"—এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
যে বিচার কৈল তাহা কহনে না যায়॥"
—গোবিন্দের করচা।

রামগিরি রায় নামক কোন অদ্বিতীয় পণ্ডিত পরাজিত বৌদ্ধগণের দলপতি ছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গচরণে দণ্ডবৎ করিয়া কহিলেন,—"আমাকে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করা মনুষ্যের সাধ্য নহে বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু আপনি আমাকে পরাভূত করিলেন, অতএব আপনি কখনই মনুষ্য নহেন। আমি ভয়ানক পাষণ্ড, তাই ভক্তিপথ মানিতাম না। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে ভক্তিপথ দেখাইয়া দিন, আমি কখনই আপনার সঙ্গ ছাড়িব না।" রামগিরির এই দৈন্যোক্তিশ্রবণে,

"হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কৃপা করি কয়।
মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায়॥
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই এইত সাধন॥"

রামগিরি রায় প্রভুর এই কথা শুনিয়া আছাড় খাইয়া ভূপতিত হইলেন, এবং চৈতন্যের চরণ ধরিয়া অনেক মিনতি করিলেন। তার্কিকের অগ্রগণ্য রামগিরির শুষ্ক হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উৎস স্ফুরিত হইল দেখিয়া চৈতন্যচন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমশঃ তৎপ্রদেশীয় সমস্ত পণ্ডিত-শিরোমণি বৌদ্ধ রামগিরির পন্থা অবলম্বন করিলেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তুঙ্গভদ্রা-নিবাসী ঢুণ্ঢিরাম তীর্থ নামক একজন দিগ্গজ পণ্ডিত চৈতন্য-দেবের সহিত বিচারার্থী হইয়া আগমন করিলেন। তিনি আসিলেন বটে,

কিন্তু সেই নবীন সন্ন্যাসীর অঙ্গে অলৌকিক তেজ দেখিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভগবদ্ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের যোগ হইলে যে তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা দ্বাদশাদিত্যের তেজ অপেক্ষাও খরতর। তাহা কর্ম্মী, শুষ্কজ্ঞানী তার্কিকের চক্ষুতে সহ্য হয় না। এই জন্য, বিচারার্থী হইয়াও শ্রীচৈতন্যের সম্মুখীন হইতে ঢুণ্ডিরামের ভয় হইয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে তিনি চৈতন্যদেবের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ বিচার করিতে হয় নাই। যেমন অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাতের মুখে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি শ্রীচৈতন্যের ভক্তি-মার্জ্জিত জ্ঞানের প্রবল প্রবাহে সকলই ভাসিয়া যাইত। ঢুণ্ডিরামের শুষ্ক তর্ক-জালও শুষ্ক তৃণবৎ ভাসিয়া গেল। তখন তিনি অশ্রু-প্লাবিত-নেত্রে গৌরাঙ্গের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঢুণ্ডি-রাম তুঙ্গভদ্রায় যে পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তৎপদাভিষিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিগণও ঢুণ্ডিরাম তীর্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসর্ব্বাপেক্ষা এই ঢুণ্ডি মহাদাম্ভিক ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমানের সীমা ছিল না। চৈতন্যের নিকট সমস্ত অভিমান—সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। উন্নত শির অবনত হইল। তদ্দর্শনে দয়াল গৌরাঙ্গের বড়ই দুঃখ হইল। পুনরায় যেন ঢুণ্ডিরামকে পূর্ব্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা হইল। কহিলেন,—

"—শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
জয়পত্র লিখে আমি দেই সংগোপনে।
হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে॥
বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
কার সাধ্য তর্কশাস্ত্রে জিনে তব ঠাঁই॥
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত দর্শন।
সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকটে হারি মানি॥
আগেকার ঢুণ্ডি হতে তুমি সুপণ্ডিত।
তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভুবনে বিদিত॥"

চৈতন্যদেব এই সকল উক্তি করিয়া ঢুণ্ডিরামকে বিদায় করিলেন; কিন্তু তিনি বিদায় না লইয়া অতি পবিত্রমনে, সরল-প্রাণে ও কাতরভাবে প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন। তখন গৌরাঙ্গদেব অগত্যা ঢুণ্ডিরামকে হরিনাম প্রদান করিয়া পম্প-গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঢুণ্ডিরাম তীর্থ অতঃপর হরিদাস নামে খ্যাত হইলেন। অন্যান্য পাষণ্ড পণ্ডিতগণ, ঢুণ্ডিরামকে একটী বালক সন্ন্যাসীর হস্তে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব তদ্দর্শনে হাস্য করিতে করিতে বটেশ্বরে প্রবেশ করিলেন।

রত্ন।

(৩৬৮ সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ।
"বেণুরেতে সমাখ্যাতা তজ্‌জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।"

১। শঙ্খ—শাঁখ। ২। গজ—হস্তী।
৩। ক্রোড়—ঝিনুক। ৪। ফণী—সর্প।
৫। মৎস্য—মাছ। ৬। দর্দ্দুর—ভেক।
৭। বেণু—বাঁশ।

মল্লিনাথ অন্য একটী বচনের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

"দ্বিপেন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খমৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি।"

১। দ্বিপেন্দ্র—জাত্যহস্তী। ২। জীমূত—মেঘ।
৩। বরাহ—শূকর। ৪। শঙ্খ—শাঁখ।
৫। মৎস্য—মাছ। ৬। অহি—সর্প।
৭। শুক্তি—ঝিনুক। ৮। বেণু—বাঁশ।

এই সকল স্থান হইতে মুক্তা জন্মে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। পরন্তু শুক্তিজ মুক্তা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব, অন্য আর একটী বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্‌সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভবঃ॥"

মুক্তামণি হস্তী, সর্প, শূকর ও মৎস্যের মস্তকে জন্মে, এবং বাঁশ, ঝিনুক ও শাঁখের উদরে জন্মে। এই সকল বচনের মধ্যে মল্লিনাথের ধৃত বচনটীতেই আমাদের শ্রদ্ধা হয়। কেননা ঐ বচনের একাংশে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "শুক্তিজাত মুক্তাই আমরা অধিক পাই, অন্যান্য আকরের মুক্তা কেবল লোকপ্রবাদে প্রসিদ্ধ।"

গজমুক্তা।

"মৌক্তিকং ন গজে গজে" (চাণক্য)

সকল গজে মুক্তামণি পাওয়া যায় না অর্থাৎ সকল হস্তীর মস্তকাভ্যন্তরে পাথরী জন্মে না। কিরূপ হস্তীর মস্তকে জন্মে, তাহা বলিতেছি।

"মাতঙ্গজা যে তু বিশুদ্ধবংশ্যাঃ
তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিকমেষু বৃত্তং
আপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্॥"

যে সকল মাতঙ্গ বিশুদ্ধবংশোৎপন্না, তাহাদেরই মস্তকে মুক্তা প্রস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল জাত্যহস্তীর মধ্যে কোন কোন হস্তীতে যে মুক্তা জন্মে, তাহা সুগোল, ঈষৎ পীতবর্ণ এবং ছায়া-বিহীন। মুক্তার ছায়া কি, তাহা পরে বলা যাইবে।

"বক্ষ্যে গজপরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতুর্বিধা।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্বিধমুদীর্য্যতে॥"

হস্তী জাতির মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর হস্তী আছে। তন্মধ্যে জাত্য হস্তী চারি প্রকার। চারি শ্রেণীর জাত্য গজেই মুক্তা জন্মিয়া থাকে; সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাও চারি জাতি বা চারি শ্রেণী। সেই চারি শ্রেণীর

মুক্তার চারি প্রকার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যথা,—

"ব্রাহ্মণং পীতশুক্লন্তু ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম্।
পীতশ্যামন্তু বৈশ্যাং স্যাৎ শূদ্রং স্যাৎ পীতনীলকম্।"

ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তা পীত-শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় মুক্তার বর্ণ পীত-রক্ত, বৈশ্যজাতীয় মুক্তার বর্ণ পীত-শ্যাম, এবং শূদ্রজাতীয় গজমুক্তার বর্ণ পীত-নীল। কাম্বোজদেশীয় মাতঙ্গ মুক্তায় কিছু বিশেষত্ব আছে। যথা—

"কাম্বোজকুম্ভসম্ভূতং ধাত্রীফলনিভং গুরু।
অতিপিঙ্গরসচ্ছায়ং মৌক্তিকং মন্দদীধিতি।"

কাম্বোজদেশীয় হস্তিকুম্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহার আকার ঠিক্ গোল নহে। তাহার গঠন ঠিক্ আমলকী ফলসদৃশ, ওজনে ভারী, পিঙ্গরবর্ণ, ছায়া বা কান্তিহীন নহে, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছায়া আছে এবং অল্প কিরণও আছে।

(ক্রমশঃ)।

মেয়ের মধ্যস্থতা।

কোন সময়ে দুই জন দিগ্গজ পণ্ডিতে বিচার বাধিয়াছিল। বিচারের বিষয়,—পিতা মাতার মধ্যে কে বড়? একজন বলিতেছেন, পিতা বড়;—অন্যে বলিতেছেন, মাতা বড়। উভয়েরই বিদ্যা, বুদ্ধি, বহুদর্শন, তর্কশক্তি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। সুতরাং বাদ বিতণ্ডার ধুম পড়িয়া গেল। বিদ্যা বুদ্ধ্যাদির সংঘর্ষণে মধ্যে মধ্যে ক্রোধাগ্নির স্ফুলিঙ্গও উদ্গত হইতে লাগিল। শাস্ত্রীয় বচন, পৌরাণিক ইতিবৃত্তাদিরও ছড়াছড়ি হইতে লাগিল। মাতৃপক্ষপাতী পণ্ডিত ব্যক্তি,—"গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী" এই শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্তি করিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পিতৃপক্ষপাতী পণ্ডিত কোন শাস্ত্রীয় বচন সম্মুখে না পাইয়া পুরাণ আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, স্বয়ং ভগবদবতার রামচন্দ্র গর্ভধারিণী মাতা কৌশল্যা দেবীর নিবারণ সত্ত্বেও পিতৃ-আজ্ঞায় বনগমন করেন, এবং ভগবানের অন্যাবতার পরশুরাম ঠাকুর পিতৃ-আদেশে জননীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই সকল পৌরাণিক ঘটনা পিতৃপ্রাধান্যের জলন্ত সাক্ষী। তখন মাতৃপক্ষপাতী ব্যক্তি আপন প্রতিপক্ষকে কহিলেন, তোমার চরিত্রে পৌরুষপ্রকৃতির আধিক্য, এজন্য পুরুষোচিত গুণগ্রামের পক্ষপাতী হইয়া পিতৃভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতেছ। তচ্ছ্রবণে পিতৃপক্ষ ব্যক্তি কহিলেন,—আমি পৌরুষপ্রকৃতিক হইলেও মাতৃ-হৃদয়ের অপক্ষপাতী নহি। তবে আমি "উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বিদ্বেষ্টা বটে।"

"মাতৃভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিলে, কিরূপে উচ্ছৃঙ্খলতার পোষকতা করা হয়, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না",

মাতৃ-পক্ষপাতী এইরূপ কহিলে, পিতৃভক্ত নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় মত বুঝাইয়া দিলেন।

"দেখুন, এখনকার অনেক লোকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে চায়। সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করাতেই যেন একটা ভারী বাহাদুরী আছে, এরূপ মনে করে। যাহারা এরূপ করে, তাহারাই পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির অধিক গৌরবও করে, এবং যে প্রকার কৌশলে পারে, আপনারা যে খুব মাতৃভক্ত, তাহাই লোককে জানায়। মাতৃভক্তির খোস্ নাম বাহির করা সহজ ব্যাপার। কাহার মাতৃভক্তি বাস্তবিক কিরূপ, তাহা অন্যের পরীক্ষা করা প্রায় অসাধ্য। তদ্ব্যতিরেকে মাতৃভক্তি প্রকাশ করিতে আপনাকেও বড় একটা কষ্টভোগ করিতে হয় না, কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকারও করিতে হয় না। পিতা পুত্রকে আপন আদেশের বাধ্য করিতে চান; মাতা উপযুক্ত পুত্রের কথামত কাজ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন। সুতরাং স্বেচ্ছাচারী পুত্রের পক্ষে পিতৃভক্তি রক্ষা করা যেমন কঠিন,—মাতৃভক্তি রক্ষা করা তেমনি সহজ। "তুমি বোঝ না" মাকে এরূপ কথা বলা চলে; কিন্তু বাপকে তাহা বলিবার যো নাই। সুতরাং পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির প্রাধান্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের পোষক।"

মাতৃভক্ত পণ্ডিত এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু জিগীষা ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। কহিলেন,— "আমাদের আর বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই; চলুন, আপনার পিতাঠাকুরকে মধ্যস্থ মানি;—তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিবেন, আমরা উভয়েই তাহা শিরোধার্য্য করিব।" পিতৃভক্ত পণ্ডিতের ইহাতে কোনও আপত্তি রহিল না, কারণ তাঁহার পিতাকে আপনাপেক্ষা বিশেষ বিচক্ষণ বলিয়া ধারণা ছিল। পিতার কাছে মোকদ্দমা দায়ের হইল,—পিতাও ফয়সলা দিলেন,—কিন্তু পিতৃভক্ত পুত্রের বিরুদ্ধে। পিতৃভক্ত পরাজিত হইলেন বটে; কিন্তু মন খুঁতখুত করিতে লাগিল। আপন গৃহিণীর নিকট ছানি অর্থাৎ পুনর্বিচারের প্রার্থী হইলেন। গৃহিণী কহিলেন,— "পুত্রগণের তোমার প্রতি যে ভক্তি, তাহাই ঠিক্, আমাকে ভক্তি কিছুই নহে। তোমাকে সুখে রাখিলেই আমি সুখে থাকিব। তোমাকে কোনও ভাল সামগ্রী দিলে আমি তাহাতে বঞ্চিত হইব না। গাছের গোড়ায় জল ঢালিলে তাহাতে আগাও ভিজিবে। তাহারা আমাকে যাহা বুঝাইবে, আমি তাহাই বুঝিব, তোমাকে যাহা তাহা বুঝাইতে পারিবে না,—তোমাকে যাহা বুঝাইবে, তাহাই সত্য। তাহারা তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করিতে পারে না। তোমাকে ভক্তি করিলেই আমাকে ভক্তি করা হয়। শুনিয়াছি, শিবদুর্গার পূজা করিতে হইলে আগে শিবের পূজা করিতে হয়। ভগবতীর পূজা পৃথক্ করিতে হইলেও শিবশরীরে সে পূজা হইয়া থাকে;—কিন্তু ভগবতীর

শরীরে শিবপূজার বিধি নাই। আরও তোমার আমার স্বভাবই সত্যের পরিচয় দিতেছে। ছেলেরা যদি তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করে, তাহাতে তুমি রাগ করিতে পার,—আমাকে ছাড়িয়া তোমাকে ভক্তি করিলে আমি রাগ করিতে পারি না।"

পিতৃবিচারে পরাজিত পুত্র পত্নীবিচারে জয়ী হইলেন। পাঠক পাঠিকা কি বিচার করেন?

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

(৩৬৯ সংখ্যা ১৬৯ পৃষ্ঠার পর)।

নেওচ করার প্রণালীও প্রায় বুনানি পাতের ন্যায়, ইহার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে কাদা করা আবশ্যক, এবং ঐ কাদা-জলেই বীজ বপন করিতে হয়। বপনের পর জল স্থির হইলে ক্ষেত্রের ঢালু দিকের আইল কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হয়। সপ্তাহকাল ক্ষেত্র জলশূন্য থাকিলে চারা বাহির হয়। তখন উহার উপর কিছু সার ছড়াইয়া দিতে হয়। বুনানি বা নেওচ্ উভয়বিধ বীজ-ক্ষেত্রেই সর্ব্বদা জল বাঁধা থাকা আবশ্যক। বীজ-ক্ষেত্র শুষ্ক হইলে সে বীজে কোনও ফল হয় না।

রোপিত বোরোর চাষ আবাদ এবং বীজ প্রস্তুতকরণ অতিশয় জটিল; এজন্য প্রায়ই কৃষকগণ বোরোর আবাদ করে না। আমরাও সেই কারণে ঐ দুইটী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম না, সময়ান্তরে প্রসঙ্গক্রমে উহা লিখিবার বাসনা রহিল।

আশু ও আমন ধান্যের চাষ আবাদ, বীজ তৈয়ারি প্রভৃতি এ দেশে যেরূপ প্রচলিত আছে, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলা গেল। এক্ষণে কৃষি-পরাশরে ঐ বিষয়ে কিরূপ উপদেশ আছে, সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ধান্য-প্রবন্ধ আপাততঃ শেষ করিব।

আশু ও আমন ধান্যের চাষ আবাদ-সম্বন্ধে কৃষি-পরাশরে যেরূপ উপদেশ আছে, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমনের ব্যবস্থা এই,—

"রোপণার্থন্তু বীজানাং শুচৌ বপনমুত্তমং।
শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভাদ্রে চৈবাধমাধমং॥"

আষাঢ়ের রোপণই প্রশস্ত, শ্রাবণের রোপণ মধ্যম এবং ভাদ্রের রোপণ এক-কালে নিষ্ফল। কৃষি-পরাশরের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই। ধান্যক্ষেত্রে মদিকা না দিলে সমভাবে শস্য জন্মে না। কৃষিপরাশরের বিন্ধক-মদিকা এখনকার বিদেবাঁশী। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ধান্য কর্ষন করিবে, অর্থাৎ ভূমিতে বিদে দিবে। অবৃষ্টি হইলে ভাদ্র মাসেও বিদা দেওয়া যাইতে পারে। বিদা টানিয়া

ক্ষেত্রের মাটী শক্ত না করিলে আশুধান্ত আদৌ ফলে না। উত্তমরূপে কর্ষিত ও পরিষ্কৃত ভূমিতে ধান্ত বপন বা রোপণ করিলেও যথাকালে তাহাকে বিতৃণ করিতে হয়, নতুবা শস্য ভাল হয় না। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের মধ্যে একবার, এবং আশ্বিন মাসের মধ্যে দুইবার ক্ষেত্র নিড়াইতে হয়। এইরূপ ক্ষেত্র কামধেনুর ন্যায় ফল প্রসব করিয়া থাকে।

বাহুল্যভয়ে ধান্যপ্রবন্ধ এই স্থলেই শেষ করা গেল।

বারিবৃক্ষ।

পান্থপাদপ বা পথিক-বৃক্ষ মরুপ্রদেশের তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল যোগাইয়া থাকে, ইহা পাঠিকাদিগের বিদিত; কিন্তু সম্প্রতি আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশে (Musenga) মুসেঙ্গাজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার গুঁড়ি চিরিয়া বৃক্ষের নিম্নে পাত্র রাখিলে ১২।১৩ ঘণ্টার মধ্যে অতি বিশুদ্ধ জল দশ কোয়ার্ট পরিমাণ সংগৃহীত হয়। পণ্ডিতবর ডুমার্ট ফরাসী বিজ্ঞান-সভায় এই বৃক্ষের বিবরণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। দেশীয় গরীলাগণ এই গুপ্ত প্রস্রবণের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আকারের শাখা সকল ভাঙ্গিয়া আবশ্যকমত জল সংগ্রহ করে। বহুদিন গত হইল ডাক্তার ওয়ালিচ আফ্রিকার মার্টাবান্ প্রদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পান। ইহার কোমল ও সচ্ছিদ্র কাষ্ঠে আঘাত করিলে বহুল পরিমাণে পরিষ্কার নিঃস্বাদ জল পাওয়া যায়। তাহা পুষ্টিকর এবং দেশবাসীরা পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়ালিচ্ জলদ্রাক্ষা নামে ইহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা ফাইটোক্রিন্ বা উদ্ভিদ্-নির্ঝর-জাতীয়। দক্ষিণ আমেরিকার গোপাদপ বৃক্ষ এই জাতীয়। তদ্দেশবাসীরা ইহার রসে গো-দুগ্ধের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। জলদ্রাক্ষার বিশেষ গুণ এই, ইহার রসে দুগ্ধের গন্ধমাত্র নাই। ইহা স্ফটিক জলের ন্যায় তৃষ্ণানিবারণের উপযোগী।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

"প্রকৃতির্বিষ্ণুরূপা স্যাৎ পুংরূপশ্চ মহেশ্বরঃ।
এবং প্রকৃতিভেদেন ভেদাস্ত প্রকৃতের্দ্দশ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি কালিকা স্যাৎ রামমূর্ত্তিস্ত তারিণী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাৎ বামনো ভুবনেশ্বরী॥

জামদগ্ন্যঃ সুন্দরী স্যাৎ মীনোধূমাবতী ভবেৎ।
বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ স্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেদ্বৌদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং॥
—তন্ত্র।

তন্ত্রানুসারে যিনি বিশ্ব, বিরাট* বা জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি তৈজস হিরণ্যগর্ভ বা স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি অব্যাকৃত, প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্তাভিমানী পুরুষ; তাদৃশ অবস্থাপন্ন পুরুষত্রিতয়ের অতীত ব্রহ্মকে তুরীয় ব্রহ্ম বলা যায়। তুরীয় ব্রহ্মের সহিত মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। গুণত্রয়ের (স্বত্ব রজঃ ও তমঃ) সাম্যাবস্থা, গুণত্রয়ের নিদ্রাস্থান অথবা নিগুর্ণ অবস্থাই মূল প্রকৃতি। পরে গুণ-ক্ষোভ হইলে প্রকৃতির তামসিক অংশ হইতে মহেশ্বর ও মহাকালী, রাজসিক অংশ হইতে ব্রহ্মা ও মহাসরস্বতী এবং সাত্বিক অংশ হইতে মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী উৎপন্ন হয়েন। ইহাঁদের সহিত পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে, প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা পরম্পরা-সম্বন্ধ মাত্র। প্রাকৃতিক প্রলয়সময়ে গুণ সমুদায় মূল প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎকালে মূল প্রকৃতি ভিন্ন অন্য বস্তু না থাকাতে কেবল মূল প্রকৃতির সহিতই ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতির গুণক্ষোভসময়ে যেরূপ গুণ সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও দুই অংশে বিভক্ত হয়েন। বিশুদ্ধ অংশের নাম পরা প্রকৃতি, বিদ্যা বা মায়া। মলিন অংশের নাম অপরা প্রকৃতি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। পরা প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্যের নাম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ও শিব এবং অপরা প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্য অজ্ঞান-জীব-শব্দবাচ্য।

সত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং প্রকৃতির্দ্বিবিধা মতা।
মায়াবিম্বা বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত। সাংখ্যমতে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ব। পরমাণু হইতে যে সকল যৌগিকী সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্দ্বারা তত্বান্তর উৎপন্ন হয় নাই যেমন সুবর্ণ ও অলঙ্কার, মৃত্তিকা ও ঘট, একই পদার্থ।

মূল প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত শক্তি। শক্তি হইতে সমুৎপন্ন ত্রিবিধ নাদ, অর্থাৎ ত্রিবিধ মহত্তত্ব। ত্রিবিধ নাদ হইতে সমুৎ-পন্ন ত্রিবিধ বিন্দু, অর্থাৎ সাত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান। রাজসিক অহংকার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি। তামস অহংকার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি।

প্রলয়সময়ে তমোগুণ বিস্তৃত হইয়া সমুদায় জগৎ সংহার করে। তৎকালে সত্বগুণ রজোগুণে,এবং রজোগুণ তমোগুণে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন একমাত্র

তমোগুণ ভিন্ন, অপর কিছুই থাকে না। পরে ঐ তমোগুণও মূলপ্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হয়। এই তমোগুণ হইতে রজোগুণ, এবং রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সারদাতিলকে এই তমঃ শক্তিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবোজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥
—সারদাতিলক।

পরব্রহ্মের ক্রিয়া নাই, কর্ত্তৃত্বও নাই; পরন্তু চুম্বকসান্নিধ্যে প্রচলিত লৌহের ন্যায় প্রকৃতি, পরব্রহ্মের সত্তা মাত্রেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছেন। বৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্প পল্লবাদি বিকাশ বিষয়ে যেরূপ বসন্তকালের সান্নিধ্য নিমিত্ত মাত্র, সেইরূপ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিষয়ে পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। গুণত্রয়ই উপাদান কারণ। ফলতঃ তন্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রকরণ অতীব অদ্ভুত। এমন কি তাহা পরিজ্ঞাত হইলে দিব্য জ্ঞান জন্মে। তাহা সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দুর্ঘট। ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি কোন দর্শনকারই তাদৃশ সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, দর্শনকারদিগের পরস্পরবিরোধভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু তান্ত্রিক সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত কাহারও বিরোধ নাই।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

মুখরোগ ও গাত্রের দুর্গন্ধনিবারণ।

১। হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, ছাতিমের ছাল ও দাড়িম্বের বক্কল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

২। হরীতকী, চন্দন, মুথা, নাগকেশর, বেণার মূল, লোধ, কুড় ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ শীঘ্র নিবারিত হয়।

৩। বল্যঘসে পুষ্পের রস, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কর্ণ পূরণ করিয়া রাখিলে শিশুদিগের দন্তকৃমি নষ্ট হয় ও যাতনা নিবৃত্ত হয়।

৪। দারুচিনি, এলাইচ ও জাতিফল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ক্ষুদ্র বটিকা করিয়া দিবা ও রাত্রিতে তাম্বুলের সহিত ভক্ষণ করিলে মুখে সুগন্ধ হয়।

৫। মরিচ ও গোরচনা একত্র পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে যৌবন-

কালের মুখজাত সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়।

৬। ধনিয়া, বচ, শৈলজ ও লোধ, এই সকল বস্তু সমভাগে পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখজাত ব্রণ বিনাশ পায়।

৭। জাঁবের পাতা কটুতৈলে বাটিয়া মুখে মাখাইলে ওষ্ঠবেদনা ভাল হয়।

কেশ।

১। ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, ইক্ষুরস, ভৃঙ্গরাজের রস ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, কোন পাত্র মধ্যে স্থাপন করতঃ এক মাস রাখিবে, পরে এই ঔষধ কেশে লেপন করিলে, চারি মাস পর্য্যন্ত কেশ কৃষ্ণবর্ণ থাকিবে।

২। বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও গোমূত্র এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা কেশে অভ্যঙ্গ করিলে যূক ও লিখ্যাদি বিনষ্ট হয়।

৩। গুঞ্জফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকের যে স্থানে টাকদোষে কেশ উঠিয়া যায়, সেই স্থানে লেপন করিবে, ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, বক্র ও অতি সুশ্রী কেশ উৎপন্ন হয়।

৪। পাটবীজ কাঁজিতে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে, কিম্বা শয়নের পূর্ব্বে পদতলে পানের রস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে ৪।৫ দিনে মাথার উকুণ মরিয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

বীরাঙ্গনা।

আফ্রিকাতে ফরাসী সৈন্যেরা ডাহমী জয় করিতে গিয়া একদল স্ত্রী-যোদ্ধার হাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। এই রমণীরা প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দানবীর ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিল। কাপ্তেন ডড্ ইহাদিগের বীরত্ব দেখিয়া বলিয়াছেন, প্রাচীন আমেজনদিগের বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান আমেজনেরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, তাহারা প্রাচীন মরিচা-ধরা বন্দুক লইয়া ধীরভাবে বারুদ ঠাসিতে, গুলি করিতে এবং পোড়া বারুদ ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়া আবার চক্ষুর নিমেষে এমন গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল যে, ফরাসীরা দেখিয়া অবাক্। যেমন ইহাদিগের শিক্ষা, তেমনি ইহাদিগের শৃঙ্খলা। লণ্ডনের "Life-guards" লাইফ গার্ড কিম্বা ইংলণ্ডেশ্বরীর গৃহরক্ষিবর্গের মধ্যে "Red gloves" রেড গ্লবস্ নামে যাহারা আখ্যাত, তাহাদিগের সহিত ইহাদের তুলনা করা যায়। আফ্রিকার পুরুষ যোদ্ধারা ফরাসিদিগের সাংঘাতিক অগ্নিবাণের দ্বিতীয় বর্ষণে পলায়নপর হইল, কিন্তু রমণীরা দলে দলে ছিন্নভিন্নদেহ ও হত হইতে লাগিল, তথাপি তাহাদিগের স্থান হইতে এক পদও বিচলিত হইল না।

শত্রুসংহারেও ইহারা বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছে। ইহাদিগের গুলিতেই ফরাসীরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ডায়ডো-রাস্ সিকিউলাস্ বলেন, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার টমিরিস্নাম্নী যে আমেজন-রাজ্ঞীর সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি মহাবীর জাতির জননী হইবার বাসনা করিয়া-ছিলেন, তাঁহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে।

বিবাহের অঙ্গুরীয়।

বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টান বর কন্যারা পরস্পরে অঙ্গুরী বিনিময় করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন, এ প্রথা য়িহুদিদিগের নিকট হইতে গৃহীত, বস্তুত তাহা নহে—রোমানেরা ইহার শিক্ষাগুরু। সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা প্লিনী বলেন, কোনও যুবতীর সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ হইলে রোমীয় যুবক তাহাকে একটী লৌহাঙ্গুরী প্রদান করিতেন, তাহাতে কোন প্রকার প্রস্তর বসান থাকিত না। কেবল বিবাহ-সম্বন্ধ নহে, সকল প্রকার চুক্তিস্থলে রোমানেরা এইরূপ লৌহাঙ্গুরী প্রদান করিত। বিবাহকালে রোমীয়কন্যাকে এক ছড়া চাবির ছবি-অঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করা হইত। ইহার অর্থ তদবধি তিনি স্বামি-গৃহের চাবিরক্ষয়িত্রী অর্থাৎ ভাণ্ডারাধ্যক্ষা হইলেন। এরূপ যৌতুক-প্রথা বড় সুন্দর; বর্ত্তমানকালে এ প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন কালে বিবাহ-সম্বন্ধ-সময়ে নানাবিধ অঙ্গুরীয় প্রদানের প্রথা ছিল এবং অনেক অঙ্গুরীয়ে প্রণয়ি-যুগলের নাম বা ছবি অথবা প্রণয়-সূচক কথা অঙ্কিত থাকিত।

মক্কাতীর্থ।

কিছু দিন হইল মৌলবী আবদুল জব্বর সপরিবারে মক্কাতীর্থদর্শনে গমন করিয়া লিখিয়াছেন, মক্কার চারি দিকে পাহাড় এবং ইহার অধিকাংশ গৃহই চারিতালা। এখন এখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ তীর্থ-যাত্রী জমিয়াছে। মিসর ও সিরিয়াবাসী আসিলে যাত্রি-সংখ্যা আরও অনেক বাড়িবে। ঈশ্বরের গৃহের নাম বৈটুল্লা। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর নানাদিগ্দেশস্থ হাজার হাজার মুসলমান প্রার্থনা করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। মন্দিরের অনতিদূরে জেমজেম্-নামক এক কূপ আছে। কাবা মন্দিরের ভিতরে ও বহিঃ-প্রাঙ্গণে প্রতি রজনীতে আলোকদানে

১২০০ টাকা খরচ হয়। বাতি এবং সুইট অয়েল ছাড়া আর কিছু জ্বালান হয় না। কাবা মন্দিরে ৬০০ চাকর আছে এবং ইহার বড় বড় কর্ম্মচারীরা সকলেই নপুংসক। এই স্থান যাহারা পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছদে সজ্জিত। রন্ধনদ্রব্যসামগ্রী সকল প্রতিদিন গরীবদিগকে দান করা হয়। তাহার ব্যয় তুরুস্কের সুলতান এবং মিসরের খেদিব দিয়া থাকেন। কেহই এখানে উপবাস করিয়া থাকে না। মন্দিরের চূড়া হইতে ঠিক্ এক সময়ে ৫টী লোক দিন ৫ বার উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ভজনার জন্য আহ্বান করে। সে আহ্বানধ্বনি শুনিতে বড় মধুর, তাহা শুনিয়া লোকে সংসার-চিন্তা ভুলিয়া ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকার রমণীগণ কি করিতেছেন?

বোষ্টন নগরে স্ত্রীলোকেরা লোকসংখ্যা-গণনা-কার্য্যের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অষ্ট্রিয়া-সম্রাজ্ঞী বয়সে প্রবীণা হইলেও পাঠে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করেন। এখন গ্রীক সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছেন।

ফ্রান্সে স্ত্রীলোকেরা সমুদায় শিক্ষা-বোর্ডে স্ত্রী-শিক্ষক মনোনীত করেন। সুইডেনে রমণীরা প্রতিনিধি সভা ছাড়া আর সকল কর্ম্মচারী মনোনয়ন করেন। আয়র্লণ্ডে নারীগণ বন্দর ও দরিদ্র আইনের অভিভাবক মনোনয়ন করেন; বেলফাষ্ট নগরে মিউনিসিপ্যাল মনোনয়নে তাঁহাদের অধিকার আছে। রুসীয়াতে গৃহস্বামিনীরা কর্ম্মচারিনিয়োগে এবং স্থানীয় বিষয় সকলে মত দিবার অধিকারিণী।

অষ্ট্রি-হঙ্গেরী, প্রোসিয়া ও ডালমিসিয়াতে স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং স্থানীয় মনোনয়নক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মত প্রদান করেন। ইটালীতে পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনয়নে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার আছে। কেপ কলোনী ও নিউজিলণ্ডে মিউনিসিপ্যাল মনোনয়নে স্ত্রীলোক অধিকারিণী। আইসলণ্ড, মান দ্বীপ ও পিটবোর্ণ দ্বীপে স্ত্রীলোকদিগের মত দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

চিকাগো স্ত্রী-সভায় কাফ্রি স্ত্রীলোকদিগকে সভ্যরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

চিকাগোর বিবী এলিজেবেথ ষ্টিক্নী সেণ্ট জেমস্-চার্চের জন্য একখানি বাড়ী দিয়াছেন, আবার ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে এক ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন।

লেডী টেনিসন স্বামি-প্রণীত "Sweet and Low" মধুর ও মৃদু নামে যে কবিতা তাঁহাকে গাইয়া শুনাইয়া প্রীত করিতেন, তাহা স্বরলিপি-বদ্ধ করিয়াছেন।

বিবী মেরী রবিন্‌সন্ রাইট মেক্সিকো

বিষয়ে এক সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়া মেক্সিকো গবর্ণমেণ্ট হইতে ২০ হাজার স্বর্ণডলার পাইয়াছেন। একটী প্রবন্ধের মূল্য এত কোথাও শুনা যায় না।

নিউইয়র্ক সহরে পুলিসবিভাগের সেক্রেটারী ও ষ্টিনোগ্রাফার দুই জন পুরুষ ছিলেন। সেনী গারট্রুড কেলী একাকিনী ১৭০০ ডলার বেতনে দুই পুরুষের কাজ করিতেছেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও ১২০০ টাকা বাঁচিয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। প্রিন্স নসীরুল্লা ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন।

২। কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়াসিংটন মহানগরে পৌঁছিয়াছেন। গালাডেট কলেজের প্রেসিডেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সমুদয় ব্যয়ভার তত্রত্য লোকে বহন করিবেন।

৩। সুরাপান-নিবারণী সভার লেডী হেনরী সমারসেট ও কুমারী ফ্রান্সিস্ উইলার্ড, এল্, এল, ডি, আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতদর্শনে আসিবেন।

৪। গত ২৭ শে অক্টোবর পিঞ্জরাপোলে গাভীপূজার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বহুসংখ্যক লোক তদুপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

৫। বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। এবার দ্রবীভূত ধাতুনিঃস্রব এক নূতন দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

৬। জাপানীরা ফর্ম্মোসা দ্বীপে টেকায়ো নগর জয় করিয়া টোকানফু আক্রমণ করিয়াছে।

৭। গয়া সহরে ফল্গুনদী হইতে উৎকৃষ্ট জল যোগাইবার কৌশল অবলম্বিত হইতেছে। এ কার্য্যে ৬০০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

৮। সিকিমের রাজা ৩ বৎসরের জন্য সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রীটিসরাজের নিয়মাধীন হওয়াতে এই মাসেই সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

৯। অধ্যাপক হ্বাস সাহেবের স্ত্রী কুইন্ সারলট্ সাউণ্ডের নিকট জলমগ্ন স্বামীর মৃতদেহ উদ্ধারার্থ কয়েক জন লোক লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন।

১০। সংস্কারবিরোধী দল কোরিয়ার রাজ্ঞীকে হত্যা করিয়াছেন। জাপানীরা ইহাতে সংসৃষ্ট আছে সন্দেহ করিয়া জাপান গবর্ণমেণ্ট জাপানীদিগকে কোরিয়াগমনে নিষেধ করিয়াছেন।

১১। যোধপুরের মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন প্রাচীনতন্ত্রের প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন।

১। ফরাসীরা হোবা রাজধানী আণ্টানানারিবো অধিকার করিয়াছে। সেনাপতি ডচিনের বীরত্বে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট খুব সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মাদাগাস্কারের রাজ্ঞীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। অহল্যা বাই—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ সঙ্কলিত, মূল্য ।৵০ আনা। পুণ্যশ্লোক অহল্যা বাই একজন আদর্শ ভারতরমণী। তাঁহার চরিত্রে ভগবদ্‌ভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য এবং স্ত্রীশোভন সমুদায় গুণ যেমন জাজল্যমান, রাজনীতিজ্ঞতা, সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্যও সেইরূপ। চরিতাখ্যায়ক যোগীন্দ্র বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। তিনি সহৃদয়তার সহিত অতি সুললিত ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহা প্রত্যেক রমণীর পাঠ ও বিশেষ অনুশীলনের যোগ্য।

২। বিরাটনন্দিনী নাটক—দুঃখমালা-রচয়িত্রী প্রণীত, মূল্য ॥৵০ আনা। বিরাটকন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ ও তৎপরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে সপ্তরথি কর্ত্তৃক অভিমন্যুর বধ ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা ও একজন সুশিক্ষিতা রমণী। তিনি তাঁহার সরল বর্ণনা দ্বারা হাস্য ও শোক উভয় ভাব উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছেন।

৩। উপনিষদঃ ২য় খণ্ড—বাবু সীতানাথ দত্ত সঙ্কলিত। ইহাতে তৈত্তিরীয় প্রভৃতি আর কয়েকখানি উপনিষদ্‌ সভাষ্য বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকগুলি যেরূপ উপাদেয় হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরই গ্রাহক হইয়া গ্রন্থসঙ্কলককে উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য।

৪। অবলা-চরিত—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে ১২টী বিদেশীয়া গুণবতী রমণীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য। বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র সাহিত্যক্ষেত্রে খাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বসাধারণেরই আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই।

৫। হরিনাম সার কথা—শ্রীআনন্দ চন্দ্র সরকার প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। গ্রন্থকার একজন ভদ্রবংশীয় নিরুপায় অন্ধ। ভিক্ষাজীবী না হইয়া তিনি এইরূপ পুস্তক প্রচার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অতি প্রশংসার বিষয়। তিনি উপনিষদ ও

বৈষ্ণবশাস্ত্রের মত সম্মিলিত করিয়া হরিনাম সাধনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে অনেক উন্নত ভাব ও সার ধর্ম্মোপদেশ আছে।

বামারচনা।

বিদায়-সঙ্গীত।

১
যা'কিছু আমারে দেহ
চাও যদি ফিরে নিও,
হাসিমুখে বসুধে ! মা,
দাসেরে যাইতে দিও।

২
জ্ঞানী, গুণী মানী যারা
তাদেরি, ও-কোলে রাখ,
অকৃতী অধম আমি,
আমারে মা, কেন ডা'ক ?

৩
ক্ষুদ্র আগুনের কণা
তা' ছুঁলেও হয় ছাই,
বিষাক্ত জীবাণু আমি,
আমারে ছুঁইতে নাই !

৩
সরসে সরোজ হাসে
বাগানে চামেলি বেলি ;
আমি চিতানল, মাগো !
ভীষণ শ্মশানে খেলি !

৫
শুকায় যমুনা গঙ্গা
আমারি বাতাসে হায়,
আমারে বিদায় দে' মা,
যাই আমি নিরালায় !

৬
যাহা কিছু দিয়াছিলে,
চাও যদি লহ ফিরে,
অভাগারে যেতে দেহ,
একা বৈতরণীতীরে।—

৭
ফিরে লহ রবি মম
ফিরে লহ চন্দ্র তারা,
বসন্ত বাতাস লহ
বরষার বারিধারা ;

৮
সুললিত গীত লহ
শ্যামা পাপিয়ার মুখে,
সাধের কুসুম লহ
ফোটে যা' তরুর বুকে !

৯
ফিরে লহ আশা তৃষা,
ফিরে লহ স্নেহ প্রীতি,
অভাগারে দিও শুধু
সেই ক'দিনের স্মৃতি !—

১০
আর মা, নিও না কেড়ে
নয়নের অশ্রুকণা,
তা'হলে অধম আমি
কিছু আর চাহিব না !—

১১
যতক্ষণ রবে প্রাণ
যতক্ষণ রবে জ্ঞান,

সেই মন্ত্র—ইষ্ট মন্ত্র
মরমে করিব ধ্যান।

১৩

দিব না শুনিতে পরে
সে পবিত্র দেব-ভাষা;
চাব না এ ভাঙ্গা বুকে
সংসারের ভালবাসা—

১৩

শত কালানল-জ্বালা,
পরাণে জ্বলিছে যার,
সে কি চাহে ক্ষুদ্র ছায়া
ক্ষুদ্র বন লতিকার।

১৪

যাহারা যেমন আছে,
তাহারা তেমনি থাক্,
আমারি জীবন একা
নীরবে ফুরায়ে যাক্।

১৫

যাহা কিছু দিয়েছ মা,
ফিরাইয়ে লহ তাই,
নিওনা এ আঁখিজল
এই নিয়ে মরে যাই।

শ্রীমা।

সখী মনে কি পড়ে সেই দিন ?

সখী মনে কি পড়ে সেই দিন ?
শরতের পর হেমন্তপ্রভাতে,
করে কর ধরি তোমাতে আমাতে,
গিয়াছিনু যবে নিকুঞ্জ মাঝেতে
কমলের দলে শিশির হেরিতে।
সেথা ধীরি ধীরি সমীর বহিছে,
লতা সনে পাতা মিশিয়া খেলিছে,
ফুলে ফুলে কত ভ্রমরা উড়িছে,
তথায় দোয়েল পাপিয়া ডাকিছে।
সখী সেই একদিন—
বকুলের তলে সরসীর তীরে,
বসিয়ে দুজনে মৃদু মধু স্বরে,
কত প্রাণকথা বলিলে শুনিলে,
হৃদয়ে হৃদয়ে তখনি বাঁধিলে।
বকুল কুসুম আছিল আঁচলে,
সুচিকণ হার গাঁথিয়া লইলে,
দুজনে অঞ্জলি ফুলে ফুলে পূরি
গিয়াছিনু তবে পূজিতে শ্রীহরি।
মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায়ে দুজনে,
গাহিলাম প্রীত গভীর স্বননে,
"ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি প্রণমি চরণে
প্রেমভক্তিভরে মাগি শরণে।"
প্রবেশি ভিতরে পূজিনু দেবেরে
নিরমল কত ভকতি আদরে,
বিদায়ের কালে করিনু কামনা,
চিরদিন যেন থাকে এ সাধনা,
এপারে ওপারে যথা তথা থাকি
এই অনুরাগ প্রাণে পূরে রাখি।
কত নিশি দিবা হয়েছে অতীত
গ্রহচক্রে ধরা ভ্রমিছে নিয়ত,
চলিয়াছি কতদূরে ঘুরে ফিরি,
সেই শুভ লগ্নে হৃদয়েতে পূরি,
মাঝে মাঝে জাগি অতীতের স্মৃতি
প্রাণে আনি দেয় নব নব প্রীতি।
সখী! সেই সুলগন আর না ফিরিবে!
স্মৃতির মাঝারে রেখাটি টানিয়ে
সুখের নিমেষ গিয়াছে চলিয়ে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

No. 371. December, 1895.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭১ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১৩০২—ডিসেম্বর ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা অনাথাশ্রম—হায়ার ট্রেণিং সভাগৃহে গত ৭ই নবেম্বর অনাথাশ্রমের এক সাধারণ সভা হয়। গৃহটী লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। অনরেবল আনন্দ মোহন বসু মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন এবং অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো. বাবু কালীচরণ বন্দ্যো প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আশ্রমের সম্পাদক সর্জন লেফ্টনেন্ট কর্ণেল আর এল দত্ত এবং সহকারী সম্পাদক ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কার্য্যবিবরণ জ্ঞাপন করেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার পত্নী নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের পিতা মাতা স্বরূপে প্রায় ৪ বৎসর কাল ভগবৎ-প্রণোদিত হইয়া এই আশ্রমের সেবায় নিযুক্ত আছেন। ইহাতে এক সময় ভল্লুক-পালিতা বালিকা ছিল। এখন ইহাতে ১২টী অনাথ বালক ও ৬টী বালিকা আছে। বাঙ্গালীদিগের জন্য ইহা একটী নূতন অতি প্রয়োজনীয় ও হিতকর অনুষ্ঠান। অর্থবস্ত্রাদির দ্বারা ইহার সহায়তা করা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

যুবরাজের নববর্ষ—ভারতের ভাবী সম্রাট্ যুবরাজ আলবার্ট গত ৯ই নবেম্বর ৫৪ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৫৫ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন্।

ভূপালের বেগমের সৌজন্য—রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন লেডী এলগিনের সহিত ইহাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন। ভোজের পর বেগম পরদার ভিতর হইতে দেশীয় ভাষায় সুন্দর সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা ইহাঁদের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কন্‌গ্রেশ সভাপতি—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বোম্বাইবাসীরা অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

পুনা কনগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

দীর্ঘতম সেতু—এ দেশের শোণ-সেতু ও যমনা-সেতু দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই, কিন্তু চিনের পীতসাগরের উপর সাঙ্গাইয়ের সেতু দীর্ঘে ৫ মাইলের অধিক, ৩০০ বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভের উপর ইহা সুশোভিত। পৃথিবীতে এত বড় সেতু আর নাই।

উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট—সার আণ্টনী মাকডোনালড—যিনি ছোট লাট ইলিয়টের ছুটার সময় প্রতিনিধিত্ব করিয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হন, তিনি উত্তর পশ্চিম ও আউডের ছোট লাট হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি—লর্ড উল্‌সলী এই পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের উচ্চ গৌরব রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়।

মহারাণীর সহৃদয়তা—১৮১৯ সালে কেন্সিংটন দুর্গের অন্তবর্ত্তী যে গৃহে মহারাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহ পুনরায় সেই অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন।

জল বিনা জীবনধারণ—আরব দেশের অন্তর্গত নিফাড্ মরুভূমির বিডোয়িন জাতি তাহাদিগের মেষ ও ছাগদিগকে জল বিনা জীবন ধারণ করিতে শিখাইয়াছে। ব্যারণ গ্রণ্ডি সাক্ষাৎকারে দেখিয়াছেন, ইহারা এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে যে, ইহাদিগকে জল দিলেও ইহারা স্পর্শ করে না।

প্রধান রাজাদিগের দৈনিক আয়—রুশীয় সম্রাটের ৬০০০, তুরস্ক সুলতানের ৪০০০, জর্ম্মণ সম্রাটের ২০০০, ইতালীর রাজার ১৬০০, সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ১৬০০, বেলজিয়মের রাজার ৪০০, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টের ১২০ ও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের ৩৫ পাউণ্ড। এক পাউণ্ডে এখন প্রায় ১৯।২০ টাকা।

উদাসীনের চিন্তা।

চঞ্চলা সন্ন্যাসী ঠাকুরের সমীপে অন্য দিন উপস্থিত হইয়া তাপশান্তির উপায় অবগত হইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু মানুষের সংকল্প বালির বাঁধ। কত সংকল্প কালপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে! ভবিষ্যদর্শনাক্ষম মানুষ আশার ছলনে মুগ্ধ হইয়া কত কল্পনার গৃহই নির্ম্মাণ করিতেছে, কিন্তু যে মানুষ পর মুহূর্ত্তে যাহা ঘটিবে তাহা জানে না, সে মানুষের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কথা বলিবার কি অধিকার আছে? চঞ্চলার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। সে সংকটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইল। তাহার সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে যাওয়া ঘটিল না। সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন চঞ্চলার রোগের সংবাদ

শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য সশিষ্য তাঁহার বাড়ীতে উপনীত হইলেন। চঞ্চলার তখন অনেক পরিমাণে রোগোপশম হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর উপনীত হইলে চঞ্চলা শয্যাশায়িনী থাকিয়াই তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন এবং রোগশান্তির জন্য আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া ঊর্দ্ধ নেত্রে কিয়ৎকাল ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন। তৎপরে চঞ্চলার প্রতি স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সে ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া চঞ্চলার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। অনন্তর সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা আর কত কাল ভোগ আছে? যন্ত্রণার একশেষ হইয়াছে, জানি না কোন্ অপরাধ করিয়াছি—যার জন্য এই শাস্তি?

স। মা! রোগ জরা মৃত্যু পাপের শাস্তি নয়, উহা দেহীদিগের ধর্ম্ম; দেহ ধারণ কল্লেই রোগ জরা মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। পশুপ্রভৃতি ইতর প্রাণী-দের স্বাধীনতা নাই, তাহাদিগকে প্রকৃতির ক্রীড়নক বল্লেও বলা যায়। যাদের স্বাধীনতা নাই, তারা পাপ কর্ত্তে পারে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। আমি এ তত্ত্ব তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে পশু-পক্ষীদের রোগ জরা মৃত্যু ঘটে কেন? এ কথার উত্তর আর কিছুই নাই, কেবল তাহারা দেহী বলেই দেহ ধর্ম্মবশতঃ রোগ জরা মৃত্যু এই আপদ্ সকলের অধীন হয়েছে।

চ। রোগ যদি পাপের শাস্তি না হয়, তা হলে লোকে সচরাচর এ কথা বলে কেন? অনেকে বলে থাকেন যে, স্বাস্থ্য-বিধি ভঙ্গ কল্লে তারই শাস্তিস্বরূপ রোগ জন্মে থাকে। এ কথা কি ঠিক্ নয়?

স। হাঁ এ কথা ঠিক্। কিন্তু অপূর্ণ মানুষের পক্ষে সমস্ত স্বাস্থ্য-বিধি জানা সম্ভবপর নহে, জানা সম্ভবপর হলেও সমস্ত বিধি পালন করা অসাধ্য। সুতরাং রোগের হস্ত হতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব। যে যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, তাহা পাপের শাস্তি, এ কথা বলা যেতে পারে না। যেমন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, মানুষ শত সাবধান হইলেও মৃত্যুর হাত এড়াতে পারে না; সুতরাং উহা পাপের শাস্তি বলা যেতে পারে না। রোগ সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

চ। আপনার কথা এখন বেশ বুঝ্লাম—রোগ যে পাপের শাস্তি, তাহা লোকের একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র। তবে উহা যে স্বাস্থ্যবিধি-ভঙ্গের ফল, সে কথাও ঠিক্। কিন্তু সে বিধিভঙ্গের মূলে মানবের স্বাধীনতা নাই। অজ্ঞানতা এবং শক্তির অভাবই উহার কারণ। বাবা একথাত হল। এখন ও-দিনকার কথাটা আমায় বলুন—বাসনার নাশ কিসে হয়।

স। বাসনার নিবৃত্তি সম্বন্ধে দুইটী প্রচলিত মত আছে। একটী—তৃপ্তি দ্বারা

নিবৃত্তি, অপরটী প্রতিজ্ঞার বলে বাসনার তৃপ্তি না করিয়া নিবৃত্তি। ইহাদের প্রচলিত নাম প্রবৃত্তিমার্গ, এবং নিবৃত্তিমার্গ। কিন্তু আমি এই দুইয়ের একটিকেও প্রকৃষ্ট উপায় মনে করি না। প্রবৃত্তিমার্গ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন ;—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

কামনার বশীভূত ব্যক্তির উপভোগ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। মহারাজ যযাতি সহস্র বৎসর যৌবন-ভোগের পর পুত্র পুরুকে যৌবন ফিরাইয়া দিবার সময় ঠিক্ এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতাও এ কথা বলিবে যে, কামনার চরিতার্থতায় কখনও কামনার শেষ হয় না। যাঁহারা প্রতিজ্ঞার বলে বাসনা দমন কর্ত্তে চান, তাঁহারা সংগ্রাম কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত হয়ে, শেষে নিরাশ হয়ে পড়েন। তাতে প্রবৃত্তির জয় হয় কৈ।

চ। তবে কি জীবের বাসনার হাত থেকে মুক্ত হবার উপায় নাই!

স। আছে বই কি? ব্রহ্মসঙ্গ লাভ করাই একমাত্র উপায়। অমানিশার অন্ধকার কেহ বলপূর্ব্বক তাড়াইতে পারে না। আলোর আবির্ভাবে যেমন অন্ধকার আপনিই তাড়িত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-জ্যোতির আবির্ভাবে বাসনার অন্ধকার আপনিই সরিয়া যায়। আর তৃপ্তি কিংবা সংগ্রামের প্রয়োজন থাকে না।

চ। বেশ বুঝলেম যে, ঐশ্বরিক আলো প্রাণে আস্‌লে বাসনা আপনা আপনি নিভে যাবে। এখন জিজ্ঞাসা এই, ঐশ্বরিক আলো লাভের উপায় কি? কেহ কেহ বলে থাকেন যে, চিত্ত নির্ম্মল না হলে ঐশ্বরিক আলো আত্মায় প্রতিফলিত হতে পারে না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে না, মলিন হৃদয়েও তেমনি ঐশ্বরিক আলোর প্রতিবিম্ব পড়্‌তে পারে না। বাসনাই হৃদয়ের মলা, সুতরাং হৃদয়ে বাসনা থাক্‌তে ঐশ্বরিক জ্যোতি তথায় প্রতিফলিত হতে পার্ব্বে না; অথচ আপনি উল্টা কথা বলছেন, আগে ঐশ্বরিক আলো আস্‌তে দাও, তৎপরে বাসনা যাবে। সাধারণের কথা এই, আগে বাসনা যাক্, তৎপরে ঐশ্বরিক আলো আস্‌বে।

স। আমি সাধারণের কথা মানি না, পুরুষকার দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হলে ঈশ্বরদর্শন হবে—এ কথা অর্ব্বাচীনের উক্তি। ব্রহ্মকৃপাবলে তাঁহার সঙ্গলাভের পথ প্রাপ্ত হলে সে পথ অবলম্বনে প্রথমে ব্রহ্মদর্শন ও তৎপরে সেই জ্যোতি দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি।

চ। আপনি যাহা বলছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, মূলতঃ ব্রহ্মকৃপা। ব্রহ্মকৃপা না হলে সাধনপথ পাওয়া যাবে না। পথ না পেলে ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। ব্রহ্ম-

দর্শন না হলে বাসনার নিবৃত্তি হওয়া অসাধ্য।

স। হাঁ তুমি ঠিক্ বুঝেছ।

চ। তবে কোনও পাপী পাপে লিপ্ত থাকিবার কালে ব্রহ্মকৃপা লাভ কর্ত্তে পারে কি?

স। পারে বই*কি? তাই ত সম্ভব। ব্রহ্মকৃপা নিরপেক্ষ ভাবে আসিয়া থাকে, মানুষ জোর করে তাহা আনয়ন কর্ত্তে পারে না।

চ। ব্রহ্ম ত খেয়ালে চলেন না, কাকে কখন কৃপা কর্ব্বেন তার ত একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে?

স। হাঁ তা আছে বই কি? ঠিক্ সময়ের দুই দিন আগে কিংবা পরে কৃপার অবতরণ হবে না।

চ। তবে আমার জীবনে কখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পড়্‌বে?

স। তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। উদ্বেগ অবিশ্বাসের লক্ষণ। তিনি তোমার মুক্তির পক্ষে উদাসীন নহেন, তাঁহার উপর নির্ভর করে থাক, তিনি ঠিক্ সময়ে তোমায় আকর্ষণ কর্ব্বেন। ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করা বিশ্বাসীর লক্ষণ।

চ। বাবা! তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, আমি আপনার কথায় আজ বেশ শান্তি পেলেম। আর বাসনার নিবৃত্তির জন্য উদ্বিগ্ন হব না। যখন তাঁহার ইচ্ছা হবে, তখন সাধনপথ দিবেন।

স। মা! এই গ্রহণ কর, তিনি তোমাকে সাধনপথ জানাইয়া দিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। তুমি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম নাম" প্রত্যহ অন্ততঃ সহস্র বার জপ করিবে এবং জপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বারাধ্য অনন্ত মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। এতদ্ভিন্ন জীবহিংসা হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত থাকিবে। বাসনার পরিতৃপ্তি কিংবা ক্ষণভঙ্গুর শরীরপোষণের জন্য কোন জীবহিংসা করিবে না। কোন রূপ মাদক দ্রব্য সেবন ধর্ম্ম-জীবন-বিকাশের সম্পূর্ণ অন্তরায়। অবসর মত সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠ করিলে ধর্ম্ম-জীবনে বিলক্ষণ সহায়তা প্রাপ্ত হইবে। আমি এখন বিদায় হই। আর দুই বৎসর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি হিমালয়ে গমন করবো এবং তথায় এই সময় অতিবাহিত করিবার মানস করেছি।

চ। বাবা, দুবৎসর কাল আমি কি করে তোমাকে না দেখে থাক্‌ব? সাধু-সঙ্গ ভিন্ন যে এ পাপিনীর জীবন ম্লান হয়ে পড়্‌বে।

স। তোমার ভয় নাই। যে উপদেশ দেওয়া হ'ল, তদনুরূপ চলিতে থাক, সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। চঞ্চলা আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর যথাসময়ে আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমালয় অভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীচঃ।

কর্ত্তা ব্যোমযানে,—গৃহিণী মাটিতে।

পুরুষ প্রকৃতি লইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। গার্হস্থ্যের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম ও মহৎ ভাব নিহিত আছে, তাহা পুরুষ প্রকৃতির মিলন ও একাত্মতা হইতে উদ্ভূত হয়। গৃহে দুই একটী পুরুষ ও দুই একটী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলেই সে কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

সকল গৃহেই কর্ত্তা আছেন, এবং সকল গৃহেই গৃহিণী আছেন; কিন্তু প্রকৃত কর্ত্তা গৃহিণী কয়টী গৃহে আছেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। গৃহিণীর দুইটী ভাব। এক ভাবে তিনি কর্ত্তার অধীনা, অন্য ভাবে স্বাধীনা; এ স্বাধীনার অর্থ স্বতন্ত্রা নহে। কেহ বা কর্ত্তার অনুমতি অনুসারে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কেহ কর্ত্তার মন বুঝিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; এমন বুঝিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন যে, কোন কার্য্যই কর্ত্তার অভিপ্রায়ের অননুরূপ হয় না। এইরূপ গৃহিণীর নাম স্বাধীনা এবং এইরূপ গৃহিণীপনাই সর্ব্বজন-প্রশংসিত। এইরূপ গৃহিণীপনার সৃষ্টি কেবল গৃহিণীর গুণে হয় না, তাহাতে কর্ত্তারও কৃতিত্ব আছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখাইব।

কোন গৃহের কর্ত্তা মাসে মাসে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; কিন্তু কখন এক কপর্দ্দকও আপন হস্তে রাখিতেন না, সমস্তই গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিয়া দিতেন,—"আমাদিগকে উত্তমরূপে খাওয়াইবে,—ভাল পরাইবে,—অতিথি-কুটম্বকে অন্ন দিবে,—বাড়ীর কাহারও পীড়া হইলে ভাল ডাক্তার বৈদ্য ডাকিবে। এই সকল করিয়া যাহা থাকিবে, তদ্বারা তোমার গহনা গড়াইবে। পারত কিছু সঞ্চয়ও করিবে।" তিনি এই সকল কথা বলিয়া মাসিক আয়ের টাকাগুলি গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতেন। কেহ কখন তাঁহার কটিতে বা পকেটে একটী চাবি দেখে নাই। সংসারকার্য্যে তাঁহার অসম্ভব নিশ্চিন্ততা ও ঔদাসীন্য দর্শনে আত্মীয়গণ তাঁহার নিন্দা করিতেন। কিন্তু তিনি সেই নিন্দা শ্রবণে আপনাকে গৃহের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অধিকতর কৃতকার্য্য মনে করিতেন।

গৃহিণী কানে কানে কর্ত্তাকে বলিতেন,—"তুমি গৃহকার্য্যের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সকলই আমাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং আমি যে বিষয়ে যাহা করিতে বলি তাহাই কর। ইহাতে আমার মনে হয় যে, আমার সুখ হইবে বলিয়া আমার মনের মত কাজ করিয়া হয়ত তুমি ক্ষতি-গ্রস্ত হও। এমন স্থলে আমি না থাকিলেই ভাল হয়।" কর্ত্তা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একখানি সাদা কাগজের খাতা বাঁধিলেন এবং সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যে আপনার অভিমতি

লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সকল বিষয়ে গৃহিণীর মত লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেন যে, তাঁহার ও গৃহিণীর মত ঠিক্ মিলিয়া গিয়াছে। যে কর্ত্তা গৃহকার্য্যের প্রত্যেক বিষয় গৃহিণীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিয়া থাকেন, সে গৃহের গৃহিণীর ক্রমশঃ এই-রূপ একটী শক্তি জন্মিয়া যায়, যদ্দ্বারা তিনি স্বামীর মন বুঝিয়া পরামর্শ দিতে ও কাজ করিতে পারেন। কর্ত্তা মাসে মাসে যে কথাগুলি বলিয়া গৃহিণীর হস্তে উপার্জ্জনের টাকাগুলি অর্পণ করিতেন, সে সংসারে সেই কথা-গুলি ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইয়া-ছিল।

কর্ত্তা প্রত্যেক বিষয়ে গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতেন বলিয়া যে সাংসারিক খুঁটিনাটি লইয়াই দিন যাপন করিতেন, তাহা নহে। তিনি গৃহিণীকে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিতেন, প্রত্যেক বিষয়ের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দিতেন, এই মাত্র। "ঔদার্য্য রক্ষা করিতে গিয়া গৃহকার্য্যের সতর্কতা ত্যাগ করিতেন না এবং সতর্ক হইতে গিয়া নীচ হইয়া পড়িতেন না।"

কর্ত্তা মনে করিতেন, গৃহকার্য্য গৃহিণী দ্বারা যেরূপ সুচারু প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে, কর্ত্তা দ্বারা সেরূপ হয় না। এজন্য গৃহিণীর হস্তে যতদূর কার্য্যভার অর্পণ করা যাইতে পারে, তিনি তাহাই করিতেন। তদ্দ্বারা গৃহিণীর কর্ম্মবিষয়িণী বুদ্ধি যতদূর খুলিতে হয়, খুলিয়াছিল এবং আত্ম ও পরচিত্তজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপেই জন্মিয়াছিল।

আমরা যে গৃহের গার্হস্থ্য-প্রণালীর কথা কহিতেছি, সেই গৃহের কর্ত্তা গৃহিণীর হস্তে সমস্ত গৃহকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেন বলিয়াই সেই গৃহটী একটী অপূর্ব্ব যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। সেই যন্ত্রে নিরন্তর পরম সুখাবহ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সঙ্গীত বাজিত,—সেই যন্ত্র হইতে সুখ ও শান্তির উৎস উৎ-সারিত হইত। কিন্তু কর্ত্তা যদি জগতের হিতচিন্তাসক্ত হইয়া সমাজসংস্কার বা রাজ-নৈতিক সংস্কার রূপ প্রকাণ্ড ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক নিরন্তর গগনমণ্ডলে বিচরণ করিতেন, ভ্রমেও একবার মাটীতে পা না দিতেন, সংসারের কথা আদৌ না শুনিতেন;—আর গৃহিণী কেবল সংসারের কাজ লইয়া মাটীর উপর আসন পাতিত করিতেন, তাহা হইলে কস্মিন্ কালে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত না,—কর্ত্তাগৃহিণীর শুভ সম্মিলনে মানুষের সংসারে স্বর্গ আসিত না। এই জন্য উপরি-উক্ত গৃহের কর্ত্তা বলিতেন,—"মানুষের চক্ষু মানুষের মতই হওয়া উচিত;—তাহা দূরবীক্ষণ হইলেও চলিবে না,—অণুবীক্ষণ হইলেও চলিবে না।" বড় বড় কাজ লইয়া সংসার ভুলিয়া থাকা দোষ এবং সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে আসক্ত হইয়া উন্নত চিন্তা ও উচ্চ কার্য্য সকল পরিত্যাগ করাও দোষ। কর্ত্তা আরও বলিতেন,—"যে

নিয়মের বশে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী গোলাকার হইয়াছে, সেই নিয়মের বশেই শিশির-বিন্দু-মুখোৎকীর্ণ জলবিন্দু গোলাকার হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র গার্হস্থ্যের মধ্যেই বড় বড় ভাব, বড় বড় তত্ত্ব নিহিত আছে। অতএব গৃহিণীকে মাটীতে রাখিয়া আপনি ব্যোম-যানে উড্ডীন হওয়া উচিত নহে। গৃহীর পক্ষে গৃহিণীর সহায়তা করা সর্ব্বতঃ কর্ত্তব্য।

দুঃখিনী কামিনী।*

রাজার ঘরের মেয়ে, রাজঘরে হলো বিয়ে,
ত্রিদিবের আব্ছায়া কিশোরী বালিকা;
সন্ধ্যানক্ষত্রের প্রায়, মধুরিমা মাখা গায়,
জ্যোৎস্নায় গাঁথা যেন মন্দার-মালিকা।

বাসন্তী ভ্রমরা প্রায় প্রত্যূষে প্রভাতী গায়,
মলয়ায় মূর্চ্ছা যায় রাজবধূ-বালা।
অঙ্গে পরিমল নব, অধরোষ্ঠে পুষ্পাসব,
আঁচলে ঢাকিয়া রাখে কুসুমের ডালা।

আদরে ফুটিয়া ওঠে, হাসির তরঙ্গ ছোটে,
সাজায় আবাসভূমি সোণার নলীন,
কভুবা ভূতলে লোটে, কভুবা পুলিনে ছোটে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলে সোণার হরিণ।

লতামণ্ডপের ছায়, শুভ্র জ্যোৎস্না-খণ্ড প্রায়,
স্বেদোদ্গমে সিক্ত যেন গোধূলি বালিকা,
কভু আলুথালু বেশে, নিমেষে ছুটিয়া আসে,
যেখানে বেলির পাশে নবোঢ়া যূথিকা।

সন্ধ্যাগমে ফুলবনে ফুল-বধূটির সনে,
সন্ধ্যার সুবর্ণ চুমা যেন শ্বেতোৎপলে,
উষায় অশান্ত ভাবে, একান্ত পুলিনে যাবে,
ক্ষুদ্র বিদ্যুল্লতা সম, এলোথেলো চুলে।

এলানো অঞ্চলখানি আধেক ঘোমটা টানি,
বাদাম গাছের তলে গাঁথে ফুলমালা,
তুচ্ছ রম্যহর্ম্ম্যবাস, দ্বিতল ত্রিতল আশ,
পূর্ণতোয়া তরঙ্গিণীকূলে কূলে খেলা।

দিন দিন মাস মাস, কিশোরে যৌবনাভাস,
আপনা বিস্মৃতা সুখে ষোড়শী বালিকা।
কোটী তারা নিভাননা, গৃহোদ্যানে অতুলনা,
মলয় মারুত ফুল্ল বাসন্তী মল্লিকা।

অধরে হাস্য উন্মেষে, স্বরগের শোভা ভাসে,
শুভ্র জ্যোৎস্নায় যেন বিদ্যুৎপ্রপাত!
যৌবন প্রারম্ভে হায়, সেই শুভ্র কলিকায়,
প্রবেশিল কালকীট—হলো বজ্রপাত।

প্রথম বসন্তোন্মেষে মুকুল মঞ্জুল খসে,
শীত কুজ্ঝটিকা ঢাকা স্বুবর্ণ ব্রততী,
নিদাঘে বিদগ্ধ প্রাণ, ঝটিকায় ম্রিয়মাণ,
স্বর্গভ্রষ্টা সুরদেবী শেফালি মালতী।

ঊষার প্রফুল্ল কায়া, সন্ধ্যার বিষাদছায়া,
ঊষার আলোকে আসি হলো নিপতিত,
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি শিথিল পড়িল খুলি,
যে কেশ নীরদমালা আদরে রক্ষিত;

* কোন একটি বিধবা রমণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত।